হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফের মুখপত্র-

মাসিক হক্বের দা'ওয়াত

"হক্বের দা'ওয়াত" অর্থ : আল্লাহর দা'ওয়াত, সত্যের দা'ওয়াত।

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا

অর্থ : হক্ব (সত্য) এসেছে, বাত্বিল (মিথ্যা) বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় বাত্বিল বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল।
(সূরা বনি ইসরাঈল: ৮১ নং আয়াত শরীফ)

১ম বর্ষ- ৩য় সংখ্যা

এপ্রিল- ২০২৬ ঈসায়ী

যিলক্বদ ১৪৪৭ হিজরী

চৈত্র-বৈশাখ ১৪৩২ বাংলা

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক :

মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী

সম্পাদক :
মুহাম্মাদ আমানুল্লাহ্ আমান সিদ্দীকী

নির্বাহী সম্পাদক :
মুহাম্মাদ রাশেদুন্নবী রাশেদ সিদ্দীকী

সহকারী নির্বাহী সম্পাদক :
মুহাম্মাদ মাহফুজুর রহমান সিদ্দীকী

অনলাইন সম্পাদক :
মুহাম্মাদ অলিউল হাসনাত সিফাত সিদ্দীকী

ওয়েব ও কম্পোজ :
মুহাম্মাদ মামুনূর রশীদ সিদ্দীকী

বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক :
মুহাম্মাদ মাহফুজার রহমান

সার্কুলেশন ও প্রচার :
মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ্ আস সাকিবুল্লাহ্ সিদ্দীকী

সার্বিক যোগাযোগ:

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক : ০১৭৬৪-৭৬১০৯৪ / ০১৩৪৪-৯৯১৭১১ (একমাত্র নিজস্ব নাম্বার)

সম্পাদক : ০১৭৬২-৯১৬৪৪৩

অফিস : ০১৩২৮-৩১০৩০০

ওয়েব সাইট : www.hoquerdawat.com

ইমেইল : hoquerdawat@gmail.com

প্রধান কার্যালয় :
হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফ সুন্নতী জামে মসজিদ, MMD. ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী সুন্নতী মডেল স্কুল, কলেজ এন্ড এতিমখানা মাদ্রাসা, MMD. ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী মোড়, বারোপুর, বগুড়া শহর।

হাদিয়া : ৩০ টাকা মাত্র।

প্রকাশনায় : MMD.AP (MMD. আশরাফ প্রকাশনী) **প্রিন্ট : রাজ-রিয়া বাইন্ডিং হাউজ, প্রেসপট্টি বাদুরতলা, বগুড়া।**

সূচিপত্র :

❖.প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষকের বাণী ও দোয়া..........৪
❖ সম্পাদকের বাণী..৫
❖ পবিত্র কুরআন শরীফের বাংলা ও ইংরেজিতে উচ্চারণ ও অর্থসহ প্রত্যেক শব্দ ও বাক্যের সহীহ্ অনুবাদ......৬
❖ সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা উনার বিশেষ নছীহত মুবারক (১ম পর্ব)..৮
❖ হক্বপন্থীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা ফতওয়া দিয়ে বাত্বিলপন্থীরা মুসলিমদের নিকটে হক্বপন্থী নামে প্রকাশিত হওয়ার অপচেষ্টা করে থাকে......................................১০
❖ ঈমানের সংজ্ঞা...১২
❖ কুরআন শরীফের আয়াত ও তার তাফসীরের আলোকে ফরয নামাজের পরে হাত তুলে দু'আ নবীজি পাক ﷺ উনার সুন্নত..............১৬
❖ সম্মিলিতভাবে দু'আ করা.................................১৬
❖ দু'আ করার নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহ্ পাক উনার............১৬
❖ যিলক্বদ মাসের ফযীলত..................................১৭
❖ যিলক্বদ মাসের বৈশিষ্ট্য...................................১৭
❖ যিলক্বদ মাসের আমল.....................................১৮
❖ যিলক্বদ মাসের বিশেষ দিবস সমূহ......................১৯
❖ প্রতি রাতে আল্লাহ্ পাক পৃথিবীর নিকটতম আসমানে রহমতে খাছ নাযিল করেন.............................১৯

নফল নামায পর্ব

❖ বিভিন্ন নফল নামাজের ফজিলত ও গুরুত্বের দলীল.....২০
❖ সাপ্তাহিক দিন-রাতের নফল নামায......................২১
❖ শনিবার রাতের নামায......................................২১
❖ শনিবার দিনের নামায.......................................২১
❖ শনিবার দরূদ শরীফ পড়ার ফজিলত....................২২
❖ বৃহস্পতিবার, শুক্রবার, শনিবার ও রবিবার দিনের রোযার ফজিলত..২২
❖ সূরা ফাতিহার ফজিলত ও আমল........................২২

ফতওয়া বিভাগ

❖ সহীহ্ হাদীসের আলোকে জানাযার নামাযের পর হাত তুলে দুআ'র দলীল......................................২৩

প্রশ্ন-উত্তর বিভাগ

❖ শরীয়তের ভিত্তিতে পর্দার ভিতরে মহিলারা কি হক্বের দা'ওয়াত প্রচার করতে পারবে..........................২৫
❖ নবীজি পাক ﷺ উনাকে বিশ্বনবী বলা যাবে কি'না....২৫
❖ শাওয়াল মাসে বিয়ে করার কোনো বিশেষ ফজিলত আছে কি...২৬
❖ যিলক্বদ মাস ও হজ্জের সম্পর্ক কী.......................২৭

❖ ঘটনা পর্ব

❖ তিনজন লোভীকে ধ্বংস করলো (৩য় ও শেষ পর্ব).....২৭
❖ মা-বাবার দোয়ার বরকতে কোটিপতি (১ম পর্ব)........২৯
❖ দরূদ শরীফ হচ্ছে সকল দোয়ার শ্রেষ্ঠ দোয়া...........৩০
কাসিদা ও কবিতা................................৩১
❖ পহেলা বৈশাখ কি মুসলিমদের উৎসব.............৩৩
❖ একজন আল্লাহর অলীর শিক্ষনীয় ঘটনা...........৩৩

কলাম ও মতামত বিভাগ

❖ নবী-রসূল ﷺ ও অলী-আউলিয়ায়ে কিরাম (রহমতুল্লাহি আলায়হি) উনাদের শাফায়াত করা প্রসঙ্গে (২য় পর্ব)........৩৪
❖ মৃত্যুর পরেও যে তিনটি আমল বন্ধ হয়না..........৩৫
❖ পীর-মুর্শিদ কেন প্রয়োজন...........................৩৫
❖ পবিত্র রমাদ্বনের শিক্ষা ধরে রাখতে হবে...........৩৬
❖ হক্বানী অলী-আওলিয়াদের অনুসরণ করা মহান আল্লাহ্ পাক উনার নির্দেশ.........................৩৭
❖ মুর্শিদ ক্বিবলা আমাদের জন্য নিয়ামত.............৩৯
❖ মানুষ মাটির তৈরি নয়...............................৩৯

দিন-রাত তথা ২৪ ঘন্টা নবীজি ﷺ উনার সুন্নাত

❖ ঘুম হতে জাগরণের সময়ের সুন্নাত সমূহ.........৪০

অল্প সময়ে কোটি কোটি ছওয়াবের রত্ন ভান্ডার

❖ কোন আমলে অর্ধেক দিন তাছবীহ পড়ার ছওয়াব হয়..৪০
❖ কোন আমলে আগে পিছনের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়.....৪১
❖ কি আমলে মরুভূমির বালুকা সম গুনাহও মাফ হয়.....৪১
❖ কোন আমল করলে ঈমানের সহিত মৃত্যু হবে..........৪১
মাসআলা মাসায়েল ও নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় দু'আ..৪১
❖ দরুদে মুকাদ্দাস এর ফজিলত......................৪২
❖ দরুদে মুকাদ্দাস.......................................৪৪
❖ দাজ্জালি ফেতনা: ডিজিটাল যুগের নজরদারি ও আমাদের সতর্কতা.................................৪৮
❖ সাস্থ্যকথা...৪৯
❖ মুর্শিদ ক্বিবলা উনার অমীয় বাণী....................৫০
❖ ইরান এবং ইসরায়েল-আমেরিকা যুদ্ধ পরিস্থিতি ও মুমিনের অবস্থান..৫১
❖ সম্পাদকীয় : ঈদের আনন্দে মৃত্যুর মিছিল- জবাবদিহিতা কোথায়...............................৫২
❖ শর্ত সাপেক্ষে প্রকাশ্য বাহাসের চ্যালেঞ্জ...........৫৩
❖ এপ্রিল-২০২৬ এর সাহ্‌রী-ইফতারের সময়সূচী.......৫৬ পৃষ্টার পর

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষকতায় :

অসংখ্য ইসলামী কিতাব লেখক ও গবেষক-অলীয়ে কামিল-মুকাম্মিল, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফাচ্ছির, হক্ব-সিলসিলা ফুরফুরা শরীফ হতে সকল ত্বরীকায় খেলাফতপ্রাপ্ত,

সন্ত্রাস-জঙ্গীপনা বিরোধী মুর্শিদ-

মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী

বিসিএস (এ.সি.), ট্রিপল টাইটেল, বি.এ. অনার্স (ফোর্থ ষ্ট্যান্ড), এম.এ. (ফোর্থ ষ্ট্যান্ড)
সম্মানিত সভাপতি, বগুড়া জেলা সহ উত্তরবঙ্গ সকল জেলা, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত, বাংলাদেশ ও গ্র্যান্ড মুফতী, সুন্নতী মুফতী বোর্ড, বাইআত, দা'ওয়াত ও হাক্বিকতে জিহাদ ভিত্তিক সুন্নতী খেলাফত কায়েম গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ।

নবী ﷺ সাহাবী رضي الله عنهم ও অলীদের মত পথ প্রচার প্রসার কমিটি, ফিৎনা প্রতিরোধ কমিটি, হুজুর পাক ﷺ উনার প্রতি ইসলামের ছদ্মবেশে দুশমনি আক্বিদা পোষণ ও প্রচারকারী মুরতাদদের প্রতিরোধ কমিটি, বাংলাদেশ এবং ফুরফুরা শরীফসহ সকল হক্বানী অলীদের দরবার ও প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক, হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফ সুন্নতী জামে মসজিদ, MMD. ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী সুন্নতী মডেল স্কুল, কলেজ এন্ড এতিমখানা মাদ্রাসা, MMD. ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী মোড়, বারোপুর, বগুড়া শহর এবং হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া সুন্নীয়া নিজামিয়া হাফেজীয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা এবং সুন্নতী জামে মসজিদ, তারাকুল, জয়পুরহাট সহ সারা দেশ-বিদেশে প্রতিষ্ঠিত দরবার ও মাদ্রাসা।

মোবাইল : ০১৭৬৪-৭৬১০৯৪/ ০১৩৪৪-৯৯১৭১১ (বিকাশ/ নগদ/ রকেট)

মুর্শিদ ক্বিবলা উনার লিখিত কিতাব সংগ্রহের জন্য দরবারে যোগাযোগ করুন-০১৩২৮-৩১০৩০০

কুরআন-সুন্নাহর দলিলভিত্তিক ও বিষয়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এবং প্রতি জুমআ'র বয়ান ও মাহফিল লাইভ শুনতে নিচের ইউটিউব চ্যানেলগুলো সাবস্ক্রাইব করুন-

Youtube : Zongi Sontrash Birodhi Waz D. Ashraf Siddique,
D. Ashraf Siddique Waz Collection,
Sunni Waz Bogura or d.ashraf siddique online radio

সহজেই চ্যানেলগুলো পেতে QR Code স্ক্যান করুন:

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষকের বাণী ও দোয়া :

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্ পাক উনার জন্য, যিনি আমাদেরকে ঈমানের নেয়ামতে ধন্য করেছেন এবং হক্বের পথে চলার তাওফিক দান করেছেন। দরূদ ও সালাম পেশ করছি সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, হাবীবুল্লাহ্ হুজুর পাক ﷺ উনার উপর। যাকে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ্ পাক কুল কায়িনাতের কোনো কিছুই সৃষ্টি করতেন না।

বর্তমান যুগ ফিতনা, বিভ্রান্তি ও অপসংস্কৃতিতে পরিপূর্ণ। সত্য ও মিথ্যার সীমারেখা আজ অনেকের কাছেই ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ্ পাক উনার হাবীব নবীজি পাক ﷺ ও সাহাবীগণ رضي الله عنهم উনাদের রেখে যাওয়া ইসলাম ভুলে দলীয় স্বার্থে, অর্থের স্বার্থে ইসলামকে বিকৃত করে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। এই সংকটময় সময়ে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মানুষের সামনে হক্বের দা'ওয়াত পৌঁছে দেওয়া সময়ের একান্ত প্রয়োজন।

এই উপলব্ধি থেকেই আমরা মাসিক ইসলামি পত্রিকা **"মাসিক হক্বের দাওয়াত"** প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। এ পত্রিকার লক্ষ্য কোনো ব্যক্তি, দল বা গোষ্ঠীর প্রচার নয়; বরং একমাত্র উদ্দেশ্য হলো-

হক্বকে হক্ব হিসেবে তুলে ধরা, বাতিলকে বাতিল হিসেবে চিহ্নিত করা এবং পাঠককে আল্লাহ্ পাক ও উনার হাবীব হায়াতুন্নবী, আখেরী নবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লহ ﷺ উনার পথে আহ্বান জানানো।

এই পত্রিকায় আক্বিদা, ইবাদত, আখলাক, সমাজ সংস্কার, সমসাময়িক দ্বীনি প্রশ্ন ও যুবসমাজের দিকনির্দেশনা নিয়ে বিশুদ্ধ ও দলীলভিত্তিক লেখা উপস্থাপনের চেষ্টা করা হবে ইনশা-আল্লাহ্ ।

আল্লাহ্ পাক ও রসূল পাক (ﷺ) দয়া করে **"মাসিক হক্বের দা'ওয়াত"** সংকলনের কাজে কবুল করেছেন- আলহামদুলিল্লাহ্। আমি মহান আল্লাহ্ পাক উনার দরবারে দোয়া করি তিনি যেন এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করেন, একে হক্বের দাওয়াতের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেন এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে ইখলাস ও দৃঢ়তা দান করেন। পাঠক, লেখক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে বিনীত অনুরোধ আপনারা দোয়া ও গঠনমূলক পরামর্শের মাধ্যমে আমাদের পাশে থাকবেন ইনশা-আল্লাহ্ ।

সন্ত্রাস-জঙ্গীপনা বিরোধী মুর্শিদ-

মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী

বিসিএস (এ.সি.), ট্রিপল টাইটেল, বি.এ. অনার্স (ফোর্থ ষ্ট্যান্ড), এম.এ. (ফোর্থ ষ্ট্যান্ড)

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক

মাসিক হক্বের দা'ওয়াত

সম্পাদকের বাণী :

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্ পাকের জন্য যিনি মানবজাতিকে হিদায়েতের আলো দান করেছেন এবং পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। অসংখ্য দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত, খতামুন নাবিয়্যীন, হাবীবুল্লাহ্ হুজুর পাক ﷺ উনার প্রতি; উনার পবিত্র আহলে বাইত, সাহাবায়ে কিরাম (رضي الله عنهم), তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল হক্বপন্থী অলী-আওলিয়া ও মু'মিন-মু'মিনাত পৃথিবীতে এসেছেন তাদের প্রতি।

"মাসিক হক্বের দাওয়াত" একটি দা'ওয়াতী, চিন্তামূলক ও বিশ্বাসযোগ্য ইসলামী সংবাদ ও জ্ঞানভিত্তিক পত্রিকা। এর সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী হুজুর ক্বিবলা মহান আল্লাহ্ পাক প্রদত্ত সেই প্রকৃত ইসলাম, "যা নবীজি পাক ﷺ উনার সাহাবীগণ (رضي الله عنهم) এবং যুগে যুগে আগত হক্বানী অলী আউলিয়াগণ পবিত্র কুরআন, হাদীস, ইজমা ও ক্বিয়াস সম্মতভাবে অনুসরণ করে এসেছেন" সেই প্রকৃত ইসলাম মানবজাতির নিকট পৌঁছে দেওয়ার মহান দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন।

বর্তমান যুগ প্রযুক্তিনির্ভর, তথ্যবহুল কিন্তু দুঃখজনকভাবে বিভ্রান্তি ও অপপ্রচারে পরিপূর্ণ। সত্যের নামে অসত্য, দ্বীনের নামে বিদআত, নবীজি পাক ﷺ উনার দুশমনি, আহলে বাইত ও সাহাবী رضي الله عنهم গণ উনাদের দুশমনি, হক্বানী অলী-আউলিয়াদের দুশমনী, ধর্ম নিয়ে ব্যবসা ও মনগড়া ব্যাখ্যা সমাজে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। এমন বাস্তবতায় হক্বকে স্পষ্ট করা এবং বাত্বিল থেকে মানুষকে সতর্ক করার সময়ের এক অনিবার্য দাবি। এর জন্য তিনি নিয়মিত অকাট্য দলীল সাপেক্ষে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর নিয়মিত কিতাব লেখে যাচ্ছেন।

এরই ধারাবাহিকতা ও প্রয়োজনীয়তা থেকেই আধুনিক প্রযুক্তি ও এআই নির্ভর বাস্তবতাকে কাজে লাগিয়ে একটি উন্নত, দায়িত্বশীল ও বিশ্বাসযোগ্য ইসলামী সংবাদমাধ্যম হিসেবে **"মাসিক হক্বের দাওয়াত"** আত্মপ্রকাশ করছে। এটি কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রচারপত্র নয়; বরং পবিত্র কুরআন-সুন্নাহ্ ভিত্তিক বিশুদ্ধ ইসলামের দা'ওয়াত পৌঁছে দেওয়ার একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র।

এই পত্রিকায়- আত্মশুদ্ধি ও তাওবার আহ্বান,আক্বীদা ও আমলের শুদ্ধতা, নবীজি পাক ﷺ এবং আহলে বাইত ও সাহাবাগণ رضي الله عنهم উনাদের নিয়ে দুশমনির বিরুদ্ধে দলীলভিত্তিক প্রতিবাদ, হক্বানী অলী আউলিয়াদের নিয়ে দুশমনি ও মিথ্যা আপবাদের বিরুদ্ধে দলীলভিত্তিক প্রতিবাদ, বিদআত ও বিভ্রান্তির বাস্তব চিত্র, সমসাময়িক ফিতনা ও দ্বীনি প্রশ্নের দলীলভিত্তিক উত্তর, মুরীদ ও পাঠকদের বিভিন্ন মাসলা-মাসায়েল ও প্রশ্নের দলীলভিত্তিক উত্তর, যুবসমাজ ও পরিবারের নৈতিক দিকনির্দেশনা উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হবে। ইনশা-আল্লাহ্ ।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, হক্ব কখনো সংখ্যার মুখাপেক্ষী নয়; বরং ইখলাস ও আল্লাহ্ পাক উনার সাহায্যই তার শক্তি। মহান আল্লাহ্ পাক উনার দয়া এবং নবীজি পাক ﷺ উনার অসীলায় ও যামানার মুজাদ্দিদ- যুগশ্রেষ্ঠ অলী মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী মুদ্দাজিল্লুহুল আলী হুজুর ক্বিবলা উনার বরকতময় দোয়ার অসীলায় আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন, একে হক্বের দা'ওয়াতের কার্যকর মাধ্যম হিসেবে কবুল করুন- আমীন।

পাঠক, লেখক ও শুভানুধ্যায়ীদের নিকট আমাদের বিনীত আবেদন আপনাদের দোয়া, পরামর্শ ও সহযোগিতার মাধ্যমে এই দা'ওয়াতী অভিযানে শরীক হবেন। পত্রিকাটি সংকলন ও মুদ্রণে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও অনিচ্ছাকৃত কোনো ভুল বা অসঙ্গতি (টাইপিং মিসটেক) থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। এমতাবস্থায়, কোনো বিজ্ঞ পাঠকের দৃষ্টিতে এমন কিছু ধরা পড়লে দয়া করে আমাদের অবগত করবেন। পরবর্তী সংখ্যায় আমরা তা অবশ্যই সংশোধন করে নিবো, ইনশা-আল্লাহ্।

বিনীত
মুহাম্মাদ আমানুল্লাহ আমান সিদ্দীকী
সম্পাদক
মাসিক হক্বের দা'ওয়াত

পবিত্র কুরআন শরীফের বাংলা ও ইংরেজিতে উচ্চারণ ও অর্থসহ প্রত্যেক শব্দ ও বাক্যের সহীহ্ অনুবাদ

(১ম খন্ড থেকে সংগৃহীত)

১ম পারা

ركوعها-01	سُوْرَةُ الْفَتِحَةِ مَكِّيَّةٌ	اٰياتها-٧
রুকু সংখ্যা-০১	সূরোতুল ফাতিহা-মক্কায় অবতীর্ণ	আয়াত সংখ্যা-০৭
Ruku-01	**Surotul Fatiha- Descended in Mecca**	**Ayaat-07**

পূর্ণাঙ্গ আয়াত শরীফ

আরবি: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বাংলা উচ্চারণ: বিসমিল্লা-হির্ রহ্মা-নির্ রহী-ম্

বাংলা অর্থ: পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

English Transliteration (ইংরেজী উচ্চারণ:) : Bismilla hir rohma-nir rohiim.

Translate Of English (ইংরেজী অনুবাদ): In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.

শাব্দিক অর্থ: (আরবি+বাংলা উচ্চারণ+বাংলা অর্থ)

আরবি:	بِسْمِ	اللّٰهِ	الرَّحْمٰنِ	الرَّحِيْمِ
বাংলা উচ্চারণ:	বিসমি	আল্ল-হি	আর রহ্মা-নি	আর রহী-ম
বাংলা অর্থ:	নামে	আল্লাহর	পরম করুণাময়	অসীম দয়ালু

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ (١)

১। আলহামদু লিল্লা-হি রব্বিল্ আ'-লামী-ন্।

১। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি জগতসমূহের রব।

1. Alhamdu lillaahi Robbil a'alamiin.

1. All praise belongs to Allah, Truth Lord of all the worlds.

اَلْحَمْدُ	لِلّٰهِ	رَبِّ	الْعٰلَمِيْنَ ۙ	(١)
আলহামদু	লিল্লা-হি	রব্বি	আল্ আ'-লামী-ন	(০১)
সকল প্রশংসা	আল্লাহর জন্য	রব	জগতসমূহের	(০১)

الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ۙ (۲)

২। আর রহ্মা-নির্ রহী-ম্

২। যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু

2. Ar-Rohmaanir-Rohiim

2. The most Gracious, the most Merciful.

(۲)	الرَّحِیۡمِ	الرَّحۡمٰنِ
(০২)	আর রহী-ম্	আর রহ্মা-নি
(০২)	অসীম দয়ালু	(যিনি) পরম করুণাময়

مٰلِكِ یَوۡمِ الدِّیۡنِ ؕ (۳)

৩। মা-লিকি ইয়াওমিদ্ দী-ন্।

৩। যিনি বিচার দিবসের মালিক।

3. Maaliki Yawmid-Diin.

3. Truth Master of the Day of Judgment.

(۳)	الدِّیۡنِ ؕ	یَوۡمِ	مٰلِكِ
(০৩)	আদ্ দ্বী-ন্	ইয়াওমি	মা-লিকি
(০৩)	বিচার	দিবসের	মালিক

(অসমাপ্ত পরবর্তী সংখ্যার অপেক্ষায় থাকুন)

একইসাথে আরবি আয়াতের নিচে বাংলা উচ্চারণ, বাংলা অনুবাদ, ইংরেজি উচ্চারণ, ইংরেজী অনুবাদ আবার প্রতিটি শব্দের বাংলা উচ্চারণ ও অর্থসহ পূর্ণাঙ্গ কুরআন শরীফ আগে কোথাও প্রকাশ হয়নি যা হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফের সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা মুহাম্মাদ MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী হুজুর ক্বিবলা প্রকাশ করেছেন।
আলহামদুলিল্লাহ।
আপনার কপিটি সংগ্রহ করুন। সরাসরি দরবার শরীফে এসে সংগ্রহ করতে পারেন অথবা কুরিয়ারে নিতে পারেন।
সংগ্রহ করতে যোগাযোগ করুন-০১৭৭৮-০৮০৯৪৫, ০১৭৪৪-৮৯০৫৯৩ (হোয়াটসঅ্যাপ)

◈ সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা উনার বিশেষ নছীহত মুবারক (১ম পর্ব) ◈

✒ মুহাম্মাদ মামুনূর রশীদ সিদ্দীকী

যামানার লক্ষ্যস্থল অলী আমার প্রাণের আক্বা মহাসম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা **মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী (মুদ্দা জিল্লুহুল আলী)** উনার প্রতিটি ওয়াজ-নছীহতই হিদায়াতের আলোকবর্তিকা। তিনি জীবনে যতগুলো ওয়াজ-নছীহত করেছেন, আমার জানামতে এত ওয়াজ-নছীহত অন্য কোনো পীর সাহেব করেননি। জুমআ'র বয়ান এবং মাহফিলগুলোতে যেগুলো ওয়াজ করেন সেগুলো সবাই লাইভে শুনতে পারেন। জুমআ'র বয়ান এবং মাহফিল ছাড়াও তিনি দরবার শরীফে আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ নছীহত করে থাকেন। যা সকলেই জানতে পারেন না। আপনাদের জন্য সুসংবাদ দিচ্ছি যে, সেই গুরুত্বপূর্ণ নছীহতগুলো **মাসিক হক্বের দা'ওয়াত** পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যায় লিখতে থাকবো ইনশা-আল্লাহ্। আর মুর্শিদ ক্বিবলা যা নছীহত অতীতে করেছেন, বর্তমানে করছেন এবং ভবিষ্যতে করবেন সবগুলো নছীহত একত্র করে মুর্শিদ ক্বিবলা উনার মুবারক এজাজতক্রমে একটি বই আকারে প্রকাশ করবো ইনশা-আল্লাহ। **সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা উনার বিশেষ নছীহত মুবারক।**

মহান আল্লাহ্ পাক কবুল করুন-আমীন।

২১শে রমাদ্বনুল মুবারক, ১৪৪৭ হিজরী, ১০ মার্চ ২০২৬ ঈসায়ী, মঙ্গলবার সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা তিনি ই'তিকাফের উদ্দেশ্যে মাগরিব নামাজের পূর্বেই মসজিদে প্রবেশ করেন। পবিত্র তারাবীহ্ নামাজের পর প্রাণের আক্বা মুর্শিদ ক্বিবলা সাক্ষাৎ মুবারক দিয়ে মিম্বর শরীফে বসলেন। মুরিদ-মুতাকিদ, খাদেম-খোদামাদের উদ্দেশ্যে বিশেষ নছীহত মুবারক পেশ করলেন। সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা বললেন, মহান আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআন শরীফে ইরশাদ মুবারক করেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

অর্থ : হে মুমিনগণ, তোমরা ইসলামে পরিপূর্ণরূপে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের জন্য প্রকাশ্য শত্রু। *(সূরা বাকারা-২০৮ নং আয়াত শরীফ)*

উক্ত আয়াত শরীফের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সম্মানিত মুর্শিদ কিবলা একটি অত্যন্ত চমৎকার ও বাস্তবধর্মী উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেন:

"একটি সাপ যখন গর্তে প্রবেশ করে, তখন তার অর্ধেক শরীর যদি গর্তের ভেতর থাকে আর বাকি অর্ধেক (লেজ) বাইরে থাকে, তবে যে কেউ সেই লেজ ধরে টেনে সাপটিকে বের করে মেরে ফেলবে। যদি টেনে বের করতে নাও পারে তাহলে মারতে মারতে বা টানতে টানতে বাইরে থাকা অংশ ছিঁড়ে ফেলবে। সাপের জীবন বাঁচাতে হলে তাকে যেমন সম্পূর্ণ শরীর নিয়ে গর্তে প্রবেশ করতে হয়, মুমিনের অবস্থাও ঠিক তেমন।" কেউ যদি ইসলামের কিছু বিধান মানে আর কিছু বিধান বর্জন করে, তবে তার অবস্থা সেই অর্ধেক গর্তে ঢোকা সাপের মতোই বিপদসংকুল হয়। ঈমানের পূর্ণতার জন্য এবং শয়তানের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হলে ইসলামে অর্থাৎ হক্বের পথে আংশিক নয়, বরং পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, যখনই কেউ পরিপূর্ণভাবে হক্ব ইসলাম মানার চেষ্টা করবে, তখনই অভিশপ্ত শয়তান তাকে বাঁধা দিয়ে হক্ব পথ থেকে বাত্বিল পথে নেওয়ার চেষ্টা করতে থাকবে। কারণ শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা এরপর হক্বানী অলী-আওলিয়া সম্পর্কে বলেন যে, হক্বানী অলী-আওলিয়াগণ হলেন, 'গুনাহ কাটার মেশিন'। তাঁদের পবিত্র সোহবতে থাকা এবং তাঁদের দিকে মুহব্বতের নজরে তাকানো ইবাদতের সমতুল্য। উনাদের দিকে তাকালে জীবনের সমস্ত ছগীরা গুনাহগুলো ঝরতে থাকে এবং অন্তর কলুষমুক্ত হয়। আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্ পাক এবং নবীজি পাক ﷺ-উনাদের সন্তুষ্টি অর্জন করা। এই সন্তুষ্টি অর্জনই মুমিনের

জীবনের চরম সার্থকতা। আল্লাহ্ ও নবীজি ﷺ-উনাদের সন্তুষ্টি অর্জন এবং তা ধরে রাখার জন্য মুর্শিদ ক্বিবলার মুহব্বত হলো একটি শক্তিশালী 'প্রোটেকশন' বা নিরাপত্তা প্রাচীর। যতক্ষণ মুর্শিদ ক্বিবলার প্রতি মুহব্বত অটুট থাকে, ততক্ষণ আল্লাহ্ পাক ও নবীজি পাক ﷺ উনাদের সন্তুষ্টি নামক নিয়ামত সুরক্ষিত থাকে। মুর্শিদ ক্বিবলার প্রতি মুহব্বত কমে গেলেই অন্তরে ছিদ্র তৈরি হয়। চোর যেমন অরক্ষিত সম্পদে হানা দেয়, শয়তানও তেমনি সেই ছিদ্র দিয়ে ঢুকে মুরিদের অর্জিত সমস্ত নূর ও সন্তুষ্টি কেড়ে নেয়। মুর্শিদ ক্বিবলার মুহব্বতই হলো আল্লাহ্ পাক ও নবীজি পাক ﷺ উনাদের সন্তুষ্টির অতন্দ্র প্রহরী। মুর্শিদ ক্বিবলা হচ্ছেন মুরিদদের জন্য বিশেষ রহমত ও নিয়ামত। এই নিয়ামত যারা হাসিল করতে পারবে তারাই মানজিলে মাকসুদে পৌঁছতে পারবে।

এরপর সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা সূরা ফজর এর ২৭-৩০ নং আয়াত উল্লেখ করে বলেন, এইযে প্রশান্ত আত্মার কথা এখানে বলা হয়েছে। প্রশান্ত আত্মার কোনো ভয় নেই, চিন্তা নেই। তার একটাই চিন্তা আল্লাহ্ পাক এবং নবীজি পাক ﷺ উনাকে সন্তুষ্ট করা। গোটা দুনিয়া নড়ে গেলেও তাকে কেউ নড়াতে পারবেনা কারণ তার অন্তর প্রশান্ত। আর যার অন্তর প্রশান্ত নয় তার মধ্যে সবসময় ভয়, চিন্তা ও ছটফট রোগ থাকবে। এটা হলো অসুস্থ আত্মা। তার অন্তরের মধ্যে অস্থিরতার রোগ। আত্মার মধ্যে রোগ থাকলে সেই রোগ তাকে ধ্বংস করবে। আত্মাকে রোগমুক্ত রাখতে হবে। আত্মাকে রোগমুক্ত করার গ্যারেজের নাম আল্লাহর অলীর দরবার। শরীরের রোগ ভালো করার নাম ডাক্তারের হাসপাতাল আর আত্মার রোগ ভালো করার নাম হলো আল্লাহর অলীদের দরবার। আল্লাহর অলীর দরবারে যাওয়ার উদ্দেশ্যই হলো আত্মার রোগ সংশোধন করা। সেখানে এসে যদি কেউ হিংসা, অহংকার, লোভ, মিথ্যাচার ও অন্যের উপরে জুলুম করে তাহলে তার রোগ কিভাবে ভালো হবে? দীর্ঘদিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পরেও যখন কারো রোগ ভালো না হয় তাকে যেমন হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়। অনুরূপ আল্লাহর অলীর দরবারে থেকেও যখন কারো মুহলিকাত তথা শয়তানের বদগুণ সংশোধন না হয় তখন আল্লাহপাকের পক্ষ থেকেই সে দরবার থেকে বিতাড়িত হয়। যেমন পূর্বের মুনাফিকেরা আমার দরবার থেকে বিতাড়িত হয়েছে। আমি তাদেরকে বাদ দেইনি। আল্লাহর কুদরত থেকেই তারা বাত্বিল হয়েছে। এই দরবারে থেকেও যাদের রোগমুক্তি হচ্ছেনা তারা কোথায় গিয়ে রোগ ভালো করবে? হিংসা, অহংকার, লোভ, মিথ্যা, বেআদবী ও জুলুম শয়তানের বদগুণ এবং আত্মার রোগ। এইগুলো বদগুণ সহ মুহলিকাতের বদ খাছলত গুলো অন্তর থেকে বের করতে না পারলে কেউ অলী হওয়াতো দূরের কথা হক্বের উপরে টিকে থাকতেই পারবেনা। যার মধ্যে যেই বদগুণ রয়েছে, শয়তান সেটা দিয়েই তাকে ধোঁকা দিয়ে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতের দলীলভিত্তিক আল্লাহ্ পাক, হুজুর পাক ﷺ ও মুর্শিদ ক্বিবলার যে যত বড় খাদেম ও গোলাম বলে প্রমাণিত হবে সে তত বড় দরজার অলীর মাকাম পাবে। কিন্তু বেআদবী করলে তত বড় দরজার অভিশপ্ত মাকাম পাবে। নাউযুবিল্লাহ। কেউ যদি দীর্ঘদিন মুর্শিদ ক্বিবলার দরবারে খিদমত করার পর শয়তানের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মুর্শিদ ক্বিবলার বিরোধীতা বা দুশমনি করে তাহলে তার সমস্ত খিদমত ও আমল সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। সে দুনিয়া ও আখিরাতে এর কোনো মর্যাদা পাবেনা এবং আল্লাহ্ পাক তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন। *(বুখারী শরীফ-৬৫০২ নং হাদীস শরীফ)* তার জীবনে নেমে আসবে আযাব, গজব আর দুর্দশা। আর কেউ যদি একটি দিনও আল্লাহর অলীর দরবারে খিদমত করে দূরে সরেও যায় কিন্তু আল্লাহর অলীর বিরোধীতা বা দুশমনি না করে তাহলে এই একটি দিনের খিদমতই হতে পারে তার নাজাতের উছিলা। সবসময় মনে করতে হবে দরবারে আমিই সবার চেয়ে ছোট। এমন ব্যক্তিই অলীর মাকাম পেয়ে মুর্শিদ ক্বিবলার জান্নাতের সাথী হবেন। সুবহানাল্লাহ্ !

এরপর প্রাণের আক্বা মুর্শিদ ক্বিবলা আরো অনেক মহামূল্যবান নছীহত মুবারক পেশ করে হুজরা শরীফে প্রবেশ করে ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল হলেন।

হক্বপন্থীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা ফতওয়া দিয়ে বাত্বিল পন্থীরা মুসলিমদের নিকটে হক্বপন্থী নামে প্রকাশিত হওয়ার অপচেষ্টা করে থাকে :

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ পাক উনার জন্য, যিনি হক্ব ও বাত্বিলের মধ্যে পার্থক্যকারী পবিত্র কুরআন শরীফ নাযিল করে মানবজাতির উপর বড় ইহসান করেছেন। অসংখ্য দরুদ হুজুর পাক ﷺ উনার প্রতি যিনি পবিত্র কুরআন শরীফের প্র্যাক্টিক্যাল (বাস্তবসম্মত) নমুনা হিসাবে হক্ব ও বাত্বিলের মধ্যে চূড়ান্ত পার্থক্য সূচনা করেছেন। হক্ব ও বাত্বিলের দ্বন্দ্ব চিরন্তন, যা আবহমান কাল ধরে চলে আসছে।

শুধু পাল্টিয়েছে এর রূপ, রেখা ও ধরণ। হক্বের বিরুদ্ধে বাত্বিল আত্মপ্রকাশ করেছে বিভিন্ন চেহারায়, বিভিন্ন আকৃতিতে। উদ্দেশ্য একটাই, হক্ব-কে দমন করে বাত্বিলকে প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু না, তা কখনই কোনো যুগেই সম্ভব হয়নি। বাত্বিলের প্রচন্ড ঘুর্ণিঝড়ের ভিতরেও হক্বের নিভু নিভু বাতিকে মহান আল্লাহ পাক কুদরতি মদদ দিয়ে রক্ষা করতঃ সেই বাতি থেকে লক্ষ কোটি বাতি জ্বালিয়ে থাকেন, অর্থাৎ হুজুর পাক ﷺ উনার বাণী "মহান আল্লাহ্ পাক (দুনিয়া ও আখেরাতে) যাঁদেরকে পছন্দ করেন ও মঙ্গল চান তাঁদেরকেই দ্বীনের সত্য বুঝ দিয়ে দেন।"- *(মুসলিম, তিরমিযী, মিশ্কাত ইত্যাদি)।*

বাত্বিল দল ওহাবীদের উত্থান : বাত্বিলের বিরুদ্ধে হক্বের বিজয় একটি শাশ্বত বিধান, যদিও প্রত্যেক যুগেই হক্বপন্থীদের সংখ্যা বাত্বিলের তুলনায় অনেক কম থাকে। হক্বের বিরুদ্ধে সকল বাত্বিল দলগুলো আপাতদৃষ্টিতে বিভিন্ন নামে থাকলেও তারা সকলেই এক ও অভিন্ন। যেমন রসুনের কোয়া বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে থাকলেও মূলে সকল কোয়া এক জায়গায়। মহান আল্লাহ্ পাক বলেন- "হক্বের আবির্ভাবে বাত্বিল দূরিভূত হতে বাধ্য।"

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ *(পবিত্র সূরা বণী ইসরাঈল- আয়াত নং ৮১)*

ইহুদী নাছারাদের অর্থ ও মদদে পুষ্ট হয়ে মুহম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব নজদী ওহাবীদের কর্ণধার যার সম্পর্কে হুজুর পাক ﷺ প্রায় সাড়ে ১৪ শত বছর পূর্বে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন" "নজ্দ প্রদেশ হতে (আঃ ওহাব নজদী নামে) শয়তানের শিং বের হবে। যারা ইসলামের নামে আমার শরীয়তকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে" এবং হুজুর পাক ﷺ তাদের অভিসম্পাত করেছেন" *(কিতাব আল আছার, বুখারী ও মুসলিম শরীফ)*

তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআ'ত (অর্থাৎ যে মতের উপরে মহান আল্লাহ্ পাক এবং হুজুর পাক ﷺ সন্তুষ্ট এবং সাহাবায়ে কেরাম رضي الله عنهم গণের মত প্রতিষ্ঠিত) এর অসংখ্য আলেম ওলামা এবং হক্বপন্থীদের নির্ভরযোগ্য কিতাব-পত্র ধ্বংস করে দিয়ে বাত্বিল মত ক্বায়েমের জন্য ইসলামের লেবাছ ধরে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে ইহুদী নাছারাদেরকে শক্তিশালী করার জন্য ইসলামের লেবাছ ধরে সেই ওহাবীরা হুজুর পাক ﷺ উনার প্রতি দুশমনি আক্বিদা ছড়াতে থাকে। অনুরূপ আক্বিদা পোষণ করে থাকে মুসলমানদের সারা বিশ্বে সন্ত্রাসী প্রমাণের অপচেষ্টাকারী ওসামা বিন লাদেন, মোল্লা ওমর তথা আল কায়েদা, তালেবান সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক এবং বাংলাদেশের যাবতীয় উগ্রবাদী সংগঠনগুলো।

নূরের বিরোধীতা শুরু : পবিত্র কুরআন-সুন্নাহর অসংখ্য দলীল এবং সাহাবায়ে কেরাম رضي الله عنهم গণ থেকে শুরু করে তাবেয়ী, তাবা-তাবেয়ী, আইয়িম্মায়ে মুজ্তাহিদীন সহ সকল আলেমে হক্বানী-রব্বানী ও আল্লাহ্ পাক উনার অলীদের মতে হুজুর পাক ﷺ হলেন আল্লাহ পাক উনার কুদরতি সৃষ্টিকৃত বিশেষ নূর হতে সৃষ্টি।

অথচ নজদীসহ উপরোক্ত ভ্রান্তমতবাদী বাত্বিলপন্থী ব্যক্তিরা উনাকে মাটির মানুষ হিসেবে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছে- নাউযুবিল্লাহ্। যেখানে সাধারণ ভাবে কোনো জিনিস শেষ হয়ে গেলে বা ধ্বংস হয়ে গেলে পৃথিবীর মানুষ প্রবাদে বলে থাকে জিনিসটি মাটি হয়ে গেলো। সেখানে হায়াতুন্নবী ﷺ *(পবিত্র সূরা বাকারা- ১৫৪ ও সূরা আলে ইমরান- ১৬৯ নং আয়াত শরীফ)* কে কিভাবে তারা মাটি বলতে পারে এবং মাটি বললে কী

করে ঈমান থাকে? এমনিভাবে হুজুর পাক ﷺ উনার প্রতি মহব্বতান দরুদ ও সালাম পেশ করা, ছিফত তথা নূর ও রহমত হিসাবে উনাকে হাজির-নাযির জানা, আল্লাহ পাক প্রদত্ত ক্ষমতায় উনার ইচ্ছায় যত প্রয়োজন তত ইল্‌মে গইব ওহীর মাধ্যমে উনাকে দান করা হয়েছে- তা বিশ্বাস করা, শবে বরাত পালন করা, শবে মে’রাজ ও শব-ই ক্বদর পালন করা, ফরজ নামাজ পরে হাত তুলে মোনাজাত করা, হুজুর পাক ﷺ এবং আল্লাহর অলীদের কবর যিয়ারত করা ইত্যাদি আমল ও আক্বীদা নির্ভরযোগ্য দলীল-আদিল্লার প্রেক্ষিতে মুসলিমগণ হক্ব তথা সত্য হিসেবে যুগ যুগ ধরে পালন করে আসার পরেও উক্ত আমল ও আক্বিদাগুলোকে বিদআত, শিরক, সুন্নতের খিলাফ এবং বাত্বিল আমল ও আক্বিদা হিসেবে মিথ্যা ফতওয়া জারি করে তারা মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি ও দলাদলি সৃষ্টির অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। নিজেরা ঈমান হারিয়ে সাধারণ মানুষের ঈমান হরণের অপচেষ্টা করছে।

পক্ষান্তরে পবিত্র কুরআন-সুন্নাহর অসংখ্য দলীল স্বাপেক্ষে সরাসরি এবং অমুসলিমদের তর্জ-তরীক্বা হওয়ার কারণে হুজুর পাক ﷺ উনার সময় হতে সকল হক্বানী আলেম-ওলামা ও আল্লাহ্ পাক উনার অলীদের হক্ব মতানুসারে ইচ্ছা করে ইসলামের নামে ছবি তোলা, ভিডিও করা, টিভি দেখা ও টিভিতে প্রোগ্রাম করা, ইহুদী-নাছারাদের তৈরী গণতন্ত্র, (গণতন্ত্রের মূল বিষয়ের অসংখ্য কুফরী আক্বীদার মধ্যে ১. “জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস, ২. সংখ্যাধিক্যতাই ক্ষমতা” অথচ পবিত্র কুরআনের বাণী- “আল্লাহ পাকই সকল ক্ষমতার উৎস।” *(পবিত্র সূরা বাক্বারাহ্ ২০ নং আয়াত শরীফ)* আর আল্লাহ্ পাক সংখ্যায় “এক” যার চাইতে অল্প সংখ্যায় আর কিছুই নাই।) হরতাল, লংমার্চ, কাফন মিছিল, লাঠি মিছিল, ঘেরাও, ভাংচুর, কুশপুত্তলিকা তৈরী এবং পুড়ানো সম্পূর্ণরূপে হারাম হওয়ার *(বুখারী, মুসলিম, তিরমীযি, মিশকাত, মিরকাত ইত্যাদি সহ অসংখ্য সহীহ্ হাদীসের কিতাব)* পরেও উপরোক্ত ভ্রান্ত মতবাদী বাত্বিলপন্থীরা অকাতরে উক্ত হারাম আমলগুলোকে জায়েয হিসেবে নিজেরা আমল করছে এবং স্বপক্ষে ফতওয়া দিয়ে যাচ্ছে। নাউযুবিল্লাহ্!

অথচ “ইসলামী শরীয়তের কোনো হালালকে হারাম অথবা হারামকে হালাল বললে সঙ্গে সঙ্গে তার ঈমান নষ্ট হয়ে সে মুরতাদ তথা কাফির হয়ে যায়”।- *(আকাইদে নছফী, আকাইদে আকবর ইত্যাদি।)*

সহীহ্ হাদীস শরীফে যথার্থই এসেছে-

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ التُّجِيبِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو شُرَيْحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ شَرَاحِيلَ بْنَ يَزِيدَ، يَقُولُ أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ يَأْتُونَكُمْ مِنَ الأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لاَ يُضِلُّونَكُمْ وَلاَ يَفْتِنُونَكُمْ -رَوَاهُ مُسْلِمٌ-

হযরত আবু হুরায়রা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন, “হুজুর পাক ﷺ বলেন, শেষ যামানায় এক শ্রেণীর দাজ্জাল নামে মিথ্যাবাদী (আলেম নামধারী) কায্‌যাব বের হবে যারা (স্বীয় ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থে) হাদীসের নামে বানিয়ে বানিয়ে এমন সব মিথ্যা কথা বলবে, যা তোমরা কোনো দিন শোন নাই, তোমাদের বাপ-দাদা পূর্ব পুরুষ মুমিনেরা কোনদিন শোনে নাই, এমন ব্যক্তি অথবা দলের নিকটে তোমরা যাবে না, তাদেরকে তোমাদের নিকটে আসতে দিবে না। তবেই তারা তোমাদেরকে ফেৎনায় ফেলতে পারবে না, এবং পথভ্রষ্ট (জাহান্নামী)

করতে পারবে না"।- *(মুসলিম শরীফ-৭ নং হাদীস শরীফ)*

সেই আব্দুল ওয়াহাব নজদী সহ উপরোক্ত ভ্রান্ত মতবাদীদের আক্বিদায় পুষ্ট হয়ে সেই ওহাবীদের নির্ভরযোগ্য প্ররোচণায় ইহুদী-নাছারাদেরকে খুশি করে তাদের মদদে পরিচালিত বর্তমানে কিছু ধর্মব্যবসায়ী মৌ-লোভী মুসলিমদের ভিতরে বিভ্রান্তি ও দলাদলি সৃষ্টির হীন ও ঘৃণ্য উস্কানী, সন্ত্রাস-জঙ্গীপনা মূলক মিছিল-মিটিং ও বক্তৃতা প্রদান এবং কুফরী আক্বিদা সম্পূর্ণ চটি বই লেখালেখি শুরু করেছে। যা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআ'তের খেলাফ ওহাবী আক্বিদার ভিত্তিতে লিখিত হলেও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআ'তের দাবি করে তা দিয়ে সমাজে বিভ্রান্তি ও সংশয় সৃষ্টি করে ঈমানদারদের ঈমান হরণের অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে। বগুড়ায় তথাকথিত মুহাদ্দিছ দাবীদার মৌ-লোভীদের লিখিত 'রসুল ছিলেন মাটির মানুষ' ও 'স্বীয় ভ্রান্ত মতবাদ' নামে দুটি রসুল ﷺ উনার প্রতি দুশমনি আক্বিদা সম্পন্ন বাত্বিল বই বাজারে তাদেরই বাত্বিল আক্বিদা পুষ্ট বিভিন্ন ক্বওমী মাদ্রাসায় এবং মাহ্ফিলে ছড়িয়ে ঈমানদারদের মধ্যে তারা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে যা আপনাদের প্রেরিত প্রশ্ন পত্রে উদ্ধৃত হয়েছে।

অনুরূপভাবে উপরে উল্লেখিত বাত্বিল ফিরক্বার লোকেরা ফরজ নামাজের পরে, আযানের পরে ইত্যাদি সময়ে হাত তুলে মুনাজাতের ব্যাপারে কখনও বিদআত, কখনও হারাম, কখনও মাকরুহ্, আবার কখনও হাত তুলে মুনাজাত না করলেও চলে ইত্যাদি কুফরী কথাগুলো লিখনী এবং বক্তৃতায় প্রকাশ করে কাট্টা ওহাবী মতবাদ ছড়িয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্তি ও ফিতনার সম্মুখীন করে ঈমানহারা করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ শরহে আক্বাঈদে নছ্ফী ও ফিকহে আকবরসহ অসংখ্য হাদীস শরীফের কিতাবে উল্লেখিত হয়েছে যে, ইসলামী শরীয়তের কোনো জায়েজকে নাজায়েজ বললে অথবা নাজায়েজকে জায়েজ বললে সঙ্গে সঙ্গে সে মুরতাদ তথা কাফির হয়।"

"সনদ সহ হাজার হাজার দলীল সমৃদ্ধ ১২ চাঁদের ২৪ ঘন্টার সুন্নতী আমল ও দোয়ার ভান্ডার (৬৯টি সুন্নতী খুৎবা অর্থ সহ)" কিতাবটি সংগ্রহ করুন।

হাদীস শরীফ :

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ –(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অর্থ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رضي الله عنه হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ মুবারক করেছেন: ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেগুলো হচ্ছে- (১) এই কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ্ পাক ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ উনার বান্দা ও রাসূল। (২) নামাজ কায়েম করা (৩) যাকাত প্রদান করা। (৪) হজ্ব করা। (৫) রমাদ্বন মাসে রোজা রাখা। *(বুখারী ও মুসলিম শরীফ)*

ঈমানের সংজ্ঞা :

اِيْمَانٌ (ঈমান) শব্দের আভিধানিক অর্থ বিশ্বাস করা। অর্থাৎ কারো কথাকে তার বিশ্বস্ততার নিরিখে মনে প্রাণে মেনে নেওয়া। এখানে ঈমান শব্দের অর্থ আল্লাহ্ পাক ও উনার রাসূল ﷺ উনাকে মনে প্রাণে মেনে নেওয়া-বিশ্বাস করা। ঈমান বিল গায়েব বা অদৃশ্যে বিশ্বাসের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উনার আদেশ নিষেধ সবগুলোকে আন্তরিকভাবে মেনে নেওয়া। তবে শুধু জানার নামই ঈমান নয়, কেননা খোদ ইবলিস এবং অনেক কাফের রাসূল ﷺ উনার

নবুয়ত যে সত্য এ ব্যাপারে আন্তরিকভাবেই জানতো কিন্তু না মানার কারণে তারা ঈমানদারদের অন্তর্ভূক্ত হতে পারেনি। অতএব এ ব্যাপারে ঈমানের তিনটি স্তর রয়েছে যথা:-

(১) তাসদীক্ব বিল জানান বা আন্তরিক বিশ্বাস।

(২) এক্বরার বিললিসান বা মৌখিক স্বীকৃতি।

(৩) আমল বিল আরকান বা কার্যে পরিণত এ তিনের সমন্বয়ে প্রকৃত ঈমান গঠিত।

ইসলামে দাখিল হতে হলে কোনো ব্যক্তির তথা মহিলা পুরুষ উভয়ের যে সকল বিষয়ের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস রাখা একান্ত প্রয়োজন তা নিম্নে বর্ণিত হলো।

কালেমা তৈয়্যবা :

لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ الرَّسُوْلُ اللهِ ﷺ—

বাংলা উচ্চারণ: লা-ইলাহা ইল্লাল্লহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ﷺ ।

অর্থ: মহান আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। হযরত মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্ পাক উনার রাসূল।

কালেমা শাহাদত :

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ—

উচ্চারণ : আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকা-লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসূলুহু।

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ পাক ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্ পাক উনার বান্দা ও রাসূল।

কালেমা তাওহীদ :

لآ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَّا يَمُوْتُ بِيَدِهٖ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ

উচ্চারণ : লা-ইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ইউহ্য়ী ওয়া ইউমীতু ওয়াহুয়া হাইয়্যুল লা- ইয়ামূতু বিয়াদিহিল খইরু ওয়া হুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িং ক্বদীর।

অর্থ : আল্লাহ্ পাক ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং তিনি এক তাঁর কোনো শরীক নেই। সর্বময় রাজত্ব তাঁরই এবং তাঁরই সকল প্রশংসা। তিনি জিন্দা করেন, তিনিই মৃত্যু দেন। এবং তিনি চিরজীবী উনার মৃত্যু নেই। উনার কুদরতী হাতেই সকল মঙ্গলের চাবি। তিনি সকল বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী।

কালেমা তামজীদ :

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ—

উচ্চারণ : সুব্‌হানাল্লহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়ালা- ইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়াল্লহু আকবার ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুউয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম।

অর্থ : সমস্ত পবিত্রতা ও প্রশংসা আল্লাহ্ পাক উনার জন্য এবং তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তিনি মহান। সেই সুউচ্চ ও সুমহান সত্ত্বার তৌফিক ছাড়া কোনো ভালো কাজ করার এবং মন্দ কাজ হতে বিরত থাকার উপায় নেই।

ঈমানে মুজমাল :

اٰمَنْتُ بِاللهِ كَمَا هُوَ بِاَسْمَائِهٖ وَصِفَاتِهٖ وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِهٖ وَاَرْكَانِهٖ—

উচ্চারণ : আমাংতু বিল্লাহি কামাহুয়া বি আসমায়িহী ওয়া ছিফাতিহী ওয়া ক্ববিল্‌তু জামীআ আহ্‌কামিহী ওয়া আরকানিহী।

অর্থ : আমি সকল প্রকার নাম ও গুণ বিশিষ্ট আল্লাহ্ পাক উনার প্রতি ঈমান আনলাম। এবং উনার সকল আদেশ ও বিধানাবলী মেনে নিলাম।

ঈমানে মুফাসসাল :

اٰمَنْتُ بِاللهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ

উচ্চারণ : আ-মাংতু বিল্লাহি ওয়া মালা-ইকাতিহী ওয়া কুতুবিহী ওয়া রুসুলিহী ওয়াল ইয়াওমিল আ-খিরী ওয়াল ক্বদরি খইরিহী ওয়া শাররিহী মিনাল্লহি তা'আলা ওয়াল বা'ছি বা'দাল মাউত।

অর্থ : আমি ঈমান আনলাম, আল্লাহ্ পাক ও তাঁর ফেরেশতাকুল, কিতাব সমূহ রাসূলগণ, ক্বিয়ামতের দিন ভাগ্যের ভালো-মন্দ সবকিছুই হয় আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এবং মৃত্যুর পর পূনরায় জীবিত হওয়ার প্রতি।

কালেমা রদ্দে কুফর :

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ شَيْـًٔا وَّنُؤْمِنُ بِهٖ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا اَعْلَمُ بِهٖ وَلِمَا لَا اَعْلَمُ بِهٖ تُبْتُ عَنْهُ وَاٰمَنْتُ وَاَقُوْلُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ ﷺ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন আন উশ্‌রিকা বিকা শাইআঁও ওয়া নূ'মিনু বিহী ওয়া আস্তাগফিরুকা লিমা আ'লামু বিহী ওয়ালিমা লা- আ'লামুবিহী তু-বতু আনহু ওয়া আমাংতু ওয়া আক্বুলূ আল লা-ইলাহা-ইল্লাল্লহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লহ ﷺ।

অর্থ : ও আল্লাহ পাক আমি আপনার নিকট পানাহ্ চাচ্ছি, যেন কোনো বস্তুকে আপনার শরীক না করি এবং যে গুনাহ্ আমি জেনে করেছি আর যে গুনাহ্ আমি না জেনে করেছি সে সকল গুনাহর জন্য আপনার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি। এবং সকল প্রকার গুনাহ্ হতে তওবা করলাম এবং ঈমান আনলাম এবং বলছি যে, আল্লাহ্ পাক ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্ পাক উনার রসূল। সর্বোপরি হুজুর পাক ﷺ উনাকে সবকিছু এমনকি জীবনের চেয়ে বেশী ভালোবাসা ও উনাকে অনুসরণ করা ফরজ হিসেবে পরিপূর্ণ ঈমান। উনার দুশমনি কোনো দিক থেকেও যদি কেউ উনার আমল আক্বিদা দ্বারা প্রমাণ করে তবে সে বেঈমান হয়ে যাবে। আর বেঈমান তথা কাফিরের নামাজ, রোযা, হজ্ব, যাকাতসহ কোনো আমলেরই কোনো মূল্য নেই। ***(পবিত্র সূরা বাক্বারা: ৯৮, সূরা নিসা: ৮০, বুখারী: ১/৭১ পৃ. মুসলিম, মিশকাত ১/১২ পৃ.)***

কুরআন শরীফের আয়াত ও তার তাফসিরের আলোকে ফরয নামাজের পরে হাত তুলে দু'আ নবীজি পাক ﷺ উনার সুন্নাত

পবিত্র কুরআনে শরীফে ইরশাদ হচ্ছে-

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ (٧) وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ (٨)

অর্থ : অতএব, যখন আপনি নামায থেকে অবসর হবেন তখন দু'আর মধ্যে মনোনিবেশ করুন। ***(সূরা ইনশিরাহ: ৭-৮ আয়াত শরীফ)***

তাফসীরে ইবনে জারীর:

উম্মতে মুহাম্মাদীর (ﷺ) মধ্যে অন্যতম মুফাসসির ইমাম ইবনে জারীর তাবারী রহমতুল্লাহি আলাইহি এই আয়াতের তাফসীরে বলেন-

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ} [الشرح: ٧) يَقُولُ: فِي الدُّعَاءِ

অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, তোমরা নামায শেষ করার পর দু'আর জন্য মননিবেশ কর ***(ইমাম ইবনে জারীর আত-তবারী, তাফসীরে ইবনে জারীর, ২৪/৪৯৭)***

তিনি তার তাফসিরে আরও উল্লেখ করেন-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: {فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ} [الشرح: ٧] يَقُولُ: فَإِذَا فَرَغْتَ مِمَّا فُرِضَ عَلَيْكَ مِنَ الصَّلَاةِ فَسَلِ اللَّهَ وَارْغَبْ إِلَيْهِ، وَانْصَبْ لَهُ"

অর্থ : হযরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন তোমরা তোমাদের উপর অর্পিত বিষয় ফরয ছলাত থেকে মুক্ত হবে তখন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে এবং দু'আর প্রতি মনোনিবেশ করবে। ***(তাফসীরে ইবনে জারীর, ২৪/৪৯৭ পৃ.)***

সাইয়্যিদুল মুফাস্‌সিরীন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) উনার পর হযরত মুজাহিদ (رضي الله عنه) উনার তাফসীর বর্ণনা করা হলো-

عَنْ مُجَاهِدٍ، قَوْلُهُ: {فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ} [الشرح: ٧] قَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَانْصَبْ فِي حَاجَتِكَ إِلَى رَبِّكَ

অর্থ : হযরত মুজাহিদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন তোমরা নামায শেষ করবে তখন তোমাদের প্রয়োজনের প্রতি মনোনিবেশ করো। *(তাফসীরে ইবনে জারীর, ২৪/৪৯৭ পৃ.)*

হযরত মুজাহিদ (رضي الله عنه) উনার পর হযরত কাতাদাহ (رضي الله عنه) উনার তাফসীর বর্ণনা করা হল-

عَنْ قَتَادَةَ، قَوْلُهُ: {فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ} [الشرح: ٨] قَالَ: أَمَرَهُ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ أَنْ يُبَالِغَ فِي دُعَائِهِ

অর্থ : হযরত কাতাদাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন তোমরা নামায হতে ফারেগ হবে, তখন আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ কর। আল্লাহর বানী হল যখন নামায শেষ করবে তখন দু'আর মধ্যে পৌঁছবে। ***(ইমাম ইবনে জারীর আত-তবারী, তাফসীরে ইবনে জারীর, ২৪/৪৯৮ পৃ)***

তিনি উক্ত তাবেয়ী থেকে আরেকটি সূত্র এভাবে উল্লেখ করেন-

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي قَوْلِهِ: {فَإِذَا فَرَغْتَ

[الشرح 7:من صلاتك (فَانْصَبْ)

الشرح 17 : في الدعاء

অর্থ : হযরত কাতাদা (رضي الله عنه) এ আয়াতের তাফসিরে বলেন, তোমরা নামায শেষ করার পর দু'আর জন্য মনোনিবেশ করো।" ***(ইমাম ইবনে জারীর আত-তবারী, তাফসীরে ইবনে জারীর, ২৪/৪৯৮ পৃ.)***

জ্ঞানীদের ভাল করেই জানা আছে যে, তাফসীর শাস্ত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه), হযরত মুজাহিদ (رضي الله عنه) এবং হযরত কাতাদা (رضي الله عنه) উনার মর্যাদা অনেক ঊর্ধ্বে। কোন জ্ঞানবানই এসব তাফসীরকে অস্বীকার করতে পারে না।

فانصب এর ব্যাখ্যায় প্রত্যেক মুফাস্‌সিরগণই নামাযের পর মুনাজাত করার কথা বলেছেন। কিন্তু কওমী-দেওবন্দীরা ও আহলে হাদীস দাবিদ্বারেরা একে বিদআ'ত বলে।

ইমাম খাযেন এবং ইমাম বাগভী রহমতুল্লাহি আলাইহি এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ.... قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَتَادَةُ وَالضَّحَّاكُ وَمُقَاتِلٌ وَالْكَلْبِيُّ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَانْصَبْ إِلَى رَبِّكَ فِي الدُّعَاءِ

অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه), কাতাদাহ, দাহহাক, মুকাতিল এবং কালবী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ফরয নামায থেকে মুক্ত হবে, আল্লাহর প্রতি প্রার্থনা কর এবং মুনাজাত করার জন্য তাঁর প্রতি মনোনিবেশ কর, তিনি তোমাদেরকে দান করবেন। ***(ইমাম খাযেন, তাফসীরে খাযেন, ৪র্থ খন্ড, ৪৪৩ পৃষ্ঠা, ইমাম বাগভী, মাআলিমুত তানযীল, ৫ম খন্ড, ২৭৬ পৃষ্ঠা)***

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! উপরোক্ত কুরআনের আয়াত বিজ্ঞ মুফাস্‌সিরগণের ব্যাখ্যা এবং হুজুর পাক (ﷺ) উনার পবিত্র হাদীস শরীফ দ্বারা প্রকাশ পেল যে, জানাযা যেহেতু ফরজে কেফায়া নামায সেহেতু এ নামাযের পর মুনাজাত করা আল্লাহ পাকের হুকুম।

কেউই বলে না যে নামাযের সালাম ফিরানোর পরের দু'আ-টি মূল নামাযের অংশ। বরং এটি হলো আরেকটি স্বতন্ত্র গুরুত্বপূর্ণ আমল। আর এ সময়কার দু'আ আল্লাহ তাড়াতাড়ি কবুল করেন। এ বিষয়ে হাদীস সমূহের একটি লক্ষ্য করুন-

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ: أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: جَوْفَ اللَّيْلِ الآخِرِ، وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ.

অর্থ : হযরত আবু উমামা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) কে বলা হলো ইয়া রাসুলাল্লাহ (ﷺ)! কোন দু'আ বেশী কবুল হয়?

জবাবে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, রাতের শেষ অংশের দু'আ এবং সকল ফরয নামায সমূহের পরের দু'আ । ***(জামিউত তিরমিযি, ২য় খণ্ড, ১৮৭ পৃষ্ঠা, হা/৩৪৯৯, ইমাম নাসাঈ, সুনানুল কুবরা, হা/৯৮৫৬-১৯৩৬, মেশকাতুল মাসাবিহ, ৮৯ ও ১০৯ পৃষ্ঠা, হা/৯৬৮ ও ১২৩১, ইবনে তাইমিয়া, ফাতাওয়ায়ে কুবরা, ২য় খণ্ড, ২০৫ পৃষ্ঠা, ইবনে তাইমিয়া, মাজমাউল ফাতাওয়া بَابُ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ , ২২তম ও ৪৯২ পৃষ্ঠা)***

নামাযের পরে হাত তুলে দু'আ করা-

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن أَبِي يَحْيَى، قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَرَأَى رَجُلًا رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو قَبْلَ أَنْ يَفْرَغَ مِنْ صَلاتِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ، حَتَّى يَفْرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ

অর্থ : মুহাম্মাদ ইবনু আবি ইয়াহ্ইয়া বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (رضي الله عنه) দেখেছি যে তিনি এক ব্যক্তিকে নামায হতে বের হওয়ার পূর্বে হাত তুলে দু'আ করতে দেখলেন, যখন ঐ ব্যক্তি নামায শেষ করলেন তখন তাকে বললেন, নিশ্চয় হুজুর পাক (ﷺ) নামায শেষ না করে হাত তুলে দু'আ করতেন না।" অর্থাৎ নিশ্চয় হুজুর পাক (ﷺ) নামায শেষ করেই হাত তুলে দু'আ করতেন। ***(ইমাম তাবারানী, মু'জামুল কাবির, হা/৩২৪ ও ১৪৯০৭, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ওয়া মাম্বাউল ফাওয়াইদ, ১০ম খণ্ড, ২৬৬ পৃষ্ঠা, হা/১৭৩৪৫, আল্লামা ইবনু কাসির, জামিউল মাসানিদ ওয়াস সুনান, হা/৬৩৯৪, হাদীসটি সহীহ্)।***

এই হাদীস সম্পর্কে ইমাম হায়সামী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ এর সকল বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত। ***(মাজমাউয যাওয়াইদ ১০ম খন্ড ২৬৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ১৭৩৪৫)***

সম্মিলিতভাবে দু'আ করা

عَنْ سَلْمَانَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا رَفَعَ قَوْمٌ أَكُفَّهُمْ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَسْأَلُونَهُ شَيْئًا. إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَضَعَ فِي أَيْدِيهِمُ الَّذِي سَأَلُوهُ

অর্থ : হযরত সালমান ফারসি (رضي الله عنه) বলেন, নবীজি পাক (ﷺ) বলেন, যখন কোন সম্প্রদায় তাদের হাতের অগ্রভাগ আল্লাহর দরবারে কোনো কিছু প্রার্থনা করার জন্য উঁচু করে, তখন আল্লাহ পাক নিজের জন্য আবশ্যক করে নেন তাদেরকে তাদের প্রার্থীত বস্তু দান করা। ***(ইমাম তাবারানী, মু'জামুল কাবির, হা/৬০১৯, ৬১৪২, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১০ম খন্ড, ২৬৫ পৃষ্ঠা, হা/১৭৩৪১, ইমাম সুয়ূতী, জামিউস সাগির, ৫৭৯ পৃষ্ঠা, হা/৭৯১২, ইমাম সুয়ূতী, জামিউল আহাদীস, হা/২০০৮০, আল্লামা মানাবি, ফায়যুল কাদির হা/৭৯১২, হাদীসটি সহীহ্)।***

ইমাম হাইসামী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح

এ হাদীসের সমস্ত রাবী সহীহ্ বুখারীর ন্যায়।

(মাজমাউজ জাওয়াইদ)

নামাযের পরে দু'আ-মুনাজাত নামাযের মূল কোনো অংশ নয় বটে, তবে তাহা নামাযের সালাম ফিরাবার পরে গুরুত্বপূর্ণ একটি সুন্নাত আমল।

দু'আ করার নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহ্ পাক উনার

মহান আল্লাহ পাক বলেন-

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

অর্থ : "আর তোমাদের রব বললেন, তোমরা আমার কাছে দু'আ কর আমি সাড়া দিব। নিশ্চয় ওই সব লোক, যারা আমার ইবাদত থেকে অহংকারে বিমুখ হয়, তারা অবিলম্বে জাহান্নামে যাবে লাঞ্ছিত হয়ে।" ***(পারা ২৪, সূরা নং ৪০, সূরা গাফির/মু'মিন: ৬০)***

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: الدُّعَاءُ هُوَ العِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ { وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ). هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

অর্থ : হযরত নু'মান ইবনে বাশীর (رضي الله عنه) বলেন, আমি নবীজি পাক (ﷺ) উনার থেকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, দু'আ হলো অন্যতম একটি ইবাদত; অতঃপর তিনি সূরা গাফির বা মু'মিনের ৬০ নং আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।

(দলীল সমূহ : জামেউত তিরমিযী, ২য় জিলদ, ১৬০ পৃষ্ঠা, হা/৩২৪৭, ৩৩৭২, ২৯৬৯, ইবনে মাজাহ, হা/৩৮২৮, আহমাদ হা/১৮৩৮৬, ১৮৪৩২, ১৮৪৩৬, ইমাম নাসাঈ, সুনানুল কুবরা, হা/১১৪০০, ইমাম তাবারানি, মুজামুস সগীর, হা/১০৪১, ইমাম তাবারানি, মুজামুল কাবীর, হাদীস নং ১৭৩, ১৭৪, আল মুসতাদরাক আলাস সহীহাই লিল হাকেম, হা/১৮০২, শুয়াবুল ইমান, হাদীস নং ১০৭০, মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, হা/২৯১৬৭, তিরমিযী শরীফ, ২য় খণ্ড, ১৭৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৩৩৭১, মেশকাত শরীফ, ১৯৫ পৃষ্ঠা, হা/২২৩১, জামিউস সাগীর, হা/৪২৫৬, মু'জামুল আওসাত, হা/৩১৭৪, আদ-দু'আ লিত তাবারানী, হাদীস নং ৮, জামেউল উসুল, হাদীস নং ৭২৩৭, কানজুল উম্মাল, হাদীস নং ৩১১৪, কাশফুল খাফা, হাদীস নং ১২৭৪ হাদীসটি সহীহ্। আলবানীও হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছে)

পবিত্র কুরআন শরীফের বাংলা ও ইংরেজিতে উচ্চারণ ও অর্থসহ প্রত্যেক শব্দ ও বাক্যের সহীহ্ অনুবাদ ৩০ খন্ডের (২য় ও ৩য় খন্ড) প্রকাশিত হয়েছে।
আপনার কপিটি সংগ্রহ করুন।

মুর্শিদী কদমে আজীবন ইস্তেকামত থাকতে চাই এবং পরিবারের সকল সদস্যদের হিদায়াতের জন্য খাছ দোয়ার প্রত্যাশী-
মুহাম্মাদ রিহান ইসলাম আলিফ

যিলক্বদ মাসের ফযীলত

'যিলক্বদ' আরবী মাসসমূহের মধ্যে ১১ তম মাস। 'যিলক্বদ' মাস হলো আশহুরুল হুরুম তথা সম্মানিত চার মাসের অন্যতম মাস। সম্মানিত মাস হলো চারটি, তন্মধ্যে একটি রজব যা পৃথক। বাকী তিনটি হলো ধারাবাহিক। আর তা হলো যিলক্বদ, যিলহজ্ব ও মহররম। আবার যিলহজ্ব মাস হলো হজ্বের মাস। হজ্বের মাস হলো তিনটি। যথা: শাওয়াল, যিলক্বদ ও যিলহজ্ব। যিলক্বদ মাসকে জাহেলী যুগেও সম্মান করা হতো। কেননা এ মাসে হাজীগণ হজ্বের উদ্দেশ্যে মক্কায় রওয়ানা হতেন। এ সময় সম্মানিত মাস হওয়ার কারণে শত্রুর আক্রমণের ভয় থেকে নিরাপদে যাতায়াত করতে পারতো। আর যিলক্বদ শব্দের অর্থ হলো উপবেষ্টনকারী। এ মাসকে এ নামে নামকরণের কারণ হলো এ মাসে জাহেলী যুগেও লোকেরা যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে বসে (বিরত) থাকত। যিলহজ্ব মাসকে হজ্বের কারণে, মহররম মাসকে হজ্ব থেকে ফেরার কারণে আর রজব মাসকে উমরার কারণে সম্মানিত মাসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(লাতায়েফুল মাআরিফ, আরবী, পৃ-৪২৪)

নবীজি পাক (ﷺ) বলেন,

اَكْرِمُوْ ذِىْ الْقَعْدَةِ فَاِنَّهُ اَوَّلُ مِنْ شُهُوْرِ الْحَرَامِ ـ

অর্থ: তোমরা যিলক্বদ মাসকে নেক আমল দিয়ে সম্মান করবে। যেহেতু নিশ্চয়ই এই মাস সমস্ত সম্মানিত মাস হতে উত্তম।

নবীজি পাক (ﷺ) বলেন, এই মাসকে গনীমত মনে করবে। যেহেতু, যে ব্যক্তি এই মাসে একদিন ইবাদত করে উহা হাজার বৎসরের ইবাদত হতেও উত্তম। তিনি আরও বলেন, যিলক্বদ মাসে সোমবারের রোজা হাজার বৎসরের ইবাদত হতেও উত্তম।

যিলক্বদ মাসের বৈশিষ্ট্য

নবীজি পাক (ﷺ) উমরা যিলক্বদ মাসে সম্পাদন করেছিলেন। শুধু বিদায় হজ্বের সময় হজ্বের সাথে যে উমরা করেছিলেন তা ব্যতীত। তবে এর ইহরামও বেঁধেছিলেন যিলক্বদ মাসে। ইবনে ওমর ও আয়েশা সিদ্দীকা রদ্বিয়াল্লাহু তাআ'লা আনহা থেকে বর্ণিত আছে

যে, যিলক্বদ ও শাওয়াল মাসের উমরা রমাদ্বন মাসের উমরার চেয়ে উত্তম। কেননা, নবীজি পাক (ﷺ) যিলক্বদ মাসে উমরা করেছিলেন। *(লাতায়েফুল মাআরিফ, আরবী, পৃ-৪২৫)* এই মাসের ফযিলত সম্পর্কে কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহ তাআ'লা হযরত মুসা (عليه السلام) থেকে ওয়াদা নিয়েছিলেন ত্রিশ রাতের এবং তা পূর্ণ করেছেন আরো দশ দিনের মাধ্যমে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক বলেন-

وَ وَاعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّ اَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ۔

আমি মুসা (عليه السلام) উনার থেকে ওয়াদা নিয়েছিলাম ত্রিশ রাতের আর তা পূর্ণ করেছি আরো দশ দিনের মাধ্যমে। *(সূরা আ'রাফ, আয়াত-১৪২)*

এখানে ত্রিশ রাত বা দিন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যিলক্বদ মাসের ত্রিশ দিন আর দশ দিন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যিলহজ্ব মাসের প্রথম দশদিন। (লাতায়েফুল মাআরিফ, আরবী, পৃ-৪২৫)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত মুসা (عليه السلام) কে তাওরাত কিতাব প্রদানের জন্য শর্তারোপ করলেন যে, ত্রিশ রাত্রি তুর পর্বতে ই'তিকাফে থেকে আল্লাহর আরাধনায় অতিবাহিত করতে হবে। তাফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে যে, মুসা (عليه السلام) এই ত্রিশ দিন ই'তিকাফের সাথে রোযা রেখেছিলেন। মাঝে তিনি কোনো ইফতার করেননি। ত্রিশ রোযার পর মিসওয়াক করে তিনি তূর পর্বতের নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে হাযির হলে আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হলো– রোযাদারের মুখ থেকে যে গন্ধ বের হয় তা আল্লাহর কাছে অতি পছন্দনীয়, কিন্তু আপনি তা মিসওয়াক করে দূর করে দিয়েছেন। কাজেই আরো দশদিন রোযা রেখে মুখের সে বিশেষ সুগন্ধি সৃষ্টি করে আসুন। অতএব তিনি আরো দশদিন রোযা রেখে মোট চল্লিশ দিন পূর্ণ করে তুর পর্বতের নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে তাওরাত কিতাব লাভ করেন। সুবহানাল্লাহ্!

মুর্শিদী কদমে আজীবন ইস্তেকামত থাকতে চাই
মুহাম্মাদ আছাফুর রহমান, আশাশুনি, সাতক্ষীরা।

যিলক্বদ মাসের আমল

সহীহ্ হাদীছ শরীফে এসেছে,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) مَنْ صَامَ يَوْمًا فِىْ ذِى الْقَعْدَةِ كَتَبَ اللهُ لَهٗ بِكُلِّ سَعَةٍ مِّنْهُ ثَوَابُ الْحَاجِّ اِلٰى اٰخِرِ الْحَدِيْثِ۔

নবীজি পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন, "যে ব্যক্তি যিলক্বদ মাসের যে কোন একদিন রোযা রাখে, আল্লাহ পাক তার জন্য প্রত্যেক ঘন্টায় একটি মকবুল হজ্বের ছওয়াব লিখে দেন এবং ঐ হাদীছের বাকী অংশের মর্মে জানা যায় যে, ঐ মাসের রোযাদারদের প্রত্যেক নিঃশ্বাসে এক একটি গোলাম আযাদ করার ছওয়াব হাসিল হয়।

অন্য একটি হাদীছে আছে, এই মাসের শুক্রবার দিন নিম্নোক্ত নিয়মে চার রাকাত নফল নামায আদায় করলে আল্লাহ পাক তাকে একটি হজ্জ ও একটি ওমরাহ করার ছওয়াব দান করেন।

নামায আদায়ের নিয়ম নিম্নরূপঃ

এই নামায দুই দুই রাকাতের নিয়তে আদায় করবে এবং ইহার প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে দশবার করে সূরা ইখলাছ পাঠ করবে।

অন্য একটি হাদীছ শরীফে আছে, যে ব্যক্তি এই মাসের প্রথম রাতে নিম্নোক্ত নিয়মে চার রাকাত নফল নামায পড়ে, আল্লাহ পাক তার জন্য বেহেশতের মধ্যে লোহিত বর্ণের ইয়াকুত দ্বারা চার হাজার বালাখানা নির্মাণ করে রাখেন। উহার প্রত্যেকটি বালাখানায় মণিমুক্তা নির্মিত সিংহাসন থাকবে এবং তার উপরে এক একজন হুর উপবিষ্ট থাকবে। উক্ত হুরদের ললাট সূর্যালোক হতে অধিক দীপ্ত হতে থাকবে।

নামায আদায়ের নিয়মঃ

দুই দুই রাকাতের নিয়তে ইহা আদায় করবে এবং ইহার প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে তেইশবার সূরা ইখলাছ পাঠ করবে।

আরেকটি হাদীস শরীফে আছে, এই মাসের প্রতি রাতে যে ব্যক্তি দুই রাকাত করে নফল নামায আদায় করে ও উহার প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে তিনবার সূরা

ইখলাছ পড়ে, আল্লাহ পাক তার প্রতি রাকাত নামাযের বিনিময়ে একজন শহীদ ও একজন হাজীর ছওয়াব দান করে থাকেন। সুবহানাল্লাহ্!

নবীজি পাক (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি যিলক্বদ মাসে প্রত্যেক শুক্রবার ৪ রাকাত নফল নামাজের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস ২১ বার পড়ে, আল্লাহ পাক তার জন্য একটি হজ্জ ও একটি ওমরার ছওয়াব দান করেন।

নবীজি পাক (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি যিলক্বদ মাসে বৃহস্পতিবার একশত রাকাত নফল নামাজ পড়ে, সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস ৩ বার পড়ে, সে ব্যক্তি অগণিত- তথা দুইশত বার কুরআন শরীফ খতমের ছওয়াব পাবে। ইনশা-আল্লাহ্।

মহান আল্লাহপাক আমাদের সকলকে পবিত্র যিলক্বদ মাসের আমলগুলো করে উনার নৈকট্য হাসিল করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

যিলক্বদ মাসের বিশেষ দিবস সমূহঃ

★ **৮ই যিলক্বদঃ** নবীজি পাক ﷺ উনার সাথে উম্মুল মু'মিনীন হযরত যাইনাব বিনতে জাহাশ (رضي الله عنها) উনার ৮ই যিলক্বদ ৫ম হিজরী, সোমবার রাতে বিবাহ মুবারক অনুষ্ঠিত হয়। তখন আম্মাজান উনার বয়স ছিলঃ ৩৭ বছর ৬ মাস ১৯ দিন।

★ **১১ই যিলক্বদঃ** সাইয়্যিদুনা হযরত ইমাম আবু হাসান আলী রিযা রহমতুল্লাহি আলাইহি ১১ই যিলক্বদ ১৪৮ হিজরী, রবিবার জন্মগ্রহণ করেন।

★ উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুওয়াইরিয়াহ বিনতে হারিছ (رضي الله عنها) ১৩ই যিলক্বদ (নবুওয়ত প্রকাশের ২ বছর পূর্বে) বৃহস্পতিবার জন্মগ্রহণ করেন।

★ **১৬ই যিলক্বদঃ** নবীজি পাক ﷺ উনার সাথে উম্মুল মু'মিনীন হযরত মাইমূনাহ বিনতে হারিছ (رضي الله عنها) উনার ১৬ই যিলক্বদ ৭ম হিজরী, সোমবার রাতে বিবাহ মুবারক অনুষ্ঠিত হয়। তখন আম্মাজান উনার বয়স ছিল ৫০ বছর ৪ মাস ১৩ দিন।

প্রতি রাতে আল্লাহ্ পাক পৃথিবীর নিকটতম আসমানে রহমতে খাছ নাযিল করেন-

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رِفَاعَةَ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا مَضَى ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ قَالَ: ثُلُثَا اللَّيْلِ يَنْزِلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا وَقَالَ: لَا أَسْأَلُ عَنْ عِبَادِي أَحَدًا غَيْرِي مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي أَغْفِرُ لَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي أَسْتَجِيبُ لَهُ؟ مِنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي أُعْطِهِ؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ

অর্থ : "হযরত রিফায়াতাল জুহানী (رضي الله عنه) বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেনঃ নিশ্চয় রব তাবারক তা'আলা প্রতি রাতের শেষ ভাগে পৃথিবীর নিকটতম আসমানে রহমতে খাস নাযিল করেন। অতঃপর বলতে থাকেন, আমার বান্দাদের মাঝে কে আছো আমার কাছে ক্ষমা চাও আমি তাকে ক্ষমা করে দিবো, কে আছো আমার কাছে দু'আকারী আমি তার ডাকে সাড়া দিবো। কে আছো আমার কাছে প্রার্থনাকারী আমি তাকে ইহা দিবো। এমনকি ফজর পর্যন্ত ডাকতে থাকেন।" *(সুনানে আবু দাউদ ত্বয়ালুছী, হাদীস নং ১৩৮৮; সহীহ্ বুখারী শরীফ, হাদীস নং ১১৪৫ আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে; সহীহ্ মুসলীম শরীফ, হাদীস নং ৭৫৮ আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) থেকে; ইমাম হিন্দীঃ কানজুল উম্মাল, ২য় খন্ড, ৪৬ পৃ; তিরমিজি শরিফ, ১ম জিঃ ১০২ পৃঃ কাযী আয়াযঃ শিফা শরীফ, ১ম জিঃ ২৪৩ পৃঃ; ইমাম গাজ্জালীঃ এহইয়াই উলুমুদ্দিন, ১ম খন্ড, ৩৯৯ পৃঃ)*

এই হাদীস সহীহ্, হাদীসটি আরেকটি সূত্রে বর্ণিত আছে,

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: يَنْزِلُ اللّٰهُ تَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ لِنِصْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ، أَوْ لِثُلُثِ اللَّيْلِ الْآخِرِ، فَيَقُولُ: مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ

অর্থ : "হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন- নবীজি পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাবারক তা'আলা প্রতি রাতের মধ্য ভাগে অথবা শেষ ভাগে পৃথিবীর নিকটতম আসমানে নাযিল করেন। অতঃপর বলতে থাকেন: আমার বান্দাদের মাঝে কে আছো আমার কাছে ক্ষমা চাও আমি তাকে ক্ষমা করে দিবো, কে আছো আমার কাছে প্রার্থনাকারী আমি তাকে ইহা দিবো। এমনকি ফজর পর্যন্ত ডাকতে থাকেন।" *(সহীহ্ বুখারী শরীফ, হাদীস নং ১১৪৫; সহীহ্ মুসলীম, হাদীস নং ৭৫৮; মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ৭৫০৯; তিরমিজি শরীফ, হাদীস নং ৪৪৬; দারেমী শরীফ, হাদীস নং ১৫১)*

হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার সুন্নতী জামে মসজিদ ও এতিমখানা মাদ্রাসার বহুমুখী দ্বীনি কাজ চলছে।
উক্ত হক্বের জিহাদে আপনিও চাইলে শরীক হতে পারেন।
মুর্শিদ ক্বিবলা উনার একমাত্র নিজস্ব নাম্বার
০১৩৪৪-৯৯১৭১১ (বিকাশ/নগদ/রকেট+৬)
অথবা
অনলাইন ব্যাংকিং "ইসলামী ব্যাংক বড়গোলা শাখা বগুড়া (BD) Md Ashraf Alimullah একাউন্ট নম্বর-
২০৫০৩১২০২০০১৪৪৪০৭

নফল নামায পর্ব

বিভিন্ন নফল নামাজের ফজিলত ও গুরুত্বের দলীল

নফল ইবাদতে আল্লাহ্ পাক নিজেই বান্দাকে উৎসাহ্ দিয়েছেন-

فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ۔

অর্থ: যদি তোমরা নফল নামায ও রোজা আদায় করো তাহলে তা হবে অতি উত্তম যদি তোমরা বুঝতে পারো। *(পবিত্র সূরা বাক্বারা: ১৮৪ আয়াত শরীফ)*

نفل নফল শব্দটি আরবী। এর অর্থ– অতিরিক্ত। ফরয-ওয়াজিব ও সুন্নতে মুয়াক্কাদা ব্যতীত বান্দা নিজের পক্ষ থেকে স্বেচ্ছায় যে অতিরিক্ত নামায পড়ে তাকে নফল নামায বলা হয়। ফরয-ওয়াজিব ইত্যাদি আল্লাহর পক্ষ হতে বান্দার উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য। এগুলো পরিত্যাগ করলে জবাবদিহি ও শাস্তিভোগ করতে হয়। সুতরাং বান্দা অনেক সময় শাস্তির ভয়েও তা আদায় করে। কিন্তু নফল নামায না পড়লে কোনো গুনাহ বা শাস্তি নেই বরং তা সম্পূর্ণ স্রষ্টার রেজামন্দি লাভের জন্যই আদায় করে। ফলে আল্লাহ্ পাক তাতেই খুশী হন বেশী। এ ব্যাপারে সহীহ্ হাদীসে কুদসী শরীফে বর্ণিত আছে-

وَ مَنْ عَادَىٰ وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَ مَا يَزَالُ عَبْدِيْ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِيْ يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِيْ يُبْصِرُ بِهِ، وَ يَدَهُ الَّتِيْ يَبْطِشُ بِهَا، وَ رِجْلَهُ الَّتِيْ يَمْشِيْ بِهَا، وَ إِنْ سَأَلَنِيْ لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِيْ لَأُعِيْذَنَّهُ۔

আমার হক্বানী অলীদের যারা দুশমনী করে তাদের বিরুদ্ধে আমি আল্লাহ্ পাক যুদ্ধ ঘোষণা করলাম। আর আমার কতিপয় বান্দা সর্বদা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করে থাকে, ফলে আমি তাদেরকে ভালোবাসি অর্থাৎ তারা আমার অলী হয়ে যায়। আমি

যখন তাকে ভালোবাসি তখন আমি তার কুদরতি কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শ্রবণ করে। আমি তার কুদরতি চোখ হয়ে যাই যা দিয়ে সে দেখে। আমি তার কুদরতি হাত হয়ে যাই যা দ্বারা সে ধরে। আমি তার কুদরতি পা হয়ে যাই যা দিয়ে সে পথ চলে অর্থাৎ সে অলী ব্যক্তির সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আমার কুদরতি পাওয়ার সমৃদ্ধ হয়ে যায়। সে প্রিয়বান্দা যদি আমার কাছে কোনো কিছু প্রার্থনা করে আমি অবশ্যই তাকে তা দান করি। যদি আশ্রয় চায়, তবে অবশ্যই আমি তাকে আশ্রয় দান করি। *(বুখারী শরীফ-৬৫০২ নং হাদীস শরীফ)*

নফল নামায দিয়ে ফরযের ক্ষতিপূরণ করা হবে ক্বিয়ামত দিবসে। হযরত আবু হুরায়রা (﵁) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবীজি পাক (ﷺ) উনার থেকে শুনেছি,

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَعَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: أُنْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِيْ مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذٰلِكَ۔

"ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার আমলের মধ্যে নামাযের হিসাব গ্রহণ করা হবে। নামায যদি ঠিক হয় তবে সে কৃতকার্য ও সফল হবে। আর নামায যদি বিনষ্ট হয় তবে সে নিরাশ ও ক্ষতিগ্রস্থ হবে। যদি তার ফরয নামাযের মধ্যে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে তবে আল্লাহ পাক বলবেন, (ফেরেশ্‌তাদেরকে) তোমরা দেখ বান্দার কোনো নফল নামায আছে কিনা? (যদি থাকে) তা দিয়ে ফরযের ঘাটতি-বিচ্যুতি পূরণ করা হবে। এভাবে অন্যান্য আমল সম্পর্কেও এরূপ করা হবে। *(আবু দাউদ ও আহমদ, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ-১১৭, হাদীস নং-১২৪৯)*

সহীহ্ হাদীস শরীফের আলোকে অনেক প্রকারের নফল নামায রয়েছে। নিম্নে কয়েকটির নাম উলেখ করা হচ্ছে যা আউলিয়ায়ে কিরাম ও সূফীয়ায়ে ইজামগণ প্রায় নিয়মিত আদায় করতেন এবং এর দ্বারা উভয় জগতের সফলতা লাভ করেছেন।

সাপ্তাহিক দিন-রাতের নফল নামায

শনিবার রাতের নামায

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ السَّبْتِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ اِثْنَى عَشَرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللهُ تَعَالَى لَهُ قَصْرًا فِى الْجَنَّةِ وَكَاَنَّمَا تَصَدَّقَ وَعَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ مُؤْمِنَةٍ وَتَبَرُّ مِنَ الْيَهُوْدِيَّةِ وَكَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ تَعَالَى اَنْ يَغْفِرَلَهُ۔

অর্থ : হযরত আনাস ইবনে মালিক (﵁) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীজি পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন, যে ব্যক্তি (শুক্রবার দিনগত রাত) শনিবার মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে বারো রাকাত নফল নামায পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একটি মহল নির্মাণ করবেন আর যেন সকল মু'মিন নরনারীকে সদকা করল এবং ইহুদীয়তের প্রতি অসন্তোষ হলো। তাছাড়া তাকে ক্ষমা করে দেয়া আল্লাহর দায়িত্ব হয়ে যায়। *(গুনিয়াতুত ত্বালিবীন)*

শনিবার দিনের নামায

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ صَلَّى يَوْمَ السَّبْتِ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ مَرَّةً وَقُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَاِذَا فَرَغَ مِنْ صَلٰوتِه وَسَلَّمَ فَقَرَأَ بَعْدَهٗ اٰيَةَ الْكُرْسِيِّ كَتَبَ اللهُ تَعَالَى لَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ حَجَّةً وَعُمْرَةً وَدُفِعَ لَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ اَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُ نَهَارِهَا وَقِيَامُ لَيَالِهَا وَاَعْطَاه اللهُ بِكُلِّ حَرْفٍ ثَوَابَ شَهِيْدٍ فَهُوَ كَانَ تَحْتَ ظِلِّ الْعَرْشِ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالشُّهَدَاءِ۔

অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (ﷺ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীজি পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন, যে ব্যক্তি শনিবারে চার রাকাত নামায এভাবে পড়বে- প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহা একবার এবং সূরা কাফিরূন তিনবার। অতঃপর নামায শেষে সালাম দেবে এরপর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে তবে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য প্রতি হরফের বিনিময়ে একটি হজ্ব ও ওমরার সমপরিমাণ ছওয়াব লিপিবদ্ধ করবেন। প্রতি হরফের বিনিময়ে এক বছর দিনে রোযা রাখার এবং এক বছর রাতে নামায পড়ার ছওয়াব প্রদান করবেন। আর আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রতি হরফের বিনিময়ে একজন শহীদের মর্যাদা দান করবেন। ক্বিয়ামত দিবসে সে নবী ও শহীদগণের সাথে আল্লাহর আরশের ছায়ায় স্থান পাবে। *(গুনিয়াতুত ত্বালিবীন)*

(শনিবার দিনে নামাযের নিষিদ্ধ ওয়াক্ত তথা সূর্য উদয় ও অস্তমিত হওয়ার ২৩ মিনিট এবং দ্বিপ্রহরে ২৫ মিনিট ব্যতিত যেকোনো সময় পড়া যাবে)

শনিবার দরূদ শরীফ পড়ার ফজিলত

হযরত হুজায়ফা (ﷺ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুজুর পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন, তোমরা শনিবার দিন আমার উপর বেশি বেশি দরূদ শরীফ পড়। কেননা, ইহুদীরা এ দিন আমি নবীজি (ﷺ) কে গালি-গালাজ করে। সুতরাং যে ব্যক্তি এ দিন (শনিবার) একশত বার আমার প্রতি দরূদ শরীফ পড়বে, মূলতঃ সে নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করেছে। আর এ ব্যক্তির জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে পড়ে। এছাড়া, সেই ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিন তার পছন্দনীয় ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করার ক্ষমতা দিব। *(ইমাম সাখাবী, 'আল কওলুল বদী' পৃষ্ঠা: ১৯০)*

সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা উনার নিকট খাছ দোয়ার আবেদন।

মুহাম্মাদ ইশতিয়াক

মোবাইল: ০১৭৯০-৭৯৩১২১

প্যাথলজি বিভাগ, শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, বগুড়া।

বৃহস্পতিবার, শুক্রবার, শনিবার ও রবিবার দিনের রোযার ফজিলত

হযরত আনাস ইবনে মালিক (ﷺ) বর্ণনা করেছেন, নবীজি পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন, চার হারাম মাসের বৃহস্পতিবার, শুক্রবার এবং শনিবার এই তিন দিন রোযা রাখলে তার আমলনামায় ৯ বৎসরের ইবাদত-বন্দেগীর পূণ্য লিখা হয়। তিনি আরও ইরশাদ মুবারক করেন, তোমরা শনিবার ও রবিবার দিন রোযা রাখ কিন্তু ইয়াহুদী ও নাছারাগণের অনুসরণ করো না বরং তাদের আমলের বিপরীত কর। (ইহুদীগণ প্রত্যেক সপ্তাহে শনিবার দিন রোযা রাখে এবং খ্রিষ্টানগণ প্রত্যেক রবিবার দিন রোযা রাখে। অর্থ্যাৎ তারা এক সাথে একটি করে রোযা রাখে। কিন্তু নবীজি পাক (ﷺ) উনার উম্মতগণকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা এক সাথে শনিবার ও রবিবার রোযা রেখে ইয়াহুদ ও নাছারা উভয় সম্প্রদায়ের বিরোধিতা করো। একটি একটি রোযা রেখে তোমরা তাদের অনুবর্তিতা অবলম্বন করো না। ***(গুনিয়াতুত ত্বালিবীন-২২৪ পৃষ্ঠা)***

সূরা ফাতিহার ফজিলত ও আমল

সূরা ফাতিহা পবিত্র কুরআনের প্রথম সূরা। ফাতিহা ছাড়াও সাবউল মাসানী, উম্মুল কুরআন, ফাতিহাতুল কিতাবসহ একাধিক নাম রয়েছে এ সূরার। আল্লাহ তা'আলা এই সূরায় বান্দার করণীয় বিষয়ে জানিয়েছেন। এ সূরার গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে হাদীস শরীফে একাধিক বর্ণনা রয়েছে। এর আমলের মাধ্যমে বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

➲ হযরত আব্দুল মালেক ইবনে ওমায়ের (ﷺ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, সূরা ফাতেহা সব রোগের মহৌষধ।' ***(সুনানে দারেমি, হাদীস ৩৪১৩; মিশকাত, হাদীস ২১৭০)।***

১. নবীজি পাক (ﷺ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফাতেহাতুল কিতাব (সূরা ফাতিহা) আল্লাহ আমাকে আরশের নীচ হতে দান করেছেন।

২. অন্যত্র নবীজি পাক (ﷺ) এ সূরাকে উম্মুল কোরআন বা কোরআন শরীফের মূল বলে আখ্যা দিয়েছেন। হযরত জিব্রাঈল (عليه السلام) একদা নবীজি পাক (ﷺ) উনাকে বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে দুটি নূর দান করেছেন, যা ইতিপূর্বে অন্য কোন পয়গম্বরকে দান করা হয়নি। এর একটি সূরা ফাতিহা এবং অন্যটি সূরা বাকারা। প্রত্যেক নামাযের প্রতি রাক'আতে এ সূরাটি পাঠ করা হয় বলে একে 'সূরাতুস ছলাত' অর্থাৎ নামাযের সূরাও বলা হয়ে থাকে।

৩. এ সূরা কাগজে লিখে দরজার উপর ঝুলিয়ে রাখলে ঐ ঘর নিরাপদ থাকবে। জ্বরের রোগীকে এ সূরা পড়ে পানিতে ফুঁকিয়ে সে পানি রোগীকে খাওয়ালে ইনশা-আল্লাহ্ জ্বর ছেড়ে যাবে।

৪. আমাশয়ক্লিষ্ট রোগীর জন্য একটি গ্লাসে পানি নিয়ে বিসমিল্লাহ্সহ সূরা ফাতিহা কয়েকবার পড়বে এবং প্রতিবার গ্লাসের পানিতে ও রোগীর পেটে দম করবে। শেষে পড়া পানি রোগীকে খাওয়াবে।

➲ **সূরা ফাতিহার আমলঃ** অসংখ্য হাদীছে সূরা ফাতিহার ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। হযরত জাফর সাদেক (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন, সূরা ফাতেহা ৪০ বার পাঠ করে পানির ওপর দম করে কোনো জ্বরে আক্রান্ত লোকের মুখমন্ডলে ছিঁটিয়ে দিলে, এর বরকতে জ্বর দূরীভূত হয়ে যাবে।

➲ সূরা ফাতিহা ৪০ দিন নিয়মিত তেলাওয়াত করে পানিতে ফুঁ দিয়ে অসুস্থ ব্যক্তিকে পান করালে আল্লাহ অসুস্থতা দূর করে দিবেন। **(বুখারি, ৬/১৮৭)**

✪ সিদ্দীক্বিয়া লেদার হাউজ

এখানে দেশি-বিদেশি উন্নতমানের পার্স ব্যাগ, ভ্যানিটি ব্যাগ, স্কুল ব্যাগ, অফিস ব্যাগ, ট্রাভেল ব্যাগ, টলি ব্যাগ, হেপার ব্যাগ সহ যাবতীয় ব্যাগ পাওয়া যায়।

প্রোঃ মুহাম্মাদ রবিউল ইসলাম

মোবাইলঃ ০১৭৭০-৮৬০৬৬৯

ঠিকানাঃ অগ্রণী ব্যাংকের নিচে,
কালাই, জয়পুরহাট।

ফতওয়া বিভাগ

সহীহ্ হাদীসের আলোকে জানাযার নামাযের পর হাত তুলে দুআ'র দলীল

জানাযা নামাজের পর হাত উঠায়ে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা জায়েয। স্বয়ং সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন হুজুর পাক ﷺ জানাযা নামাজের পর মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করেছেন বলে হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে। তাছাড়া মৃত ব্যক্তির জন্যে যতবেশী দু'আ করা যায়, ততই তার জন্যে লাভকর।

কারণ হাদীস শরীফে ইরশাদ মুবারক হয়েছে **الميت كالغريق** "মৃত ব্যক্তি ডুবন্ত ব্যক্তির ন্যায়।" অর্থাৎ, মৃত ব্যক্তি সর্বদাই দু'আর অপেক্ষায় থাকে, আর তাই মৃত ব্যক্তির জন্যে অধিক মাত্রায় দু'আ করার আদেশ শরীয়তে রয়েছে।

নিম্নে অকাট্য ও নির্ভরযোগ্য দলীলসমূহ পেশ করা হলো-

বিখ্যাত সিরাতবিদ ইমাম ওয়াকীদী (ওফাত, ২০৭ হি.) তার বিখ্যাত সিরাত গ্রন্থে উল্লেখ করেন–

عَبْدُ الْجَبَارِ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ..... فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعَا لَهُ، ثُمَّ قَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ فَإِنَّهُ شَهِيدٌ، دَخَلَ الْجَنَّةَ فَهُوَ يَطِيرُ فِي الْجَنَّةِ بِجَنَاحَيْنِ مِنْ يَاقُوتِ حَيْثُ يُشَاءُ مِنَ الْجَنَّةِ.

"হযরত আব্দুল জব্বার ইবনু উমারাহ ইবন্ আব্দুল্লাহ্ ইবন্ আবি বকর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, অতঃপর রসূল (ﷺ) হযরত জাফর বিন আবি তালেব (رضي الله عنه) উনার জানাযার নামাজ আদায় করলেন এবং তার জন্য দোয়া করলেন। তিনি তাদেরকে আরও বললেন তোমরা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো সে এখন জান্নাতে অবস্থান করছেন.......। *(ইমাম ওয়াকীদী, কিতাবুল মাগাজী,*

২/৭৬২ পৃ. দারুল আ'লামী, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ ১৪০৯ হি.)

ফতহুল ক্বদীর, সিফরুস সায়াদাত এবং যাদুল আখেরাত কিতাবে উল্লেখ আছে যে, সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন হুজুর পাক ﷺ জানাযার নামাজ পড়ে এ দোয়া করতেন-

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبُّهَا، وَأَنْتَ خَلَقْتَهَا، وَأَنْتَ رَزَقْتَهَا، وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا لِلْإِسْلَامِ، وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهَا، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلَانِيَتِهَا، جِئْنَا شُفَعَاءَ فَاغْفِرْ لَهَا وَارْحَمْهَا، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

অর্থ : ও আমার আল্লাহ্ পাক! আপনিই তার রব, আর আপনিই তাকে সৃষ্টি করেছেন ও রিযিক দান করেছেন। আর তাকে ইসলামের দ্বারা হিদায়েত দান করেছেন। আপনিই তার রূহ্ কবয করেছেন ও আপনিই তার জাহির ও বাতিন সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। আমি সুপারিশ করছি তাকে মাফ করে দিন, তার প্রতি দয়া করুন। নিশ্চয় আপনি অতি ক্ষমাশীল ও অতিশয় দয়ালু।

(আবু দাউদ শরীফ : ৩২০০ নং হাদীস শরীফ)

জানাযার নামাযের পর দু'আ করা নবীজি পাক (ﷺ) উনার আদেশ:

حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونٍ الْمَدِينِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ

অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীজি পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন, যখন মৃত ব্যক্তির উপর জানাযার নামায পড়বে অতঃপর তার জন্য খালেস বা নিষ্ঠার সাথে দু'আ করো।

(দলীলসমূহ: ইবনে মাযাহ আস-সুনান কিতাবুল ছলাতিল জানায়েজ ১/৪৮০ পৃ. হাদীস: ১৪৯৭, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, আবি দাউদ: আস্-সুনান : কিতাবুল জানায়েজ ৩/৫৩৮ পৃ, হাদীস: ৩১৯৯, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, ইবনে হিব্বান: আস-সহিহ ৭/৩৪৬ পৃ, হাদীস : ৩০৭৭, সুয়ূতি: জামেউস-সগীর: ১/৫৮ পৃ: হাদীস: ৭২৯, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, আলবানী : সহীহুল মিশকাত : হাদীস : ১৬৭৪ এ তিনি বলেন, হাদীসটি 'হাসান', বায়হাকী: আস-সুনানুল কোবরা : ৪/৪০ পৃ. দারুল মা'রিফ, বয়রুত, ইমাম নববী: রিয়াদুস সালেহীন: ৩১০-৩১১ পৃ. হাদীস: ৯৩৭, ইমাম তাবরানী: কিতাবুদ-দু'আ: ৩৬২ পৃ. হাদীস: ১২০৫-১২০৬, দায়লামী, আল-ফিরদাউস, ৩/৩১৯পৃ, হা/২২৭৫, ইমাম ইবনে কুদামা আল-মুগনী: ২/১৮১ পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, আহলে হাদীসদের শায়েখ মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজী: শরহে তিরমিযী ৪/৯৫ পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, ইমাম নববী: আল-মাজমু: ৫/১৯২ পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, আহলে হাদীস নাওয়াব সিদ্দিক হাসান খাঁন ভূপালী : আওনুল বারী: ৩/৩০০ পৃ. আহলে হাদীসদের শায়েখ আলবানী, ইরওয়াউল গালীল, ৩/১৭৯পৃ. হাদীস, ৭৩২, মাকতুবাতুল ইসলামী, বয়রুত, লেবানন, সহিহুল জা'মে, হাদীস: ৬৬৯, তিনি উভয় গ্রন্থে বলেন সনদটি 'হাসান সহীহ্'।

ফুরফুরা শরীফের মুজাদ্দিদে যামান আবু বকর সিদ্দীকী আল কুরাঈশী ফুরফুরাবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) স্বয়ং নিজেই জানাযার পর কাতার ভঙ্গ করে হাত তুলে ও সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করতেন এবং তাঁর বিখ্যাত "মত-পথ" নামক কিতাবে তা জায়িয বলে ফতওয়া দিয়েছেন। যেমন, উক্ত কিতাবে উল্লেখ আছে, "আরো কতগুলো মাসয়ালা যেগুলোকে ফুরফুরার পীর সাহেব ক্বিবলা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) জায়িয বলতেন ও নিজেও আমল করতেন। যথা কবরে তালকীন করা, জানাযা নামাযের পর কাঁতার ভঙ্গ করে মুর্দার জন্য মাগফিরাতের দোয়া চাওয়া ও ছওয়াব রেসানী করা।

অতএব কুরআন-সুন্নাহর অকাট্য দলীল সাপেক্ষে প্রমাণিত হলো জানাযা নামাজের সালামের পর কাতার ভেঙ্গে দিয়ে ইস্তিগফার, সূরা ফাতেহা, সূরা ইখলাস, দরূদ শরীফ পড়ে হাত তুলে দু'আ করা সুন্নতের অন্তর্ভূক্ত। অস্বীকার ও বিরোধীতা করলে সুন্নত অস্বীকার কুফরী হবে।

(ফতওয়ায়ে আশরাফ সিদ্দীকী-১ম খন্ড-৩২১ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন-উত্তর বিভাগ

◈ প্রশ্ন : শরীয়তের ভিত্তিতে পর্দার ভিতরে মহিলারা কি হক্বের দা'ওয়াত প্রচার করতে পারবে?

(মহিলা মহল থেকে প্রশ্নটি করা হয়েছে)

উত্তর : মহিলা মহলের প্রশ্নের উত্তর বারবার দেওয়া হয়েছে যে, মুসলিম মহিলারা পর্দার মধ্য দিয়ে মহিলাদের কাছে সত্যের দা'ওয়াত দিতে পারবে। কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে সে কণ্ঠটা যেন পরপুরুষের কানে না যায়। পরপুরুষের কানে যদি তার কণ্ঠের আওয়াজ চলে যায় এটা ইসলাম প্রচারের জন্য হবে না, এটা দুনিয়ার জন্য হবে। কারণ মহিলাদের কণ্ঠের আওয়াজও পর্দা। আর পর্দা করা ফরজ। এই জন্য মুর্শিদ ক্বিবলার যে কিতাবপত্র রয়েছে এবং ওয়াজগুলো আছে, এগুলো মহিলাগণ পড়া এবং এগুলো মহিলা মহলে প্রচার করা যথেষ্ট।

অথবা কোনো মহিলা গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে, জেলায় জেলায় এই দাওয়াতের নাম করে ঘুরে বেড়াতে পারবে না। কারণ সেখানে গেলে তার মাহরাম লাগবে এবং বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন বাড়িতে অবস্থান করতে গেলে তার অবশ্যই কোনো না কোনো পুরুষের সাথে তাকে দেখা সাক্ষাৎ করতে হবে, কথা বলতে হবে। অবশ্যই তার গুনাহ হবে, সুতরাং গুনাহ করে হক্বের দা'ওয়াত দিতে বলা হয় নাই।

সহীহ্ হাদীস শরীফে এসেছে,

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لاَ تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ

অর্থ : ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত- তিনি বলেন, নবীজি পাক ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন, মেয়েরা মাহরাম (যার সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ) ব্যতীত অন্য কারো সাথে সফর করবে না। মাহরাম কাছে নেই এমতাবস্থায় কোনো পুরুষ কোনো মহিলার নিকট গমন করতে পারবে না। (সহীহ্ বুখারী-১৮৬২ নং হাদীস)

মহিলাদের দাওয়াতি কাজ বা দ্বীনি কার্যক্রম করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো-তাদের কণ্ঠস্বর যেন কোনো পরপুরুষের কানে না পৌঁছায়। আমরা বারবার বলেছি, মহিলাদের আওয়াজ যদি ইন্টারনেটের মাধ্যমে ছড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কিংবা মাইকের মাধ্যমে মানুষের কানে পৌঁছে যায়, অথবা কোনোভাবে পরপুরুষ তা শুনতে পারে-তাহলে তা বৈধ নয়।

দাওয়াতের নামে হোক, মিলাদের নামে হোক, কিয়ামের নামে হোক কিংবা জিকিরের নামে-কোনোভাবেই এমন কাজ করা যাবে না, যেখানে পরপুরুষের কানে তাদের কণ্ঠ পৌঁছায় বা বেপর্দার আশঙ্কা থাকে। এসব ক্ষেত্রে কঠোরভাবে বিরত থাকতে হবে।

তবে শর্তসাপেক্ষে একটি সীমার মধ্যে মহিলারা দ্বীনি কাজ করতে পারেন। যেমন-নিজ বাড়িতে মহিলাদেরকে দাওয়াত দেওয়া, অথবা এমন পরিবেশে মহিলাদের জন্য আলাদা মাহফিল করা, যেখানে পরপুরুষের কোনো প্রবেশ নেই এবং তাদের কণ্ঠও বাইরে পৌঁছায় না। এভাবে পর্দার পূর্ণতা বজায় রেখে কাজ করা যাবে।

কিন্তু কোনো মহিলা যদি গ্রাম থেকে গ্রাম, শহর থেকে শহর, জেলা থেকে জেলায় ভ্রমণ করে, মানুষের বাড়িতে অবস্থান করে এবং পরপুরুষের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা বলে দ্বীনি কাজ করতে চায়-তাহলে তা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। এ ধরনের কাজ মূলত দুনিয়াবি স্বার্থ অর্জনের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সন্তুষ্ট করার জন্য নয়।

◈ প্রশ্ন : নবীজি পাক ﷺ উনাকে বিশ্বনবী বলা যাবে কি'না?

(প্রশ্নকারী: মুহাম্মাদ মোস্তাক আহমেদ সোহান, বগুড়া)

উত্তর : "বিশ্বনবী" বলার আড়ালে আক্বীদাগত শৈথিল্য: সচেতন হোন

নবীজি পাক ﷺ উনার শান ও মর্যাদা বর্ণনা করা ঈমানের অংশ। কিন্তু সেই বর্ণনায় যদি অসতর্কতা বা ভুল পরিভাষা ব্যবহৃত হয়, তাহলে তা অজান্তেই আক্বীদাগত বিভ্রান্তির কারণ হতে পারে। বর্তমান সময়ে "বিশ্বনবী" শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে-অনেকেই সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এ শব্দ ব্যবহার করলেও এর অন্তর্নিহিত সীমাবদ্ধতা নিয়ে সচেতন হওয়া জরুরি।

কুরআনিক পরিচয়: "রহমাতুল্লিল আলামীন"

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ মুবারক করেন-

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

"আমি আপনাকে সমগ্র জগতের জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছি।" (সূরা আম্বিয়া-১০৭ নং আয়াত শরীফ)

এখানে "আলামীন" শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক, যা শুধু পৃথিবী নয়; বরং সমস্ত সৃষ্টি জগত-মানব, জ্বীন এবং দৃশ্যমান-অদৃশ্য সকল কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে। নবীজি পাক (ﷺ)-উনার এই পরিচয়ই সর্বাধিক পরিপূর্ণ ও কুরআনসম্মত।

"বিশ্বনবী" শব্দের সীমাবদ্ধতা :

বাংলা "বিশ্ব" শব্দটি সাধারণভাবে পৃথিবী বা দৃশ্যমান জগতকে বোঝায়। ফলে "বিশ্বনবী" বললে নবীজি পাক (ﷺ)-উনার পরিধিকে ইচ্ছাকৃত হোক বা অনিচ্ছাকৃতভাবে হোক সীমাবদ্ধ করা হয়ে যায় , শানকে ছোট করা হয়।

অনেকে সম্মান দেখাতে গিয়ে এ শব্দ ব্যবহার করলেও বাস্তবে তা "আলামীন"-এর বিস্তৃত অর্থকে ধারণ করতে পারে না। বরং এতে নবীজি পাক (ﷺ) উনার মর্যাদা নয় বরং বেআদবী প্রকাশ পায়।

আক্বীদাগত ঝুঁকি কোথায়?

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বিবেচনা করা প্রয়োজন- যদি কেউ মনে করে বা প্রচার করে যে নবীজি পাক (ﷺ) কেবল "বিশ্ব" বা একটি সীমাবদ্ধ জগতের নবী, তাহলে তা কুরআনের বর্ণনার সাথে সাংঘর্ষিক হবে এবং তার ইমান চলে যাবে।

কিছু আলেম আছে যারা নিজেদের স্কলার দাবী করে অথচ জেনে বুঝে নবীজী পাক (ﷺ) উনার শান মান ছোট করে। তাদের দেখে তাদের অন্ধ অনুসারীরা এবং সাধারণ মানুষ অনেক সময় অজ্ঞতাবশত না বুঝেই "বিশ্বনবী" শব্দটি ব্যবহার করে থাকে।

"রহমাতুল্লিল আলামীন"

"সমস্ত সৃষ্টিকূলের নবী"

এই শব্দগুলো নবীজি (ﷺ)-উনার মর্যাদাকে যথাযথভাবে তুলে ধরে এবং কোনো ধরনের বিভ্রান্তির সুযোগ রাখে না।

নবীজি পাক (ﷺ) উনার সম্মান রক্ষায় আবেগের পাশাপাশি জ্ঞান ও সতর্কতাও অপরিহার্য। "বিশ্বনবী" শব্দটি অনেকের কাছে সম্মানসূচক হলেও, তা কুরআনিক পরিভাষা নয় এবং "আলামীন"-এর পূর্ণতা প্রকাশ করে না।

অতএব, আমাদের উচিত- নবীজি পাক (ﷺ)-উনার পরিচয় এমন ভাষায় তুলে ধরা, যা কুরআন ও সহীহ্ সুন্নাহর সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আল্লাহ তাআ'লা আমাদেরকে সঠিক আক্বীদা ধারণ ও প্রচারের তাওফীক দান করুন- আমীন।

◈ প্রশ্ন: শাওয়াল মাসে বিয়ে করার কোনো বিশেষ ফজিলত আছে কি?

(প্রশ্নকারী: মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ)

উত্তর : শাওয়াল মাস রমাদ্বন পরবর্তী মাস। ইসলামে বিয়ে করার ফজিলত মাসের উপর নির্ভর করে না, বরং বিয়ে করার সঠিক বয়স, নেক উদ্দেশ্য এবং ইসলামী বিধি অনুযায়ী জীবন শুরু করা হলো মূল বিষয়। নবীজি পাক ﷺ বলেছেন, "বিয়ে করো, কারণ এতে তোমার অর্ধেক ঈমান পূর্ণ হয়।" (সহীহ্ মুসলিম, হাদীস ৫৩৪০)

বিয়ের মাধ্যমে একজন যুবক বা যুবতী হারাম সম্পর্ক ও অনলাইন ফেতনা থেকে বাঁচতে পারে এবং রুজি ও জীবনের বরকত অর্জন করতে পারে। তাই বয়স হলে এবং নেক উদ্দেশ্য থাকলে বিয়ে করা উত্তম।

সহীহ্ হাদীস শরীফে এসেছে,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ،

قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَوَّالٍ وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي . قَالَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ .

অর্থ: হযরত আয়িশা সিদ্দীকা রদ্বিয়াল্লাহু তাআ'লা আনহা বলেন, নবীজি পাক (ﷺ) আমাকে শাওয়াল মাসে বিবাহ করেন এবং শাওয়াল মাসে আমার সাথে প্রথম মিলিত হন। সুতরাং উনার নিকটে আমার চেয়ে অধিক সৌভাগ্যবতী স্ত্রী আর কে আছে? হযরত আয়িশা সিদ্দীকা রদ্বিয়াল্লাহু তাআ'লা আনহা তার বংশের মেয়েদের শাওয়াল মাসে বাসর ঘরে পাঠানো উত্তম মনে করতেন। (সহীহ্ মুসলিম-১৪২৩ নং হাদীস)

উক্ত হাদীস শরীফের ভাষায় শাওয়াল মাসে বিয়ে করা উত্তম। আবার শাওয়াল মাসে বিয়ে করলে সামাজিক ও পারিবারিক সুবিধাও থাকে। যেমন, রমাদ্বনের পর পরিবার ও অতিথিরা উৎসবমুখর পরিবেশে আনন্দিত থাকে। অনুষ্ঠান আয়োজন সহজ হয়। এজন্য প্রত্যেক অভিভাবকের উচিত তাদের ছেলেমেয়েদের হারাম সম্পর্ক এবং অনলাইন অশ্লীলতা থেকে হেফাজতের জন্য উপযুক্ত বয়সে বিয়ে দেওয়া। তাহলে আল্লাহ্ পাক রিযিকেও বরকত দান করবেন।

◈ প্রশ্ন: যিলক্বদ মাস ও হজ্জের সম্পর্ক কী?

(প্রশ্নকারী: মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান)

উত্তর: যিলক্বদ ইসলামী হিজরী মাসের ১১তম মাস। এটি হজ্জের প্রস্তুতির মাস হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব পায়। কারণ, হজ্জের মাস যিলহজ্বের আগের মাসটি যিলক্বদ, এবং হজ্জে যাওয়া মুসলমানদের জন্য যিলক্বদ মাসে প্রস্তুতি নেওয়া হয়। এই মাসে যারা হজ্জ করতে যাচ্ছেন, তারা: হজ্জ এর জন্য শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতি নেন। নিজস্ব অর্থ, যাত্রা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করেন। ইবাদত ও নেক কাজ বৃদ্ধি করেন, যাতে হজ্জ পূর্ণ ইমান ও নেকি সহকারে সম্পন্ন হয়।

সংক্ষেপে, যিলক্বদ মাস হজ্জের পূর্বসজ্জা ও ইবাদতের মাস, যেখানে মুসলমানরা নিজেকে হজ্জের জন্য প্রস্তুত করে এবং নেক কাজ ও তওবা বৃদ্ধি করে।

ঘটনা পর্ব :
তিনজন লোভীকে ধ্বংস করলো :
(৩য় ও শেষ পর্ব)

পূর্ব প্রকাশিতের পর

ঘটনাক্রমে হযরত ঈসা রুহুল্লাহ (আলাইহিস সালাম) তিনিও সফর করতে করতে সেখানে এসে পৌঁছালেন। লোকটিকে ফাঁসি দেয়া হবে সেজন্য সেখানে অনেক লোক ভীড় করেছিল। হযরত রুহুল্লাহ (আলাইহিস সালাম) লক্ষ্য করলেন, যাকে ফাঁসি দেয়া হবে, সে হলো সেই লোকটি। তিনি তাকে বললেন, 'তোমার কি অবস্থা?' সেতো উনার ক্বদম মুবারক ধরে কান্নাকাটি করতে শুরু করলো, বারবার অনুরোধ করতে লাগলো, 'হুযুর! আমাকে বাঁচান। এবারকার মতো আমাকে বাঁচিয়ে দিন।' হযরত ঈসা রুহুল্লাহ (আলাইহিস সালাম) তার থেকে সম্পূর্ণ ঘটনা শুনলেন। তারপর এলাকাবাসীদের বললেন, 'হে এলাকাবাসী! আমি যদি তোমাদের সেই নবাবকে সুস্থ করে দিতে পারি, জিন্দা করে দিতে পারি, তাহলে কি তোমরা এই ব্যক্তিকে ছেড়ে দিবে?' এলাকাবাসী তাতে রাজী হলো। তখন হযরত ঈসা রুহুল্লাহ (আলাইহিস সালাম) গিয়ে মৃত নবাবকে স্পর্শ করলেন, সাথে সাথে সে জিন্দা হয়ে গেলো। সুবহানাল্লাহ! তারপর লোকটিকে মুক্ত করে হযরত ঈসা রুহুল্লাহ (আলাইহিস সালাম) জিজ্ঞাসা করলেন, 'সেই মহান আল্লাহ পাক উনার কসম, যিনি তোমাকে মৃত্যু থেকে বাঁচালেন! তোমার দ্বিতীয় রুটিটি কোথায়, বলো দেখি?' দুনিয়ার মুহাব্বত কত কঠিন! সে এবারও বললো, 'আমার কোনো দ্বিতীয় রুটি নেই।'

ঘুরতে ঘুরতে হযরত ঈসা রুহুল্লাহ (আলাইহিস সালাম) আবার সেই আগের স্থানে এসে পৌঁছলেন, যেখানে তিনটি স্বর্ণের ইট ছিল। এবার সেখানে দেখলেন, চারটা লোক মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। তিনি প্রতিটা লোককে জিন্দা করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা এখানে কি কারণে মারা গিয়েছো? আমরা তো

কিছুক্ষণ আগে এই রাস্তা দিয়ে গিয়েছিলাম এখানে আমারা কাউকে দেখিনি। তোমরা কোথা থেকে এসে কি কারণে মারা গেলে এখানে?' তখন তারা বললো, 'হুযুর! বেয়াদবি মাফ করবেন। আমরা দুনিয়ার মোহে মোহগ্রস্ত ছিলাম, যার জন্য মারা গিয়েছি। এখানে আমরা যে চারজন লোক রয়েছি, তার মধ্যে তিনজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আর একজন বাইরের লোক। আমরা যখন এখানে এসে তিনটা স্বর্ণের ইট দেখলাম, তখন মনে মনে চিন্তা করলাম যে, তিনটা ইট নিয়ে কি করা যেতে পারে? কারণ আমরা তো তিনজন বন্ধু, আর একজন অতিরিক্ত। তারপর আমরা সেই অতিরিক্ত একজনকে বাজারে পাঠালাম কিছু খাদ্য নিয়ে আসার জন্য। সে চলে গেলে আমরা পরিকল্পনা করলাম, সে ফিরে আসার সাথে সাথেই তাকে পিটিয়ে হত্যা করবো, আর তিনজনে তিনটা ইট ভাগ করে নিয়ে যাবো। এদিকে অতিরিক্ত লোকটা বাজারে গিয়ে মনে মনে ফিকির করলো, সে যদি আমাদের মেরে ফেলতে পারে, তাহলে নিজেই তিনটা ইট নিয়ে নিতে পারবে। তাই সে খাদ্যের মধ্যে বিষ মিশিয়ে নিয়ে আসলো। তারপর সে খাবার নিয়ে ফিরে আসার সাথে সাথে আমরা তাকে পিটিয়ে মেরে ফেললাম। আর তার বিষযুক্ত খাদ্য খেয়ে নিজেরাও মারা গেলাম।' তারপর তারা বললো, 'হুযুর! আমাদেরকে মাফ করে দিন! আমরা আর দুনিয়ার মোহে মোহগ্রস্থ থাকবো না। আমরা যেন মহান আল্লাহ পাক উনার মতে-পথে আমাদের বাকী জীবন অতিবাহিত করতে পারি, সেজন্য দোয়া করবেন।' তারা সেই স্বর্ণের ইটগুলো রেখে চলে গেলো।

তখন হযরত ঈসা রুহুল্লাহ عليه السلام বললেন, 'হে ব্যক্তি! তুমি তো সফরে আমার সঙ্গী। এখন যেহেতু স্বর্ণের ইট তিনটা পাওয়া গিয়েছে, তাহলে বণ্টন হবে কি করে? আমার একটা, তোমার একটা। আর অতিরিক্ত একটি রুটি যার কাছে রয়েছে, সে পাবে আরেকটি ইট।' তখন সেই দুষ্ট লোকটি তার কোমর থেকে একটি রুটি বের করে বললো, 'হুযুর! আপনি তো দেখেছেন আমাকে একটা খেতে, আর এই হলো আরেকটা। কাজেই আমাকে দুইটা ইট দিয়ে দিন।' তখন হযরত ঈসা রুহুল্লাহ عليه السلام বললেন, "তুমি কতবড় বদনসীব! আমি তোমাকে এতবার মহান আল্লাহ পাক উনার কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি একবারও স্বীকার করলে না। কিন্তু এখন স্বর্ণের ইট পাওয়ার লোভে তুমি স্বীকার করছো। হে বখীল! তুমি তিনটা ইটই নিয়ে যাও, অতিশীঘ্রই তোমার উপর মহান আল্লাহ পাক উনার গযব নাযিল হবে।"

লোকটি এতই নিকৃষ্ট যে হযরত ঈসা রুহুল্লাহ عليه السلام উনার কথায় ভীত না হয়ে বরং খুশি মনে তিনটি ইট নিয়ে রওয়ানা হলো। মহান আল্লাহ পাক উনার নবী, উনার কথা তো ওহীর অন্তর্ভুক্ত। তাই কথা অনুসারে ওই লোকটি কিছুদূর যাওয়ার পর পরই তার উপরে মাটি ধ্বসে সে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো। নাঊযুবিল্লাহি মিন যালিক!

পবিত্র হাদীস শরীফ উনার মধ্যে বর্ণিত হয়েছে, "দুনিয়ার মুহব্বত সমস্ত পাপের মূল।" দেখা যায় সাধারণ লোভ লালসাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে মানুষ আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ গুনাহ করে থাকে। যদিও কোন গুনাহই সাধারণ নয়। এভাবে সাধারণ গুনাহকে গুনাহ মনে না করার কারণে মূলত মানুষ ক্রমেই বড় বড় গুনাহের বিষয়েও বেপরোয়া হতে থাকে, যা মানুষকে ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যায়। তাই গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে হলে আমাদেরকে দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করতে হবে। (সমাপ্ত)

(তথ্যসূত্র : আম্মাহুজুর আহমাদ আকলিমা আশরাফ সিদ্দীকী লিখিত- হাজার হাজার অলৌকিক ঘটনাবলি ১ম খন্ড ৫৫ পৃষ্ঠা)

আমাদের হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফের যাবতীয় তথ্য, ওয়াজ,কাসিদা, জুম'আর বয়ান, কিতাব পেতে এবং লাইভ ওয়াজ শুনতে ওয়েবসাইটটি ভিজিট করুন:

www.hoquerdawat.com

মা বাবা'র দোয়া'র বরকতে কোটিপতি : ১ম পর্ব

✍ **মুহাম্মাদ নূর আলম সিদ্দীকী**

মহান আল্লাহ্ পাক উনার রসূল হযরত মূসা কালীমুল্লাহ (আলাইহিস সালাম) উনার যামানায় এক নেককার ব্যক্তির একটি মাত্র পুত্র সন্তান ছিল। উনার পরিবারে স্ত্রী ও সেই সন্তান ছাড়া সহায় সম্বল বলতে আর একটা মাত্র বাছুর ছিল। একদিন সেই ব্যক্তি উনার সন্তানসহ বাছুরটা নিয়ে এক জঙ্গলে গেলেন। জঙ্গলে গিয়ে সেই ব্যক্তি মহান আল্লাহ পাক উনার কাছে দোয়া করলেন, "আয় আল্লাহ পাক! আমার শরীর অসুস্থ, হায়াত হয়তো বেশি দিন নেই। কিন্তু আমার একটি সন্তান রয়েছে। আমি গরুর বাছুরটা আপনার জিম্মাদারীতে দিয়ে দিলাম।" এ দোয়া করে তিনি বাছুরটিকে জঙ্গলে ছেড়ে দিলেন এবং বললেন, "আয় আমার আল্লাহ পাক! আমার কোন সহায়-সম্পত্তি, জায়গা-যমীন কিছুই নেই। এই বাছুরটা আমি ছেড়ে দিলাম। আমার ছোট্ট একটা ছেলে সন্তান রয়েছে, এই ছেলেটা যখন বড় হবে তখন আপনি দয়া করে এই বাছুরের মাধ্যমে তার রিযিকের ফায়সালা করে দিবেন।" সে ব্যক্তি সন্তানের জন্য এভাবে দোয়া করে বাছুরটা ছেড়ে দিয়ে বাড়ীতে চলে গেলেন। বাড়ীতে গিয়ে উনার স্ত্রীকে বললেন, "আমি গরুটা ছেড়ে দিয়ে এসেছি, আমি মহান আল্লাহ পাক উনার কাছে দোয়া করেছি যে, আল্লাহ পাক! আমার সন্তান বড় হলে এই গরুর বাছুর দ্বারা যেন তার আজীবনের রিযিকের ফায়সালা হয়ে যায়। আশা করি মহান আল্লাহ পাক কবুল করেছেন।"

কিছুদিন পর সেই ব্যক্তি ইন্তেকাল করলেন। এদিকে সেই শিশুটিকে তার মা অনেক কষ্টে লালন-পালন করলেন। ছেলেটা বড় হলো। বড় হয়ে সে পিতা-মাতার হক্ব, ইবাদত-বন্দেগী ইত্যাদি সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান অর্জন করেছিল। তবে দুনিয়াবী শিক্ষা তেমন গ্রহণ করতে পারেনি। সে জঙ্গলে গিয়ে কাঠ কেটে এনে বাজারে বিক্রি করে সংসার চালাতো। সে কাঠ কেটে বিক্রয় করে যা পেত তার একভাগ মহান আল্লাহ পাক উনার রাস্তায় দান করে দিত। একভাগ তার মায়ের খেদমতের জন্য ব্যয় করতো। আর একভাগ তার নিজের জন্য খরচ করতো। সে দিনটাকে কাজে-কর্মে অতিবাহিত করতো। তাই রাত্রিকে সে তিনভাগে করে নিয়েছিল। একভাগ তার ইবাদত-বন্দেগীর জন্য। এভাবে সে চলতে লাগলো।

বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হয় গেলো। একদিন তার মায়ের সেই বাছুরের কথাটা স্মরণ হলো। তখন তিনি বললেন, "হে আমার সন্তান! তুমি যখন ছোট ছিলে, তোমার পিতা তোমার জন্য একটা বাছুর রেখে গিয়েছেন। যেন তার দ্বারা মহান আল্লাহ পাক তোমাকে সচ্ছল করে দেন এবং এতমিনানের সাথে তুমি জীবন-যাপন করতে পারো। সে বাছুরটা এতদিনে বড় হয়ে খুব সুন্দর একটা গাভী হয়ে গিয়েছে নিশ্চয়ই।"

সেই গাভীটা গভীর জঙ্গলে থাকতো। যখন বের হয়ে আসতো মানুষ সেটাকে দেখতো। তখন যদি কেউ তাকে ধরতে চাইতো, সেটা এত দ্রুত গতিতে পালিয়ে যেত যে কারো পক্ষে ধরা সম্ভব হতো না।

সেই ছেলের মা তাকে বললেন যে, "তুমি এক কাজ করো, তুমি জঙ্গলে যাও, জঙ্গলে গিয়ে একটা খুব সুন্দর গাভী দেখবে সেটা ধরে নিয়ে আসবে।" ছেলে বললো, আমি সেটা কি করে ধরবো? তখন তার মা বললেন, "এমনিতেই তুমি গাভীটিকে ধরতে পারবে না। তুমি এক কাজ করবে, সেই গাভীটা যখন তুমি দেখবে তখন তাকে বলবে, 'হে গাভী! তোমার প্রতি মহান আল্লাহ পাক উনার কসম! তুমি আমার কাছে চলে আসো।' তুমি কসম দিয়ে ডাকলে গাভীটা তোমার কাছে চলে আসবে।" সত্যিই সে জঙ্গলে গেলো তার মায়ের নির্দেশ মুতাবিক। যখন জঙ্গলে গেল তখন সেখানে সেই গাভীটিকে দেখতে পেলো, কিন্তু গাভীটি তাকে দেখে খুব দ্রুতগতিতে পালাতে লাগলো। সে তখন সেই গাভীটাকে সম্বোধন করে বললো, 'হে গাভী! তোমার প্রতি মহান আল্লাহ পাক উনার কসম! তুমি আমার কাছে চলে আসো।" বলার সাথে সাথে গাভীটা সত্যিই থেমে গেলো। আস্তে আস্তে হেঁটে হেঁটে সেই ছেলেটার কাছে আসলো। ছেলেটা গাভীটির শিং ধরে

বললো, আমার সাথে বাড়িতে চলো। যখন সে গাভীটিকে নিয়ে বাড়ির দিকে রওয়ানা হলো। তখন মহান আল্লাহ পাক উনার কুদরত, গাভীটির জবান খুলে গেলো। গাভীটি বললো, 'হে নেক সন্তান! তুমি এক কাজ করো, তুমি আমার পিঠে চড়ে বসো। রাস্তা অনেক লম্বা। তোমার কষ্ট হবে।' কিন্তু ছেলেটি বললো, 'হে গাভী! দেখ, আমার মা আমাকে বলেছেন তোমাকে শিং ধরে নিয়ে যেতে, তোমার পিঠে চড়তে আমাকে বলেননি। কাজেই আমার মায়ের নির্দেশ অমান্য করে তোমার পিঠে চড়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।' একথা শুনে গাভী বললো, "তুমি তো তোমার মায়ের উপযুক্ত সন্তান। যে সন্তান মায়ের বাধ্যগত হয়, মহান আল্লাহ পাক তার দোয়া অবশ্যই কবুল করেন।" সে গরুটিকে শিং ধরে বাড়িতে নিয়ে গেলো। বাড়িতে গিয়ে যখন পৌঁছাল, তার মা গাভীটিকে দেখে বললো, "বাবা এক কাজ করো, এটা নিয়ে তুমি বাজারে যাও। বাজারে গেলে কেউ দাম জানতে চাইলে বলবে, এটার মূল্য হচ্ছে তিন দীনার। তবে শর্ত হচ্ছে, বিক্রির পূর্বে পুনরায় আমার মায়ের অনুমতি নিতে হবে। অন্যথায় বিক্রি হবে না।" সে মায়ের কথামতো গাভীটা বাজারে নিয়ে গেল। যখন গাভীটা বাজারে তুললো, এদিকে মহান আল্লাহ পাক ফেরেশতা আলাইহিমুস সালাম উনাদেরকে জানিয়ে দিলেন যে দেখ, আমার এই বান্দা সে তার মায়ের কত অনুগত! মায়ের কথা ছাড়া এক কৃদমও ফেলে না।

তখন ফেরেশতা আলাইহিমুস সালাম উনারা বললেন: তাহলে সে যখন বাজরে বিক্রি করতে যাবে, আমারা সেখানে কিনতে যাবো এবং তাকে কিছু পরীক্ষা করবো যে, সে কতটুকু তার মায়ের অনুগত। সে যখন গাভীটা বাজারে নিয়ে গেলো তখন ফেরেশতা আলাইহিমুস সালাম উনারা মানুষের ছুরতে এসে বললেন, হে ছেলে! তুমি কি গাভীটি বিক্রি করবে?

ছেলে বললো : হ্যাঁ।

উনারা বললেন: কত দামে? ছেলে বললো : উনার মূল্য তিন দীনার। তবে শর্ত হচ্ছে, পুনরায় আমার মায়ের অনুমতি নিতে হবে। তারপর দিতে পারবো।

উনারা বললেন: ঠিক আছে। এক কাজ করো, ছয় দীনার দিয়ে দেই। মায়ের অনুমতির কি দরকার রয়েছে? তোমার মা তিন দীনার বলেছে আমরা ছয় দিনার দিয়ে দিবো, গাভীটা আমাদেরকে দিয়ে দাও।

ছেলে বললো : না, এটা হবে না।

ছেলে সেই গাভী নিয়ে আবার মায়ের কাছে গেল।

মা বললেন : ঠিক আছে। এক কাজ করো, তাহলে গিয়ে বলো যে এখন থেকে এটার দাম ছয় দীনার।

ছেলেটি পুনরায় দাম জেনে ফিরে এলো। এসে দেখে সেই লোকগুলো নেই। উনারা চলে গিয়েছেন, অন্য কিছু লোক এসেছেন।

উনারা বললেন : এক কাজ করো, আমাদের কাছে বিক্রি করে দাও। কত বিক্রি করবে?

ছেলে বললো : ছয় দীনার। তবে আমার মায়ের অনুমতি সাপেক্ষে।

উনারা বললেন : এক কাজ করো, আমরা বারো দীনার দিয়ে দেই, তোমার মায়ের অনুমতির কি দরকার রয়েছে? তোমার মা যা বলেছেন তার ডবল।

ছেলে বললো : না, এটা সম্ভব নয়। (উল্লেখ্য যে, দীনার হচ্ছে একভরি সোনার টাকা)

(অসমাপ্ত) পরবর্তী সংখ্যার অপেক্ষায় থাকুন।

দরুদ শরীফ হচ্ছে সকল দোয়ার শ্রেষ্ঠ দোয়া:

মুহাম্মাদ হাফেজ আল-আমিন সিদ্দীকী

মহান আল্লাহ পাক উনার অলী হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) একবার হজ্জ করতে গেলেন। সেখানে তিনি দেখলেন, এক যুবক হজ্জের প্রতিটি রুকনে পবিত্র দরূদ শরীফ পাঠ করছে। তিনি তাকে বললেন, 'হে যুবক! হজ্জের বিভিন্ন স্থানে তো বিভিন্ন দোয়া পাঠ করতে হয়। তুমি তা না করে সব জায়গায় শুধু দরূদ শরীফ পাঠ করছো, তার কারণ কি?' যুবক উত্তর দিলো, আমি হজ্জের কাজ সম্পাদন করে আপনাকে উনার কারণ খুলে বলব।

এরপর যুবকটি তার হজ্জের কাজ সম্পন্ন করে হযরত সুফিয়ান ছাওরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি উনাকে বিষয়টি সম্পর্কে বললো, "হুযূর! আমি আমার জীবনে দরূদ শরীফের চেয়ে মূল্যবান ও উপকারী কোন দোয়া পাইনি। কেন একথা বলছি শুনুন। আমি একবার আমার আব্বার সাথে কাফেলাবদ্ধ হয়ে হজ্জের উদ্দেশ্যে সফর করছিলাম। মরুভুমির ভিতর দিয়ে যাবার সময় আমার আব্বা খুব অসুস্থ হয়ে মারা যান। মারা যাবার পর উনার চেহারা বিকৃত হয়ে যায়। নাঊযুবিল্লাহ! এটা দেখে আমি খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ি। কাফেলার লোকেরা আব্বার এই চেহারা দেখলে কি বলবে! আর মরুভুমিতে আব্বাকে দাফন কাফনের ব্যবস্থা কিভাবে হবে ইত্যাদি চিন্তা করতে করতে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নে দেখলাম একজন অত্যন্ত নূরানী চেহারার ব্যক্তি আমাদের নিকট তাশরীফ এনেছেন। উনার নূর মুবারক সমগ্র মরুভুমি উদ্ভাসিত হয়ে গিয়েছে। আমি উনার পরিচয় জানতে চাইলে তিনি বললেন, 'আমি হলাম তোমাদের নবী ও রসূল, নূরে মুজাসসাম হাবীবুল্লাহ, হুযূর পাক (ﷺ)। তোমার আব্বা প্রতিদিন আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করতো। আজকে তার দরূদ শরীফ না পেয়ে আমি দেখতে এসেছি, তার কি হলো।' এই বলে তিনি আব্বার মুখের উপর উনার পবিত্রতম হাত মুবারক বুলিয়ে দিলেন। সাথে সাথে আব্বার চেহারা সুন্দর হয়ে গেলো। এরপর আমার ঘুম ভেঙে গেলো। আমি দেখলাম সত্যি আব্বার চেহারা সুন্দর হয়ে গিয়েছে। আমি এবার কাফন-দাফনের জন্য লোক খুঁজতে বের হলাম। কিন্তু সামান্য একটু যেতেই দেখতে পেলাম দলে দলে লোক আমার দিকে আসছে। তাদেরকে এই বিরান মরুভুমিতে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা বললো, তারা একটা গায়েবী নেদা শুনেছে যে, 'কেউ যদি কোনো জান্নাতি মানুষের জানাজা পড়তে চায় তবে যেন সে অমুক স্থানে যায়।' সুবহানাল্লাহ! সেজন্য তারা অনেক দূর থেকে এসেছে। হুযূর! এই ঘটনার পর থেকে আমি আমার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে দরূদ শরীফকে সাথী করে নিয়েছি।" সুবহানাল্লাহ!

কাসিদা ও কবিতা

কাসিদা :

হামদ

শ্রেষ্ঠ নবী দিলেন মোরে

(মুর্শিদ ক্বিবলা উনার কাসিদা)

এই সুন্দর ফুল, সুন্দর ফল, মিঠা নদীর পানি
আল্লাহ আপনার মেহেরবানী ॥
আল্লাহ আপনি কতই দিলেন রতন
ভাই বেরাদার, পুত্র-স্বজন ॥
ক্ষুধা পেলেই অন্ন জোগান
আপনার হুকুম মানি বা না মানি
আল্লাহ আপনার মেহেরবানী ॥
শ্রেষ্ঠ নবী দিলেন মোরে
ত্বরিয়ে নিতে রোজহাশরে ॥
হক্ব পথ না ভূলি, তাইতো দিলেন
কুরআন-সুন্নাহর বাণী
আল্লাহ আপনার মেহেরবানী ॥
এই শস্য-শ্যামল ফসল ভরা ॥
মাঠের ডালিখানি
আল্লাহ আপনার মেহেরবানী ॥
এই সুন্দর ফুল, সুন্দর ফল, মিঠা নদীর পানি
আল্লাহ আপনার মেহেরবানী ॥

নাতে রাসূল (ﷺ)

নবী দিদারে যাবো একদিন

(মুর্শিদ ক্বিবলা উনার কাসিদা)

নবি দিদারে যাবো একদিন আমি,
রবো না এ ভূবনে চিরদিন
আল্লাহ দিদারে যাবো একদিন আমি,
রবো না এ ভূবনে চিরদিন।
ক্ষমা করে দিবেন আমারে সবাই ॥
ভুল করে থাকি যদি কোনো দিন।
কবরে যাবো একদিন আমি রবো না এ ভূবনে চিরদিন

নবি দিদারে যাবো একদিন আমি,
রবো না এ ভূবনে চিরদিন
ক্ষমা করে দিবেন আমারে সবাই ॥
ভুল করে থাকি যদি কোনো দিন।
কবরে যাবো একদিন আমি রবো না এ ভুবনে চিরদিন
নবি দিদারে যাবো একদিন আমি,
রবো না এ ভূবনে চিরদিন
আল্লাহ দিদারে যাবো একদিন আমি,
রবো না এ ভূবনে চিরদিন ।
মসজিদ পার্শ্বে আমার মাজার শরীফে
দিয়ে দিবেন আমার কবর ॥
দুনিয়ার সবাই যাবে ভূলে, রাখবে না জানি কোনো খবর
পড়বে কি মনে আমার কথা ॥
করবে কি জিয়ারত প্রতিদিন।
কবরে যাবো/নবী দিদারে যাবো একদিন আমি
রবো না এ ভুবনে চিরদিন ॥
ক্ষমা করে দিবেন আমারে সবাই ॥
ভূল যদি করে থাকি কোনো দিন
ছোট্ট মাটির গৃহে আমার দেহ, নিথর হয়ে পড়ে রবে
দুনিয়ার কেহই আমার কবরে
জ্বালাবে না কোনো প্রদীপ ঘরে
জ্বালাবেন কবরে বাতি রব্বুল আলামিন
সুপারিশ করবেন প্রিয় নবিজী,
আরও থাকিবেন প্রিয় মুর্শিদী ॥
এই কথা নিত্য সত্য প্রতিদিন ॥
নবি দিদারে যাবো একদিন আমি,
রবো না এ ভুবনে চিরদিন ॥
ক্ষমা করে দিবেন আমারে সবাই ॥
ভূল করে থাকি যদি কোনো দিন।
কবর মাঝে আমরা থাকবো একা সাথী কেহ থাকবেনা
থাকবেন আমার প্রিয় নবিজী,
আরও থাকবেন আমার মুর্শিদ ক্বিবলা।
হক্বের দাওয়াত দিবেন প্রতিদিন,
হক্ব প্রচার করবেন প্রতিদিন
এ শপৎ নিন নিত্যদিন ॥
এই ঈমান আক্বিদা ভেজাল বিহীন ॥
বাকি সব কিছু ভেজাল বেদীন ॥ ঐ

গত দুই সংখ্যার "মাসিক হক্বের দা'ওয়াত" পত্রিকার পিডিএফ সংগ্রহ করতে ভিজিট করুন:
www.hoquerdawat.com

শানে মুর্শিদী

মুহাম্মাদ ওবায়দুল্লাহ সিদ্দীকী

সাজো সাজো সবাই পীরের সাজে
পীর সেজেছে নবীর সুন্নাতে
মিশে যাও পীরের রঙে রঙে
দেখতে পাবে নূরের নবীকে (২) ঐ
থাকতে থাকো পীরের সোহবতে
জায়গা পেলে পীরের কদমে
পেয়ে যাবে নূরের নবীকে
নবীকে পেলে পাবে আল্লাহকে (২) ঐ
হক্বের দাওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবারে
নবী প্রেমের এক ফুল ফুটেছে
সেই ফুলের সুঘ্রাণে মন পাগল হয়ে
ওবায়দুল্লাহ যায় ছুটে সেই সুভাস পেতে (২) ঐ

কবিতা :

হক্বের ডাক

মুহাম্মাদ আতিক হাসান সিদ্দীকী

হক্বের পথে ডাক দিয়ে যায় সিদ্দীক্বিয়া দরবার,
নবী প্রেমের সুধা বিলায় অন্তরে বারবার।
যদি নবী প্রেম শিখতে চান,
তবে সিদ্দীক্বিয়া দরবারে যান।
যেখানে গেলে পরশ লাগে নূরানী এক মায়ার,
সুন্নতের রঙে রাঙায় জীবন, অন্তরে উঠে জোয়ার।
আশ্চর্য এক তাওয়াজ্জু'র ছোঁয়ায় ক্বল্ব পরিষ্কার হয়,
রাসূল প্রেমের পবিত্র স্রোত মুমিন হৃদয়ে বয়।
পাথরের মতো শক্ত মনেও জাগে অনুরাগের ঢেউ,
খালি হাতে ফিরে না তো হক্ব-তালাশী কেউ।
সহজ হয়ে যায় মানা সুন্নাহর বিধান,
রাসূলের প্রেমে আকুল হয় মুমিনেরই প্রাণ।
সিদ্দীক্বিয়া তো সেই বাগান, যেখানে ফুটে নূরের ফুল,
আউলিয়াদের মত-পথ চিনতে হয় না কভু ভুল।
খোদার পথের পথিক যারা, এখানে পায় ঠাঁই,
নবী প্রেমের এই মোহনায় চলেন সবে যাই।

পহেলা বৈশাখ কি মুসলিমদের উৎসব?

পহেলা বৈশাখ, পহেলা মহররম, পহেলা জানুয়ারি, থার্টি ফার্স্ট নাইট এগুলো মুসলমানের আমল নয়, এগুলো সমস্ত কাফির-মুশরিকের আমল। মনে রাখতে হবে, হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর মাকতুবাত শরীফে, হযরত গাউসুল আযম আব্দুল কাদের জিলানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর কিতাব ফতহুর রব্বানীতে, হযরত মঈনুদ্দিন চিশতী আজমিরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর কিতাব আনিসুল আরওয়াহ বা আনিসুল আরিফীন কিতাবে, সমস্ত আল্লাহর অলীরা যত কিতাব লিখেছেন সমস্ত কিতাবে এসেছে, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

অর্থ: যে ব্যক্তি যে জাতির অনুসরণ করবে, সে ব্যক্তি সে জাতির অর্ন্তভূক্ত হবে এবং সেই জাতির সাথে তার হাশর-নাশর হবে। (আবু দাউদ-৪০৩১ নং হাদীস শরীফ)

উক্ত হাদীস শরীফকে কিয়াস করে সকল হক্বানী অলী-আওলিয়া ফতওয়া দিয়েছেন নববর্ষ উপলক্ষে কেউ যদি নিজের জন্য, পরিবারের জন্য, এলাকার জন্য, একটা ডিমের টাকা পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে, তাদের ৪০ বছরের জীবনের নেক আমল নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত বাতিল হয়ে যাবে। নাউযুবিল্লাহ্।

তাহলে আপনারাই বলুন, পান্তা ভাত আর ইলিশ মাছের দাম কত? কোনো জায়গায় ২০, কোনো জায়গায় ৩০, কোনো জায়গায় ৪০, কোনো জায়গায় ৫০, কোনো জায়গায় ১০০। পহেলা বৈশাখের দিনে এক থালা পান্তা খেলেন আর তার সাথে ইলিশ ভাজা খেলেন? এগুলো করানো হয় শুধুমাত্র আপনাকে মুশরিক বানানোর জন্য। এগুলো কোনো আল্লাহওয়ালা বানানোর জন্য করানো হয় না। পহেলা বৈশাখ বা বিজাতীয় নববর্ষ পালন করা মুসলমানদের জন্য সম্পূর্ণ হারাম। একজন প্রকৃত মুমিনের উচিত এই সমস্ত বাতিল তর্জ-ত্বরীকা ও নিয়ম-কানুন বর্জন করে পবিত্র কুরআন-সুন্নাহর পথে চলা।

আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলকে কাফির-মুশরিক, বেদ্বীন-বদদ্বীন, ইহুদী-নাছারাদের তর্জ-ত্বরীকা মেনে চলা থেকে হেফাজত করুন-আমীন।

একজন আল্লাহর অলীর শিক্ষনীয় ঘটনা :

একজন আল্লাহর অলী ইন্তেকাল করলেন। উনার ইন্তেকালের কিছুদিন পর উনার একজন খলীফা মুরাকাবা-মুশাহাদা করলেন আল্লাহর অলী কেমন আছেন সেটা দেখার জন্য। কিন্তু দীর্ঘ এক বৎসর চেষ্টা করেও তিনি আল্লাহর অলীর সঙ্গে রূহানীভাবে কোনো সাক্ষাৎ করতে পারলেন না। কারণ অলী-আওলিয়া কাশফুল কুবুর করলেই তারা কবরের ভিতরে কি হচ্ছে সেটা দেখতে পান। সুবহানাল্লাহ ! তো এক বৎসর পরে ঐ আল্লাহর অলী এমনিতেই উনার খলীফার সঙ্গে দেখা করলেন। সুবহানাল্লাহ ! উনার খলীফা বললেন, ও আল্লাহপাকের অলী! আপনি ইন্তেকাল করেছেন প্রায় ১ বৎসর হলো। কিন্তু এতদিন ধরে আপনার সঙ্গে আমি দেখা করার চেষ্টা করেও পারলাম না। কি হয়েছে আপনার? আল্লাহর অলী বলেন, হে আমার খলীফা! এই ১ বৎসর ধরে আমি অনেক কষ্টে ছিলাম। খলীফা বললেন, জীবনে কোনদিন নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ছাড়লেন না, মহিলাদের সঙ্গে কোনোদিন বেপর্দা হলেন না। তাহলে কি কারণে আপনি কবরে গিয়ে কষ্টে ছিলেন? আল্লাহর অলী তখন বলেন, আমাকে যখন কবরে রাখা হলো। তারপরে আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে আওয়াজ আসতেছে, এই ব্যক্তিকে তো শশ্মানে থাকার কথা ছিল। একে কবরে কেন রাখা হয়েছে?

আল্লাহপাক যখন এইভাবে বললেন, আমি তখন কাঁদতে শুরু করলাম। আর বললাম আয় আল্লাহপাক কি অপরাধ আমার দ্বারা হয়েছে, আমি তো জানি না?

এইভাবে বললাম আর আমার চোখ দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে চোখের পানি শেষ হয়ে চোখ দিয়ে রক্ত বের হয়ে যাচ্ছে। তখন আল্লাহপাক বললেন, হে আমার অলী আপনি সেদিনের কথা মনে করুন। সেই সময় হিন্দুস্থানে হলি পূজা হচ্ছিল। আপনি কুরআন-সুন্নাহ অনুসারে জীবন-যাপন করেছেন। কিন্তু এই কথাটি কেন মানতে পারলেন না? হলি পূজার দিন হিন্দুদের নিয়ম হলো পূরো এলাকাকে রঙ্গিন করে দেওয়া, সামনে যা পড়বে তাকেই রঙ লাগিয়ে দেওয়া।

আয় আমার অলী! আপনাকে সেদিন পরীক্ষা করার জন্য আমি আপনার সামনে একটি গাঁধাকে পাঠিয়ে

দিলাম। ওই গাঁধাটাকে কেউ রঙ লাগিয়ে দিতে পারে নাই। ওর শরীরে কোন রঙ ছিল না। আপনি তখন পান চিবাচ্ছিলেন। তখন আপনি ওই গাঁধাটাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, রে গাধা, এই পুরা প্রকৃতিকে রঙিন করে দেওয়া হয়েছে। যারাই যেখানে রয়েছে, তাদেরকেই রঙ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। তোমার শরীরে রঙ লাগিয়ে দেওয়া হয় নাই। আমি আমার পানের পিক দিয়ে তোমাকে রঙিন বানিয়ে দিলাম। নাউযুবিল্লাহ। আয় আমার অলী! আমার হাবীব হুজুর পাক ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি যেই জাতিকে অনুসরণ করবে, সে ব্যক্তি সেই জাতিরই অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায় এবং তার সাথেই তার হাশর হয়। এই হাদীস শরীফটি জানার পরেও আপনি কেন পানের পিক দিয়ে ঐ গাঁধাটাকে রঙিন করে দিলেন। গাঁধাকে পানের পিক দিয়ে রঙ লাগিয়ে দিয়ে আপনি প্রমাণ করেছেন, আপনি হিন্দুদের ঐ হলি পূজাকে সমর্থন করেছেন। নাউযুবিল্লাহ। এইজন্য আপনাকে শশ্মানে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আপনার ঈমান, আমল, আক্বিদার জন্য আমি আল্লাহ আপনার ঐ গুনাহটিকে মাফ করে দিলাম। আজকে এক বৎসর পর আপনাকে মাফ করে দিলাম। সুবহানাল্লাহ ! আল্লাহ পাক উনার অলী তাঁর খলিফাকে বলতেছেন, হে আমার খলিফা! দুনিয়ার মানুষদেরকে বলে দিন, যদি কেউ বাত্বিলের তর্জ-তরীকা, নিয়ম-কানুন মেনে নেয় সে যদি আল্লাহর অলীও হয় তবুও আল্লাহপাক তাকে ছাড়বেন না।

উক্ত ঘটনা যদি আল্লাহপাক-উনার অলীর সঙ্গে ঘটে থাকে। তাহলে আমাদের ক্ষেত্রে কি হবে? আজকে আমরা মুসলমান হয়ে কেন বাত্বিলের তর্জ-ত্বরীকা মেনে নেই, হারাম বৈশাখী পূজা পালন করি এবং পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে হিন্দুদের ঢোল-তবলাওয়ালা গেঞ্জী, শাড়ি আমরা গায়ে দেই। তাহলে আমাদের অবস্থাটা কেমন ভয়াবহ হবে একবার ভেবে দেখেছেন কি? আসুন এখনো সময় আছে খালিছ তওবা করুন। হারাম বৈশাখী পূজা বর্জন করুন।

মহান আল্লাহপাক আমাদেরকে কাফির-মুশরিকদের নিয়ম-কানুন, তর্জ-ত্বরীকা মেনে চলা থেকে হেফাজত করুন-আমীন।

কলাম ও মতামত

নবী-রসূল ﷺ ও অলী-আউলিয়ায়ে কিরাম (রহমতুল্লাহি আলাইহি) উনাদের শাফায়াত করা প্রসঙ্গে (২য় পর্ব)

মুহাম্মাদ মুফতী আব্দুর রউফ সিদ্দীকী

পূর্ব প্রকাশিতের পর............

মহান আল্লাহ্ পাক নবী-রসূল আলাইহিস সালাম কিংবা আল্লাহর অলীগণের শাফায়াতের ব্যাপারে একাধিক আয়াত নাজিল করেছেন এবং উনাদের শাফায়াতের অনুমতি দান করেছেন সুবাহানাল্লাহ্! প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা! এ পর্যায়ে পবিত্র কুরআন শরীফের দৃষ্টিতে নবী-রসূল আলাইহিস সালাম ও অলী-আউলিয়ায়ে কিরাম (রহমতুল্লাহি আলাইহি) উনাদের শাফায়াত বিষয় নিয়ে পবিত্র কুরআন শরীফের অসংখ্য দলীল উল্লেখ করেছি।

দলীল নং-০১ মহান আল্লাহ্ পাক ইরশাদ মুবারক করেন:

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

-"আল্লাহর পরিবর্তে তারা যাদেরকে ডাকে, সুপারিশের ক্ষমতা তাদের নেই, তবে যারা সত্য উপলব্ধি করেন ও সত্য সাক্ষ্য দেয় তাঁরা ব্যতীত।" (৪৩ নং সূরা যুখরুফ আয়াত শরীফ নং ৮৬)

প্রিয় পাঠক লক্ষ করুন, এই আয়াত শরীফে স্পষ্ট বলা হয়েছে যারা সত্য সাক্ষ্য দেয় ও সত্যকে উপলব্ধি করেন তাঁদেরকে সুপারিশের ক্ষমতা আল্লাহ্ দান করেছেন। আর যারা সত্য সাক্ষ্য দেয়না এবং সত্যকে উপলব্ধি করেনা তারা সুপারিশ করতে পারবে না।

সুতরাং প্রমানিত হলো, আল্লাহর সত্য তথা আল্লাহর একত্যবাদ ও দ্বীন ইসলামকে যারা সাক্ষ্য দেয় এবং আল্লাহর খাছ (অলী) বান্দা রূপে যারা পরিগণিত হয়েছেন উনারা কিয়ামতের দিন শাফায়াত বা সুপারিশ করতে পারবেন আলহামদুলিল্লাহ্

দলীল নং-০২ মহান আল্লাহ্ পাক ইরশাদ মুবারক করেন:

يَوْمَئِذٍ لا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً

-"দয়াময়ের অনুমতি ও পছন্দনীয় ব্যক্তি ছাড়া কারো সুপারিশ সেদিন কাজে আসবেনা।"*(সূরা ত্ব-হা- ১০৯)* এই আয়াত শরীফ দ্বারাও প্রমাণিত হয়, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহর পছন্দনীয় ব্যক্তি তথা নবী-রাসূল, সিদ্দিক বান্দাগণ, শোহাদায়ে কিরাম ও ছালেহীন প্রমূখ আল্লাহর দরবারে শাফায়াত করতে পারবেন। কারণ উনারা সবাই আল্লাহর নিয়ামতপ্রাপ্ত বান্দা।

দলীল নং-০৩ অন্য আয়াত শরীফে মহান আল্লাহ্ পাক ইরশাদ মুবারক করেন:

لا يَمْلِكُونَ الشَّفاعَةَ إِلاَّ مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً

-"যে দয়াময়ের কাছে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন, সে ব্যতীত অন্য কারো সুপারিশ করার ক্ষমতা থাকবে না।" (১৯ নং সূরা মরিয়ম আয়াত শরীফ নং-৮৭)

এই আয়াত দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, যারা আল্লাহর কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তথা আল্লাহর সাথে যার সম্পর্ক ভালো উনারা ক্বিয়ামতের দিন শাফায়াত করতে পারবেন। যারা আল্লাহর বান্দা থেকে আল্লাহর প্রিয় অলী (বন্ধু) হতে পেরেছে উনারাই আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করতে পারবেন। অথবা যারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করেননি ও হুজুর পাক (ﷺ) উনার আদর্শ বাস্তবায়ন করেছেন উনারাই সুপারিশ করতে পারবেন সুবাহানাল্লাহ্ !

দলীল নং-০৪ আরেক পবিত্র আয়াত শরীফে মহান আল্লাহ্ পাক ইরশাদ মুবারক করেন:

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ

-"কে আছো! আল্লাহর দরবারে তার অনুমতি ব্যতীত শাফায়াত করবে?"

(আয়াতুল কুরসীর অংশ, ২ নং সূরা বাকারা আয়াত শরীফ নং ২৫৫)

এই আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কেউ শাফায়াত করতে পারবেনা, তবে আল্লাহ পাক উনার অনুমতি সাপেক্ষ শাফায়াত করতে পারবেন। আর আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দাগণই শাফায়াত করতে পারবেন।

(অসমাপ্ত) পরবর্তী সংখ্যার অপেক্ষায় থাকুন......

মৃত্যুর পরেও যে তিনটি আমল বন্ধ হয়না

মুহাম্মাদ মোস্তাক আহম্মেদ রাহাত (শিবগঞ্জ, বগুড়া)

যখন কোনো মানুষ ইন্তিকাল করে তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়।

তবে তিনটি আমল বন্ধ হয় না; তা জারি থাকে-

১। ছদক্বায়ে জারিয়াহ (মসজিদ, মাদ্রাসা, এতিমখানা ইত্যাদি)।

২। উপকারী ইলিম (মুর্শিদ বা পীর ছাহিব-মুরীদ, উস্তাদ-ছাত্রের সিলসিলা)।

৩। নেককার সন্তান, যে তার পিতা-মাতা উনাদের জন্য দোয়া করে।

পীর-মুর্শিদ কেন প্রয়োজন ?

মুহাম্মাদ হাফেজ আরাফাত হোসেন (জয়পুরহাট)

ইসলামে আত্মশুদ্ধি (তাযকিয়া) ও আল্লাহমুখী জীবন গঠনের ক্ষেত্রে পীর বা মুর্শিদের প্রয়োজনীয়তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পবিত্র কুরআন শরীফে আল্লাহ তাআ'লা বলেন, "নিশ্চয়ই সে সফল, যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করেছে" (সূরা আশ-শামস: ৯-১০)। এই পরিশুদ্ধি কেবল বাহ্যিক আমল দ্বারা সম্পূর্ণ হয় না; অন্তরের রোগ-অহংকার, হিংসা, রিয়া ও কপটতা-দূর করাও অপরিহার্য। আল্লাহ তাআ'লা আরও বলেন, "তোমরা যদি না জানো, তবে আহলে যিকির (হক্বানী অলী-আওলিয়াদের) জিজ্ঞাসা করো" (সূরা আন-নাহল ৪৩)। এ আয়াত প্রমাণ করে যে, দ্বীনের পথে সঠিক জ্ঞান ও সঠিক দিকনির্দেশনার জন্য অভিজ্ঞ আলেমের শরণাপন্ন হওয়া জরুরী। আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধির ক্ষেত্রেও একজন পরহেযগার, কুরআন-সুন্নাহ অনুসারী মুর্শিদের তত্ত্বাবধান মানুষের জন্য সহায়ক হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ কেবল শরীয়তের বিধান শিক্ষা দেননি; তিনি সাহাবায়ে কেরামের অন্তর পরিশুদ্ধ করেছেন। আল্লাহ বলেন, "তিনি তাদের নিকট তাঁর আয়াত তিলাওয়াত করেন, তাদের পরিশুদ্ধ করেন এবং কিতাব

ও হিকমাহ শিক্ষা দেন" (সূরা আল-জুম'আ: ২)। এই তাযকিয়ার ধারাই যুগে যুগে আলেমে রব্বানী ও সত্যনিষ্ঠ বুযুর্গদের মাধ্যমে চলমান রয়েছে। হাদীসে এসেছে, "উলামাগণ নবীগণের ওয়ারিস" (সুনান আবু দাউদ)। সুতরাং যারা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মানুষের ঈমান-আখলাক গঠনে আত্মনিয়োগ করেন, তারাই নববী মিশনের উত্তরাধিকার বহন করেন। কুরআন আরও নির্দেশ দেয়, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকো" (সূরা আত-তাওবা-১১৯ নং আয়াত শরীফ)। সৎ সাহচর্য অন্তরকে শুদ্ধ করে এবং মানুষকে নফসের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা করে-যেমন হাদীসে সৎ সঙ্গীর তুলনা কস্তুরী বিক্রেতার সঙ্গে করা হয়েছে (সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিম)।

ইসলামের ইতিহাসে ইমাম আল-গাজ্জালী (রহ.) প্রমুখ মনীষীগণ দেখিয়েছেন যে, বাহ্যিক ইলমের পাশাপাশি অন্তরের সংশোধন অপরিহার্য; আর এই সংশোধনের জন্য অভিজ্ঞ শায়খ বা মুর্শিদের সাহচর্য বিশেষ উপকারী। কারণ মানুষ নিজের ত্রুটি নিজে সবসময় অনুধাবন করতে পারে না; একজন আল্লাহভীরু পথপ্রদর্শক তা ধরিয়ে দেন এবং কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সংশোধনের পথ বাতলে দেন।

বর্তমান ফিতনা-জর্জরিত সময়ে, যখন বিভ্রান্তি ও মতভেদের স্রোতে অনেকেই দিশেহারা, তখন হক্বের দা'ওয়াতকে সুসংহত ও সুন্নাহভিত্তিক ধারায় এগিয়ে নেওয়ার প্রয়াস বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। এ প্রেক্ষাপটে হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার ও সুন্নতী জামে মসজিদ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে আত্মশুদ্ধি, সুন্নতের অনুসরণ ও সাহাবায়ে কেরামের আদর্শ প্রচারে কাজ করে যাচ্ছে। এই দরবারের সম্মানিত মুর্শিদ কিবলা মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী মানুষের মাঝে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের চেতনা জাগ্রত করার পাশাপাশি নফসের সংশোধন ও চরিত্র গঠনের উপর গুরুত্বারোপ করে দা'ওয়াত প্রদান করছেন। উনার বয়ান ও তারবিয়াতের মাধ্যমে বহু মানুষ সুন্নাহভিত্তিক জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে এবং দ্বীনের প্রতি গভীর অনুরাগ লাভ করছে। অতএব, পীর বা মুর্শিদের প্রয়োজনীয়তা কুরআন-হাদীস ও সালফে-সালেহিনের ধারাবাহিকতা থেকেই সুস্পষ্ট। তবে শর্ত একটিই-তিনি যেন কুরআন-সুন্নাহর অনুসারী, আক্বীদায় বিশুদ্ধ ও আমলে পরিশুদ্ধ হন। এমন আল্লাহভীরু পথপ্রদর্শকের সাহচর্যে আত্মশুদ্ধির পথ সহজ হয়, আমল শুদ্ধ হয় এবং সমাজে নৈতিকতা ও ঈমানি জাগরণ সুদৃঢ় হয়।

পবিত্র রমাদ্বনের শিক্ষা ধরে রাখতে হবে

মুহাম্মাদ মীর মিসবাহ কাদের (চট্টগ্রাম)

আসসালামু আলাইকুম!

প্রিয় দ্বীনি ভাই আবারো ঈদের শুভেচ্ছা নিবেন।

দৈনন্দিন জীবনে আমরা কত কিছুরই শিক্ষা পাচ্ছি, ঠিক মাহে রমাদ্বন আমাদের কাছ হতে বিদায় নিলো কিন্তু মাহে রমাদ্বন থেকে পাওয়া শিক্ষা গুলো আমাদের জীবনে ধরে রাখতে হবে যেমন মনে করুন রমাদ্বন একটি বই তার অধ্যায় গুলো হলো: সাহরী, রোজা রাখা, রোজার শিক্ষা, ইফতার, তারাবীহ, তাহাজ্জুদ, সাথে জামাআতের সহিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা এই যে এই অধ্যায় গুলো থেকে যদি শিক্ষা নিই তাইলে এর পরীক্ষা হবে দুনিয়ায় আর রেজাল্ট পাবেন হাশরের ময়দানে, তাই আসুন পবিত্র রমাদ্বনকে আমরা বিদায় না জানিয়ে বরং রমাদ্বনকে কাজে লাগিয়ে বাকী এগারোটা মাস রমাদ্বনের মতো সাজিয়ে তুলি, আর হ্যাঁ বর্তমান পশ্চিমা কালচার আমাদের মাঝে প্রায় বিরাজ করে যা একদম সুন্নাহ বিরোধী আমার আঁকা নূর নবী (ﷺ) উনার সুন্নাহ আপমান করা মানে প্রিয় নবী (ﷺ) কে অপমান করা তাই আসুন ইহুদি কালচারাল বাদ দেই সুন্নাহকে ধারণ করি।

সুন্নতে শান্তি সুন্নতে মুক্তি।

আল্লাহ পাক উনার হাবীব (ﷺ) উনার নূরানী কদম মুবারকের উছিলায় আমাদের কবুল করুন ছুম্মা আমিন। এবং সকল হক্বপন্থী তরীক্বার ইমাম আওলিয়াদের আশ্রয়ে নিজের ঈমান শক্ত রাখতে

পারি মতো কবুল করুন। সকল হক্ব অলী পীর মাশায়েখ আহলে সুন্নাত আমাদের মাথার তাজ। মনে রাখবেন সুন্নী কখনো শিয়া/ভন্ড হতে পারেনা ভন্ড/শিয়ারা কখনো সুন্নী হতে পারে না। নিজের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সুন্নিয়তের খেদমত করতে পারি আল্লাহ্ যেন তৌফিক দান করেন- আমীন।
সকলের দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ এবং সুখ কামনা করছি এবং সকলের নিকট দোয়া কামনা করছি।

হক্বানী অলী-আওলিয়াদের অনুসরণ করা মহান আল্লাহ উনার নির্দেশ

✍ **মুহাম্মাদ রবিউল ইসলাম (বেড়া, পাবনা)**

সকল প্রশংসা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীনের জন্য যিনি এই নগণ্য গোলামকে হক্বের খেদমতে কবুল করেছেন। দরুদ সালাম পেশ করছি আখেরী নবী সাইয়্যিদুল মুরসালিন ইমামুল মুরসালিন আখেরী নবী হজুর পাক (ﷺ) উনার উপরে যাকে সৃষ্টি না করার হলে জগতের কিছুই সৃষ্টি করা হতো না। হুজুর পাক (ﷺ) তিনি বিদায় হজ্বের দিন ইরশাদ মুবারক করেন-

اني قد تركت فيكم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا كتاب الله و سنة نبيه

অর্থ: আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে গেলাম এই দুটি জিনিস যদি তোমরা আঁকড়ে ধরো তাহলে কখনোই তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না আর তা হলো আল্লাহর কিতাব এবং তার রাসুলের সুন্নাহ। (ফিকহুস সুনানি ওয়াল আসার হাদীস নং ৩)
অতএব এখান থেকে আমরা জানতে পারি যে হক্বের উপর অটুট থাকার জন্য আমাদের এই দুটিকে প্রথমে অনুসরণ করতে হবে। আমাদের জন্য সহজে কুরআন এবং হাদীস বুঝে আমল করা সম্ভব নয়। এজন্য আমরা কুরআনকে জিজ্ঞেস করলাম আমরা তো কিছুই পারি না, আমরা কাকে অনুসরণ করবো , কিভাবে আমল করবো ,আমরা তো কিছুই জানি না। জবাবে কুরআন শরীফ উত্তর দেয়-

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

যদি তোমরা না জানো তাহলে আহলে যিকির তথা (হক্বানী অলীদের) জিজ্ঞাসা করো (সূরা নাহল আয়াত নং ৪৩ এবং সূরা আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম আয়াত নং ৭)।
সূরা নিসায় মহান আল্লাহ পাক তিনি ইরশাদ মুবারক করেন-

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

অর্থ: হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারী (অলী আওলিয়া) তাদের অনুসরণ করো (সূরা নিসা-৫৯ নং আয়াত শরীফ)
আবার সূরা তওবায় মহান আল্লাহ পাক তিনি ইরশাদ মুবারক করেন -

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

"হে মুমিনগণ (পুরুষ অথবা মহিলা) তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো। (সূরা তওবা-১১৯ নং আয়াত শরীফ)
অপরদিকে আরো ইরশাদ মুবারক হয়েছে-

وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ

অর্থাৎ: আমার দিকে যে অভিমুখী হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ করো (সূরা লোকমান-১৫ নং আয়াত শরীফ)
অর্থাৎ যারা মুনিব ইল্লাল্লাহ তথা আল্লাহর দিকে একান্তই রুজু তোমরা তাদের অনুসরন করো এছাড়াও আরো অসংখ্য আয়াতে কারিমায় ওলি আউলিয়া ও পীর মাশায়েখ দের অনুসরণ করতে

বলা হয়েছে। আল্লাহর এই প্রিয় বান্দাদের অনুসরণ অনুকরণ এবং তাদের হাতে বায়আত হলে আমরা সিরাতুল মুস্তাকিমের উপর অটল থাকতে পারবো। খায়রুল কুরুন থেকে আজ পর্যন্ত যত মুনিব ইল্লাল্লাহ এসেছেন তাদের সকলের সাইয়্যিদ, মুকতাদা হলেন হুজুর পাক ﷺ, কুরআন আমাদেরকে বলে-

لَقَدْ كَانَ لَكُم فِي رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرجُو اللّٰهَ وَاليَومَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا

অর্থাৎ: অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ উনার মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে। (সূরাতুল আহযাব আয়াত নং ২১)

হুজুর পাক ﷺ হলেন সর্বপ্রথম মুনিব ইল্লাল্লাহ। এরপর তিনি যে কাফেলা তৈরি করে গেছেন, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখেন, আল্লাহ কে ব্যতীত কাউকে ভয় করেন না সেই কাফেলা কেও অনুসরণ করতে হবে তাই কুরআন আমাদেরকে আবার বলে-

وَالسَّابِقُوْنَ الْأَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ

অর্থাৎ- আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা তাদেরকে অনুসরণ করেছে সুন্দরভাবে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। (সূরা তওবা-১০০ নং আয়াত শরীফ)

এখানে মহান আল্লাহ পাক هم যমিরটি কেন ব্যবহার করলেন, তাবেয়ীদের কথা বলার প্রয়োজন পড়লো কেন, মুহাজির আনসার সবাই তো হুজুর পাক ﷺ উনাকে অনুসরণ করতো। তারপরেও তিনি এমনটা কেন বললেন কারণ এটা সুন্নাতুল্লাহ। মহান আল্লাহ পাক তিনি এমনটাই চান সাহাবায়ে কেরাম رضي الله عنهم অথবা মুহাজির আনসারগণ তো দুনিয়া থাকবেন না এজন্য তাদের কে যারা অনুসরণ করবে তোমরা তাদেরকেও অনুসরণ করো।

আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে শুধু আমর আর নাহি দিয়েই শেষ করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেন নি বরং তিনি বান্দাদের কে হিকায়াত ও কাছাছ শুনিয়েছেন। এমনকি শুধু নবীদের কাছাছই শোনান নি, অলী-আওলিয়াদের কথাও তিনি বলেছেন যেমন মহান আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন-

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

অর্থ: আর স্মরণ করুন, যখন লুকমান عليه السلام তার পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিল, 'প্রিয় বৎস, আল্লাহর সাথে শিরক করো না; নিশ্চয় শিরক হলো বড় যুলম'। (সুরা লোকমান-আয়াত নং: ১৩)

আবার নবী আলাইহিস সালাম উনার কাসাস সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে-

وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ

অর্থ: আর শহরের দূরপ্রান্ত থেকে একজন লোক ছুটে আসল। সে বলল, 'হে মূসা عليه السلام, নিশ্চয় পরিষদবর্গ আপনাকে হত্যার পরামর্শ করছে, তাই আপনি বেরিয়ে যান, নিশ্চয় আমি আপনার জন্য কল্যাণকামীদের একজন'। (সুরা কাসাস আয়াত নং ২০)

কেউ হয় তো বলতে পারে পবিত্র কুরআনে যেসব হিকায়াত উল্লিখিত হয়েছে তাতেই যথেষ্ট, ওসব ছাড়া আর কোনো হিকায়াত বা কাছাছ এর প্রয়োজনীয়তা নেই। তাহলে হুজুর পাক ﷺ বনী ইসরাঈলের ঘটনা উল্লেখ করলেন কেন। বুখারী শরীফে, হাদীস শরীফের অন্যান্য কিতাবে, যেমন ইবনে শায়বাতে বর্ণিত আছে-

كان رجل فيمن كان قبلكم يعمل بالمعاصي فا ذكر يوما فقال: اللهم غفرانك فغفر له (مصنف ابن ابي شيبة ٢٠٦/٧)

এইসব হিকায়াত বর্ণনা করার কি দরকার ছিল। কুরআনে এত আলোচনা করার পরেও। আর হাদীসে এত বিবরণ শোনানোর পরেও হুজুর পাক ﷺ সাহাবায়ে কেরামগণকে এগুলো কেন শোনালেন? এরপর আবার সাহাবায়ে কেরাম (رضي الله عنهم) উনারাও সেই অনুযায়ী আমল করলেন, কেন করলেন? অবশ্যই এসবের প্রয়োজন আছে বিধায় তারা এর উপর আমল করেছেন। সৎ আল্লাহর অলী বান্দাদের আমল এবং উনাদের জীবনী থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করার আছে। তিনি এই উম্মতের হোন বা অন্য কোনো নবী আলাইহিস সালাম উনার উম্মতের। হুজুর পাক ﷺ বলেন-

حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج

অর্থাৎ তোমরা বনী ইসরাঈল থেকেও বর্ণনা করো এতে কোনো সমস্যা নেই (সহীহ্ বুখারী হাদীস নং ৩৪৬১)

উল্লিখিত আয়াত ও হাদীস সমূহের মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে যদি আমরা কুরআন ও হাদীস মানার দাবি করি তাহলে কুরআন ও হাদীসের দাবি হলো তার হুকুম যথাযথ ভাবে আদায় করা। দ্বীনের সঠিক বুঝ আমাদের জানতে হলে মহান আল্লাহ পাক উনার ঘোষণা অনুযায়ী আমাদের কোনো এক হক্বানী অলী বা পীর উনাদের সাহচর্য লাভ করতে হবে। উনাদের মাধ্যমেই আমরা সিরাতুল মুস্তাকিমের উপর দায়েম ও কায়েম থাকতে পারবো ইনশা-আল্লাহ্।

(অসমাপ্ত) পরবর্তী সংখ্যার অপেক্ষায় থাকুন।

মুর্শিদ ক্বিবলা আমাদের জন্য নিয়ামত

✍ **মুহাম্মাদ শেখ সিয়াম মোমেনশাহী** (সুন্নী এক্টিভিস্ট, ময়মনসিংহ)

“মুহাম্মাদ আলহাজ্ব **MMD.** ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী হুজুর ক্বিবলা আমাদের জন্য নিয়ামত স্বরূপ, প্রাণের আঁকা সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা উনার উসিলায় সত্যিকারের ইসলাম এবং নবীজী পাক (ﷺ) উনাকে চিনতে পেরেছি। ফেতনার যামানায় হাজারো বাত্বিলের ভীড়ে সত্যের সন্ধান পেয়েছি।**”**

মানুষ মাটির তৈরি নয়

✍ **মুহাম্মাদ সামিউল ইসলাম**

মহান আল্লাহ পাক তিনি কুল-মাখলূক্বাত সৃষ্টির পূর্বে সর্বপ্রথম যেই নূর মুবারক সৃষ্টি করেন সেই নূর মুবারকই হচ্ছেন নূরে মুজাসসাম হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ﷺ উনার পবিত্র অজূদ পাক। এবং সেই পবিত্র অজূদ পাক হতে কুল-মাখলুক্বাত সৃষ্টি হয়েছে। সুবহানাল্লাহ!

মহান আল্লাহ পাক তিনি ইরশাদ মুবারক করেন-

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي خَٰلِقٌۢ بَشَرًا مِّن طِي

অর্থ: “যখন আপনার পালনকর্তা মহান আল্লাহ পাক তিনি হযরত ফেরেশতা আলাইহিমুস সালাম উনাদেরকে বললেন, আমি মানুষ সৃষ্টি করবো মাটি দ্বারা। ” (পবিত্র সূরা ছোয়াদ শরীফ: পবিত্র আয়াত শরীফ ৭১)

এ পবিত্র আয়াত শরীফ উনার ব্যাখ্যায় “তাফসীরে সামারকান্দী”-এর ৩য় খন্ড-, ১৪১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে-

(انى خالق بشرا من طين) يعنى حضرت ادم عليه السلام.

অর্থ: “(নিশ্চয়ই আমি সৃষ্টি করবো বাশার মাটি থেকে) অর্থাৎ হযরত আদম (عليه السلام) উনাকে।”

আরো উল্লেখ্য, হযরত আদম (عليه السلام) তিনি ব্যতীত আর কেউই মাটির দ্বারা সৃষ্টি বা তৈরি নন সেটা স্পষ্টভাবে পবিত্র কুরআন শরীফে ঘোষণা করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ পাক তিনি ইরশাদ মুবারক করেন-

وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنسَـٰنِ مِن طِينٍ ۝ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُۥ مِن سُلَـٰلَةٍ مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ

অর্থ: এবং তিনি অর্থাৎ মহান আল্লাহ পাক তিনি মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেন মাটি থেকে অতঃপর উনার বংশ বিস্তার করে স্বচ্ছ বা পবিত্র পানির নির্যাস থেকে। সুবহানাল্লাহ! (পবিত্র সূরা সাজদাহ শরীফ: পবিত্র আয়াত শরীফ ৭, ৮)

এ আয়াত শরীফ উনার মধ্যে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, শুধুমাত্র হযরত আদম (عليه السلام) উনাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর উনার যারা আল আওলাদ অর্থাৎ বংশধর উনাদেরকে বিস্তার করা হয়েছে বা হয়ে থাকে স্বচ্ছ বা পবিত্র পানির নির্যাস থেকে অর্থাৎ সেই স্বচ্ছ বা পবিত্র পানির নির্যাস থেকে মহান আল্লাহ পাক তিনি প্রত্যেক মানুষের দেহ বা আকৃতি কুদরতীভাবে মায়ের রেহেম শরীফে গঠন করে থাকেন। সুবহানাল্লাহ!

যেমন পবিত্র কুরআন শরীফে ইরশাদ মুবারক হয়েছে-

هُوَ ٱلَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِى ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ

অর্থ: তিনি মহান আল্লাহ পাক যিনি মায়ের রেহেমসমূহে তোমাদের আকৃতি গঠন করে থাকেন যেরূপ ইচ্ছা করেন। সুবহানাল্লাহ! (সূরা আলে ইমরান শরীফ: পবিত্র আয়াত শরীফ ৬)

বি:দ্র: কলাম, মতামত ও বিজ্ঞাপন বিভাগের লেখনীর জন্য সম্পাদক দায়ী নয়।

দিন রাত তথা ২৪ ঘন্টা নবীজি (ﷺ) উনার সুন্নাত

ঘুম হতে জাগরণের সময়ের সুন্নাত সমূহ :

✪ ঘুম হতে উঠার সাথে সাথেই দু’হাত দিয়ে মুখমন্ডলকে ডলে নেয়া যাতে তন্দ্রাভাব দূর হয়ে যায়। (শামায়েলে তিরমিযী)

✪ ঘুম হতে জেগে নিম্নের দু’আ পড়া :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি (নিদ্রারূপ) মৃত্যুর পর আমাদের পূনর্জীবন দান করেছেন। আর আমরা তা’রই কাছে ফিরে যাবো। (শামায়েল তিরমিযী)

✪ ঘুম হতে জেগেই মেস্‌ওয়াক করা। (আবু দাউদ) ওযুতে দ্বিতীয়বার মেস্‌ওয়াক করা; এটা পৃথক সুন্নাত। ঘুম থেকে জেগে কাপড় পরিধানের সময় নিম্নোক্ত সুন্নতের প্রতি খেয়াল রাখা কর্তব্য।

✪ পাজামা অথবা সেলোয়ার পড়তে প্রথমে ডান পা তারপর বাম পা দিয়ে পরা জামা কাপড় পড়তে প্রথমে ডান হাত ডান হাতার ভিতর এবং পরে বাম হাত বাম হাতার ভিতর পরা। এ ভাবেই ছদরী, আসকান, শেরোয়ানী ইত্যাদী ডান দিক থেকে পরা শুরু করা। অনুরূপ ভাবে জুতা পরতেও আগে ডান পায়ে পরে বাম পায়ে পরা। তবে জুতা খোলার সময় আগে বাম দিকের এবং পরে ডান দিকে জুতা খোলা (তিরমিযী)। শরীরের সব পরিধেয় জিনিসের এটাই সুন্নাত ত্বরীকা।

অল্প সময়ে কোটি কোটি ছওয়াবের রত্ন ভান্ডার

❖ **কোন আমলে অর্ধেক দিন তাছবীহ পড়ার সওয়াব হয়?**

উত্তরঃ নবীজি পাক (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি এই তাছবীহ ৩ বার পাঠ করবে সে অর্ধেক দিন তাছবীহ তাহলীল পড়ার চেয়েও অধিক সওয়াব লাভ করবে।

سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ

উচ্চারণ : সুবহানাল্লহি ওয়াবি হামদিহী আদাদা খলক্বিহী ওয়ারিদ্বা নাফসিহী ওয়াজিনাতা আরশিহী ওয়ামিদাদা কালিমাতিহী । (মুসলিম, তিরমিযী)

❖ **কোন আমলে আগে পিছনের সমস্ত গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়?**

উত্তরঃ হুজুর পাক (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি খানার শেষে এই দু'আ পড়বে আল্লাহ পাক তার আগের পিছনের সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দিবেন। (তিরমিযী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنِىْ هٰذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَلَا قُوَّةٍ

উচ্চারণ : আলহামদু লিল্লাহিল্লাজী আত্বআমানী হাজাত্ ত্বয়ামা ওয়ারোজাকানি হি মিন গইরি হাওলিম মিন্নী ওয়ালা কুয়্যাহ।

❖ **কি আমলে মরুভূমির বালুকা সম গুনাহও মাফ হয়ে যায়?**

اَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ

উচ্চারণ : আসতাগফিরুল্লহাল্লাজী লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল ক্বইয়্যুমু ওয়া আতুবু ইলাইহি।

হুজুর পাক (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি শোয়ার সময় ৩ বার এই দু'আ পড়বে আল্লাহ তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিবেন। যদিও তার গুনাহ সমুদ্রের ফেনার পরিমাণ/মরুভূমির বালুকারাশির পরিমাণ/বৃক্ষের পাতার পরিমাণ/দুনিয়ার সমস্ত দিনের পরিমাণও হয় এবং খাটি দিলে তওবা করলে নিশ্চয়ই তা কবুল হবে। (তিরমিযী, ইমাম গাযযালী রহমতুল্লাহি আলাইহি)

❖ **কোন আমল করলে ঈমানের সহিত মৃত্যু হবে?**

উত্তরঃ মিসওয়াক করার অভ্যাস করে অজু করে নামায পড়লে। (ফাঃ আঃ)

মাসআলা-মাসায়েল
নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় দু'আ সমূহ :

✪ কোন কাজ কঠিন বা মুশকিল হলে এ দু'আ পড়বে

اَللّٰهُمَّ يَسِّرْ لَنَا اُمُوْرَنَا ۞

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইয়াসসির লানা উমুরানা।
অর্থ ঃ হে আল্লাহ আমাদের কাজগুলো সহজ করে দিন।

✪ অস্থিরতায় পতিত হলে এ দু'আ পড়বে

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ ۞

উচ্চারণ ঃ ইয়া হাইয়্যু ইয়া ক্বইয়্যুমু বি-রহমাতিকা আসতা গীছু। (তারগীব, হিসনে হাসীন)
অর্থ : ও চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী আল্লাহ্ পাক! আপনার রহমত দ্বারা আমাকে সাহায্য করুন।

✪ কোন কাজ করতে কঠিন মনে হলে এ দু'আ পড়বে

اَللّٰهُمَّ يَسِّرْ لَنَا اُمُوْرَنَا ۞

উচ্চারণ : আল্ল-হুম্মা ইয়াস-সির লানা-উমুরানা।
অর্থ ঃ হে আল্লাহ্ পাক! আমাদের কাজগুলো সহজ করে দিন। (তারগীব, হিসনে হাসীন)

✪ যাবতীয় বালা মুছিবত থেকে বাঁচার দু'আ

কোন লোক সকাল ও সন্ধ্যায় এ দু'আ তিনবার পাঠ করলে ইনশা-আল্লাহ্ আসমান ও যমীনের কোন কিছুই তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

بِسْمِ اللهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۞

উচ্চারণ : বিসমিল্লা হিল্লাযী লা ইয়া দুররু মাআসমিহী শাইউন ফিল আরদ্বি ওয়ালা ফিস সামা-য়ি ওয়া হুওয়াস সামিউল আলীম।

অর্থ : সেই মহান আল্লাহ পাকের নামে, যার নামের সাথে কোন কাজ করলে আসমান ও যমীনের কোন বস্তুই ক্ষতি করতে পারে না, তিনি পরম শ্রবণকারী ও মহা বিজ্ঞ। (তারগীব, হিসনে হাসীন)

✪ কবরে মুনকার নাকীরের প্রশ্নের জবাব সহজ হওয়ার দু'আ

কবরে মুনকার নাকীরের প্রশ্নের জবাব সহজ হওয়ার জন্য ফজর ও মাগরিবের নামাযের পর নিম্নের দু'আ তিন বার পাঠ করবে ঃ

رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَّبِالْاِ سْلَا مِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا وَّرَسُوْلاً

উচ্চারণ : রদ্বিতু বিল্লাহি রব্বাও ওয়াবিল ইসলামী দ্বীনাও ওয়াবী মুহাম্মাদিন (ﷺ) নাবিয়্যাও ওয়া রসূলা।
অর্থ : আমি রাজী হয়েছি এ অবস্থার উপর যে, মহান আল্লাহ আমার পালনকর্তা এবং ইসলাম আমার ধর্ম, আর হযরত মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর নবী বা রাসূল। (তারগীব, হিসনে হাসীন)

✪ সিদ্দীক্বিয়া সুন্নতী সামগ্রী

এখানে সুন্নতী টুপি, রুমাল, পাগড়ী, কোর্তা, ফতুয়া, আতর, মেসওয়াক ও জায়নামাজ ইত্যাদি পাওয়া যায়।
কুরিয়ারের সার্ভিসের মাধ্যমে দেশের সব জায়গায় পাঠানো হয়।

প্রোঃ মুহাম্মাদ মতিয়ার রহমান

মোবাইলঃ ০১৭৩৭-০৯৪৬৩৪, ০১৭৪৪-৮৯০৫৯৩

ঠিকানাঃ দরবার শরীফ মার্কেট, বারোপুর, বগুড়া শহর।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ্।
সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা, আমি মালয়েশিয়া থেকে নিয়মিত লাইভে যুক্ত থাকি।
আমাদের জন্য খাছ দোয়া করবেন-
✍ মুহাম্মাদ ইসরাফিল হোসেন
মালয়েশিয়া প্রবাসী।

দরূদ শরীফ পর্ব

দরুদে মুকাদ্দাস

ফজিলত ও দরূদ (আরবী ২৯ বর্ণমালা দ্বারা দরূদ)

দরূদে মুকাদ্দাস পড়ার নিয়ম

'দরূদে মুকাদ্দাস' পড়ার আগে দরূদে শরীফ- "আল্লাহুম্মা ছল্লি আ'লা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া আ'লা আ-লি সাইয়্যিদিনা মুহম্মাদিও ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম" ১১বার পড়ে রাসুলে পাক ﷺ উনার রওজায়ে আকদাসে হাদীয়া হিসেবে পেশ করবেন। এরপর দরূদে মুকাদ্দাস পড়া আরম্ভ করবেন। যে কোন পুরুষ বা মহিলা এ দরূদে মুকাদ্দাস ভক্তি ও মহব্বত সহকারে এবং তাজিমের সাথে তেলাওয়াত করবে, আল্লাহ তা'আলা তার উভয় জগতের সমস্ত উদ্দেশ্য পূর্ণ করবেন।

ফজিলত

১। নবীজি পাক ﷺ ইরশাদ মুবারক করেছেন, যে ব্যক্তি এই দরূদে মুকাদ্দাস পড়বেন, তিনি চল্লিশজন বুযুর্গ ব্যক্তি, গাউস, কুতুব, আবদাল এবং আউলিয়ায়ে কেরামের মতো সওয়াব পাবেন এবং তার ছোট-বড় সমস্ত গুনাহ এর দরূদে মুকাদ্দাসা' এর অসীলায় ক্ষমা করে দেয়া হবে। তার রূহ আল্লাহ তা'আলার স্বীয় কুদরতের হাতে কবজ করবেন এবং তার ছকরাত সহজ হবে। তার জানাযায় এতো বেশি সংখ্যক ফেরেশ্তা হাজির হবেন, যাদের সংখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ গণনা করতে পারবেনা। তার কবর খুবই আলোকিত হবে এবং মুনকার-নকীরের সুওয়াল-জওয়াব সহজ হয়ে যাবে। তাকে বলা হবে, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি ঘুমিয়ে পড়ো। তার কবরের আযাব হবে না। যখন তিনি কবর হতে উঠবেন, তখন তার চেহারা চৌদ্দ তারিখের পূর্ণ চন্দ্রের মতো আলোকময় হবে। লোকেরা বলবে, হে আল্লাহ! এ ব্যক্তি কি কোন পয়গম্বর? না অন্য কেউ? আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন- তিনি পয়গম্বর নন। বরং আমার একজন নবীর উম্মত। তিনি আমার হাবীবের নাম মোবারককে আন্তরিকভাবে তিলাওয়াত করতেন। এর বরকতেই তিনি এ মর্তবা পেয়েছেন।

২। যে ব্যক্তি এ 'দরূদে মুকাদ্দাস পড়বেন এবং তাবিজ করে সাথে রাখবেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে অকাল মৃত্যু, হঠাৎ মৃত্যু, দুর্ঘটনা, মাথাব্যাথা, অর্ধ মাথাব্যাথা, কপাল ব্যাথা, চক্ষুরোগ, নখ-ব্যাথা, কান-ব্যাথা, মন-খারাবী, পা-ব্যাথা, আংগুল ব্যাথা, হাঁটু-ব্যাথা, কনুই ব্যাথা, হাত-ব্যাথা পাঁজরের ব্যাথা, পিঠ-ব্যাথা, নাভী-ব্যাথা, রগ ব্যাথা, সকল আসমানি- যমিনী বালা-মুসিবত, ক্ষুধা-তৃষ্ণা এবং সকল প্রকার শারীরিক রোগ হতে এ 'দরূদে মুকাদ্দাসের অসীলায় হেফাজত করবেন।

৩। হযরত আবু বকর সিদ্দীক رضي الله عنه হতে বর্ণিত আছে যে ব্যক্তি এ 'দরূদে মুকাদ্দাস' পড়বেন, তিনি মূলতঃ হুজুর পাক ﷺ উনার মজলিসে মুকাদ্দাস হাজির হলেন। তার সারা দিনের গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হবে। এই একটি নামের উসিলায় তার হাজার গুনাহ ক্ষমা করা হবে। তার জন্য সবসময় আল্লাহর রহমতের দরজা খোলা থাকবে।

৪। হযরত আবু বকর সিদ্দীক رضي الله عنه হতে আরো বর্ণিত আছে যে, হুজুর পাক صلى الله عليه وسلم ইরশাদ মুবারক করেছেন, আমার উম্মতের যে কোনো পুরুষ বা মহিলা জুমআ'র রাতে এই 'দরূদে মুকাদ্দাস' পড়ে দু'আ করবে, আল্লাহ তার দু'আ কবুল সহ যে কোনো হাজত পূরণ করবেন ইনশা-আল্লাহ। এটা বহুলোক কর্তৃক পরীক্ষিত।

৫। হযরত ওমর ফারুক رضي الله عنه বলেন, যে মহিলার সন্তান হয়না, সে মহিলাকে যদি 'দরূদে মুকাদ্দাস' পড়ে পানিতে ফুঁক দিয়ে পান করানো হয় এবং পরক্ষণেই স্বামীর সাথে মিলন করে, আল্লাহ্র রহমতে সে মহিলা গর্ভবতী হবে। এ ক্ষেত্রে মেশক ও জাফরান দ্বারা লিখে পানির সাথে খেয়ে স্বামীর সাথে মিলন করবে। এতে আল্লাহ্ও রহমতে সে গর্ভবতী হবে ইনশা-আল্লাহ্। এটা পরীক্ষিত একটি আমল।

৬। হযরত ওসমান গণি رضي الله عنه হতে বর্ণিত: তিনি বলেন, কোনো শত্রু যদি অত্যাধিক প্রভাবশালী হয় এবং কিছুতেই যদি বশে আনা না যায়, তাহলে, আছরের নামাযের পর কেবলামুখী হয়ে এ 'দরূদে মুকাদ্দাস' একবার পড়ে দু'হাতে ফুঁক দিয়ে মাথার দিক হতে শরীরে মালিশ করলে ইনশা-আল্লাহ অবদমিত হয়ে যাবে। এটাও পরীক্ষিত।

৭। যদি কোনো ব্যক্তির ভাগ্য খারাপ হয়ে যায়, সে যদি এ ' দরূদ মুকাদ্দাস' তিলাওয়াত করে অথবা তাবিজ লিখে গলায় বা হাতে পরে, ইনশা-আল্লাহ তার বরকতে লোকটির ভাগ্য খুলে যাবে।

৮। হযরত আলী رضي الله عنه হতে বর্ণিত; যে ব্যক্তি জুমআ'র রাতে ঘুমানোর আগে এ 'দরূদে মুকাদ্দাস' পড়বেন, আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন তাঁকে চারটি বস্তু দান করবেন। সেগুলো হলো: (ক) আল্লাহ্ তা'আলার সন্তষ্টি (খ) হুজুর পাক صلى الله عليه وسلم উনার সন্তষ্টি (গ) বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ (ঘ) উভয় জগতে রিযিকের অভাবহীনতা। আর তিনি দুনিয়ার সকলের নিকট প্রিয় ভাজন হবেন এবং সবাই তাঁর উপর সন্তষ্ট থাকবেন। এটাও পরীক্ষিত।

৯। হুজুর পাক صلى الله عليه وسلم ইরশাদ মুবারক করেছেন, আমার কোনো উম্মত যদি এ 'দরূদে মুকাদ্দাস' তিলাওয়াত করে, কিয়ামতের ময়দানে সে নেক্কার এবং শহীদগণের সাথে থাকবে।

১০। হুজুর পাক صلى الله عليه وسلم আরো ইরশাদ মুবারক করেছেন, যে ব্যক্তি তাঁর জীবনে অন্ততঃ একবার এ 'দরূদে মুকাদ্দাস' পড়বে, সে এক হজ্বের সওয়াব পেলো এবং সে যেন আল্লাহর রাস্তায় দু'লক্ষ গোলাম আজাদ করলো।

১১। যে ব্যক্তি এ 'দরূদে মুকাদ্দাস' পড়বেন, তিনি আবু বকর সিদ্দিক عليه السلام, ওমর عليه السلام, ওসমান عليه السلام, আলী عليه السلام, ইমাম হাসান عليه السلام, ও ইমাম হোসাইন عليه السلام, ফাতেমা عليها السلام, হামজা عليه السلام, আব্বাস عليه السلام এবং সমস্ত শোহাদায়ে কেরামের মতো সওয়াব পাবেন।

১২। যে ব্যক্তি এ 'দরূদে মুকাদ্দাস' তিলাওয়াত করবেন, তিনি যেন আল্লাহ্র রাস্তায় ১০ লক্ষ উট কুরবানি করলেন এবং ১০ লক্ষ দিনার আল্লাহর রাস্তায় দান করলেন।

১৩। যে ব্যক্তি এ 'দরূদে মুকাদ্দাস' পড়বেন, সে ১০ লক্ষ রোযার সওয়াব পাবেন।

১৪। যে ব্যক্তি এ দরূদ পড়বেন, তিনি জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَامُ, মিকাইল عَلَيْهِ السَّلَامُ, ইসরাফিল عَلَيْهِ السَّلَامُ ও আজরাইল عَلَيْهِ السَّلَامُ এর ন্যায় সওয়াব পাবেন।

১৫। যে ব্যক্তি এ দরূদ পড়বেন, তিনি আরশ-কুরসি, লওহ-কলম, সাত আসমান-যমিন, আট বেহেস্ত এবং আওয়াল-আখের সমস্ত ফেরেশ্‌তার সম পরিমান সওয়াব পাবেন।

১৬। যে ব্যক্তি ও দরূদ পড়বেন, তিনি কুরআন শরীফ, যাবুর, ইনজিল, তাওরাত তিলাওয়াতের সমপরিমাণ সওয়াব পাবেন।

১৭। এ দরূদ তিলাওয়াতকারীকে ফেরেশ্‌তাগণ তার আমলনামা তার ডান হাতে দিবেন এবং তার নেক্বীর পাল্লা ভারী করে দিবেন। আর পুলসিরাত পারে সহজতর করবেন।

১৮। ইমাম মালেক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে বর্ণিত রাসূল ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন, যে ব্যক্তি এ দরূদ তিলাওয়াত করে হাতে ফুঁক দিয়ে শরীরে মালিস করে, আল্লাহ্ তাকে সমস্ত বালা-মুসিবত এবং সকল লোক থেকে হেফাজত করবেন।

দরূদে মুকাদ্দাস

১-আলিফ (ا) দ্বারা দরূদ শরীফ

يَااِلٰهِيْ بِحُرْمَةِ اَقْوَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ اَفْعَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ اَحْوَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ اَصْحَابِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ

বাংলা উচ্চারণ : ইয়া ইলাহি! বিহুরমাতি আক্বওয়ালি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া আফ'আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া আহ্‌ওয়ালি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও আছহাবি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ﷺ।

২-বা (ب) দ্বারা দরূদ শরীফ

يَااِلٰهِيْ بِحُرْمَةِ بَدْنِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ بَطْنِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ بَرَكَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ بَيْعَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ بُرَاقِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ

বাংলা উচ্চারণ : ইয়া ইলাহি! বিহুরমাতি বাদনি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া বাত্বনি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া বারাকাতি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও বায়আতি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও বুরা-ক্বি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ﷺ।

৩-তা (ت) দ্বারা দরূদ শরীফ

يَااِلٰهِيْ بِحُرْمَةِ تَوَلُّدِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ تَعَبُّدِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ تَهَجُّدِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ

বাংলা উচ্চারণ : ইয়া ইলাহি! বিহুরমাতি তাওয়াললুদি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া তা'আব্বুদি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া তাহাজ্জুদি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ﷺ।

৪-ছা (ث) দ্বারা দরূদ শরীফ

يَااِلٰهِيْ بِحُرْمَةِ ثَنَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ ثَوَابِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ ثَبَاتِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ

বাংলা উচ্চারণ : ইয়া ইলাহি! বিহুরমাতি ছানায়ি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া ছাওয়াবি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া ছাম্মাতি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ﷺ।

৫-জিম (ج) দ্বারা দরূদ শরীফ

يَااِلٰهِيْ بِحُرْمَةِ جَلَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ جَمَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ جَلِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ جِهَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ جَعْدِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ

বাংলা উচ্চারণ : ইয়া ইলাহি! বিহুরমাতি জালা-লি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া জামা-লি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া জাল্লি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও জিহাতি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া জা'দি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ﷺ।

৬-হা (ح) দ্বারা দরূদ শরীফ

يَااِلٰهِيْ بِحُرْمَةِ حُسْنِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ حَسَنَاتِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ حُرْمَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ حَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ حُلْيَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ

বাংলা উচ্চারণ : ইয়া ইলাহি! বিহুরমাতি হুসনি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া হাসানাতি সাইয়্যিদিনা

মুহাম্মাদিও ওয়া হুরমাতি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও হালি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া হুলইয়াতি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ﷺ ।

৭-খ (خ) দ্বারা দরূদ শরীফ

يَااِلٰهِيْ بِحُرْمَةِ خِلْقَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ خُلُقِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ خُطْبَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ و وَّ خَيْرَاتِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ

বাংলা উচ্চারণ : ইয়া ইলাহি! বিহুরমাতি খিলক্বতি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া খুলুক্বি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া খুত্ববাতি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও খয়রতি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ﷺ ।

৮-দাল (د) দ্বারা দরূদ শরীফ

يَااِلٰهِيْ بِحُرْمَةِ دِيْنِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ دِيَانَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ دَوْلَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ دَرَجَاتِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ دُعَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ

বাংলা উচ্চারণ : ইয়া ইলাহি! বিহুরমাতি দ্বিনি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া দিয়ানাতি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া দাওলাতি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও দারাজাতি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া দুয়ায়ি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ﷺ ।

৯-জ্বাল (ذ) দ্বারা দরূদ শরীফ

يَااِلٰهِيْ بِحُرْمَةِ ذَاتِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ ذِكْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ ذَوْقِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ

বাংলা উচ্চারণ : ইয়া ইলাহি! বিহুরমাতি জাতি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া জিকরি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া জাওক্বি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ﷺ ।

১০-র (ر) দ্বারা দরূদ শরীফ

يَااِلٰهِيْ بِحُرْمَةِ رُوْحِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ رَأْسِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ رِزْقِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ رَفِيْقِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ رَضَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ

বাংলা উচ্চারণ : ইয়া ইলাহি! বিহুরমাতি রুহি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া র-সি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া রিযক্বি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও রফিক্বি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া রাদ্বয়ি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ﷺ ।

১১-যা (ز) দ্বারা দরূদ শরীফ

يَااِلٰهِيْ بِحُرْمَةِ زُهْدِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ زَهَادَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ زَارِىْ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ زِيْنَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ

বাংলা উচ্চারণ : ইয়া ইলাহি! বিহুরমাতি জুহদি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া জাহাদাতি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া জারি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া জিনাতি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ﷺ ।

১২-সিন (س) দ্বারা দরূদ শরীফ

يَااِلٰهِيْ بِحُرْمَةِ سَيَادَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ سَعَادَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ سُنَّةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ سِرِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ سَلَامِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ

বাংলা উচ্চারণ : ইয়া ইলাহি! বিহুরমাতি সায়াদাতি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া সাআ'দাতি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া সুন্নাতি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া সিররি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া সালামি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ﷺ ।

১৩-শিন (ش) দ্বারা দরূদ শরীফ

يَااِلٰهِيْ بِحُرْمَةِ شَرْعِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ شَرْفِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ شَوْقِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ شَادِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ

বাংলা উচ্চারণ : ইয়া ইলাহি! বিহুরমাতি শারয়ি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া শারফি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া শাওক্বি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া শাদি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ﷺ ।

১৪-ছোয়াদ (ص) দ্বারা দরূদ শরীফ

يَااِلٰهِيْ بِحُرْمَةِ صِدْقِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ صَوْمِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ صَلٰوٰةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ صَفَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ صَبْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ

বাংলা উচ্চারণ : ইয়া ইলাহি! বিহুরমাতি ছিদক্বি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া ছাওমি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া ছলাতি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া

ছফায়ি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া ছবরি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ﷺ।

১৫-দু'আদ (ض) দ্বারা দরূদ শরীফ

يَاالٰهِيْ بِحُرْمَةِ ضِيَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ ضَمِيْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ ضَحَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ ضِعْفِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

বাংলা উচ্চারণ : ইয়া ইলাহি! বিহুরমাতি দ্বিয়ায়ি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া দ্বামিরি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া দ্বহায়ি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া দ্বি'ফি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ﷺ।

১৬-ত্বোয়া (ط) দ্বারা দরূদ শরীফ

يَاالٰهِيْ بِحُرْمَةِ طَلْعَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ طَهَارَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ طُهْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ طَرِيْقِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ طَوَافِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

বাংলা উচ্চারণ : ইয়া ইলাহি! বিহুরমাতি ত্বলআতি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া ত্বহারতি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া তুহুরি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া ত্বরিক্বি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া ত্বওয়াফি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ﷺ।

১৭-জোয়া (ظ) দ্বারা দরূদ শরীফ

يَاالٰهِيْ بِحُرْمَةِ ظَاهِرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ ظُهْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ ظِلِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ ظُهُوْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ ظُفْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

বাংলা উচ্চারণ : ইয়া ইলাহি! বিহুরমাতি জ্বহিরি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া যুহ্‌রি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া জ্বিল্লি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও যুহুরি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া যুফরি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ﷺ।

১৮-আইন (ع) দ্বারা দরূদ শরীফ

يَاالٰهِيْ بِحُرْمَةِ عِشْقِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَرَفَاتِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عِلْمِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عُلُوِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلِيْمِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

বাংলা উচ্চারণ : ইয়া ইলাহি! বিহুরমাতি ইসক্বি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া আরাফাতি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া ইলমি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া উলুয়ি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া আলিমি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ﷺ।

১৯-গইন (غ) দ্বারা দরূদ শরীফ

يَاالٰهِيْ بِحُرْمَةِ غُرْبَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ غَارِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ غُرِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ غَيْرَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ غَنِيْمَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

বাংলা উচ্চারণ : ইয়া ইলাহি! বিহুরমাতি গুরবাতি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া গরি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া গুররি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া গয়রতি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া গনিমাতি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ﷺ।

২০-ফা (ف) দ্বারা দরূদ শরীফ

يَاالٰهِيْ بِحُرْمَةِ فَيْضِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ فَقْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ فِرَاقِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ فَضْلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ فَضِيْلَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

বাংলা উচ্চারণ : ইয়া ইলাহি! বিহুরমাতি ফায়সি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া ফাক্বরি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া ফিরাক্বি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া ফাদ্বিলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া ফাদ্বিলাতি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ﷺ।

২১-ক্বাফ (ق) দ্বারা দরূদ শরীফ

يَاالٰهِيْ بِحُرْمَةِ قُلِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ قَدْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ قَنَاعَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ قُوَّةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

বাংলা উচ্চারণ : ইয়া ইলাহি! বিহুরমাতি কুল্লি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া ক্বদরি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া ক্বনাআতি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও কু'ওয়াতি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ﷺ।

২২-কাফ (ك) দ্বারা দরূদ শরীফ

يَاالٰهِيْ بِحُرْمَةِ كَلَامِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ كَشْفِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ كُوْشِشِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ كِتَابَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ كُنْيَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ

বাংলা উচ্চারণ : ইয়া ইলাহি! বিহুরমাতি কালামি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া কাসফি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া কুসিসি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও কিতাবাতি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া কুনিয়াতি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ﷺ।

২৩-লাম (ل) দ্বারা দরূদ শরীফ

يَاالٰهِيْ بِحُرْمَةِ لَيْلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ لِقَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ لِيَاقَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ

বাংলা উচ্চারণ : ইয়া ইলাহি! বিহুরমাতি লাইলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া লিক্বোয়ি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া লিয়াক্বতি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ﷺ

২৪-মীম (م) দ্বারা দরূদ শরীফ

يَاالٰهِيْ بِحُرْمَةِ مُجَاهَدَاتِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ مُشَاهَدَاتِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ مُلَاحَظِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ مَسَاحَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ

বাংলা উচ্চারণ : ইয়া ইলাহি! বিহুরমাতি মুজাহাদাতি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া মুসাহাদাতি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া মুলাহাজ্বি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া মাসাহাতি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ﷺ।

২৫-নুন (ن) দ্বারা দরূদ শরীফ

يَاالٰهِيْ بِحُرْمَةِ نَازِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ نَمَازِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ نَصِيْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ نَقْبِرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ

বাংলা উচ্চারণ : ইয়া ইলাহি! বিহুরমাতি নাজি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া নামাজি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া নাছিরি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া নাক্বিরি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ﷺ।

২৬-ওয়াও (و) দ্বারা দরূদ শরীফ

يَاالٰهِيْ بِحُرْمَةِ وُرُوْدِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ وَقَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ وَجُوْدِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ وَدِيْعَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ

বাংলা উচ্চারণ : ইয়া ইলাহি! বিহুরমাতি উরুদি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া ওয়াক্বয়ি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া ওয়াজুদি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়াদিআতি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ﷺ।

২৭-হা (ه) দ্বারা দরূদ শরীফ

يَاالٰهِيْ بِحُرْمَةِ هِمَّةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ هِدَايَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ هِدَايَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ

বাংলা উচ্চারণ : ইয়া ইলাহি! বিহুরমাতি হিম্মাতি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া হিদায়াতি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া হিদায়াতি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ﷺ।

২৮-ইয়া (ي) দ্বারা দরূদ শরীফ

يَاالٰهِيْ بِحُرْمَةِ يَارِيْ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ يَغَا نْغِيْ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ

বাংলা উচ্চারণ : ইয়া ইলাহি! বিহুরমাতি ইয়ারি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া ইয়াগানগিয়ি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ﷺ ।

✪এশিয়া গার্মেন্টস এন্ড বয়েজ গ্যালারী ও সিদ্দীক্বিয়া ফ্যাশন

এখানে যাবতীয় গার্মেন্টস সামগ্রী ও ছেলেদের সকল প্রকার তৈরি পোশাক পাওয়া যায়।

প্রো: মুহাম্মাদ রাফিউল ইসলাম সিদ্দীকী

মোবাইল: ০১৭৯৬-৮৮৩৭০১, ০১৭৭৫-৭৩৮৭৫১

দোকান নং-১,২ এবং দোকান নং-৯, ১০, তালুকদার নিট মার্কেট, অগ্রণী ব্যাংকের সামনে হাসপাতাল রোড, কালাই, জয়পুরহাট।

দাজ্জালি ফেতনা :
ডিজিটাল যুগের নজরদারি ও আমাদের সতর্কতা

ফেসবুক, ইউটিউব, হোয়াটসঅ্যাপ-শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয়; এগুলো একটি বিশাল "নজরদারি ব্যবস্থা" (Surveillance Capitalism)। এই দাজ্জালি ফিতনার যুগে আমাদের প্রতিটি ডিজিটাল পদক্ষেপকে কীভাবে ট্র্যাকিং করা হচ্ছে এবং তা আমাদের নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে, তা এখানে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো।

1 তথ্যের "মহা-সংগ্রহশালা" (The Hive)

আমরা ভাবি ফেসবুক বা ইউটিউব ফ্রি, কিন্তু আসলে আমরা নিজেই পণ্য। আমাদের সম্পর্কে যা সংগ্রহ করা হচ্ছে তা হলো:

ব্যক্তিগত তথ্য: নাম, বয়স, জিপিএস লোকেশন - আপনি কোথায় যান, কার সাথে দেখা করেন।

মনস্তাত্ত্বিক প্রোফাইলিং: কোন পোস্টে লাইক দেন, কোন ভিডিও কতক্ষণ দেখেন, কী লিখে মুছে ফেলেন (Keystroke logging)।

যোগাযোগের ধরন: হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ এনক্রিপ্টেড হলেও, কার সাথে কথা বলছেন, কতক্ষণ কথা বলছেন, এবং আপনার কন্টাক্ট লিস্টে কারা আছে (Metadata)।

বিঃদ্রঃ আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ রেকর্ড হচ্ছে, এবং আমরা বুঝতেই পারছি না।

2 অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণ: "অ্যালগরিদমিক ইঞ্জিনিয়ারিং"

সংগৃহীত ডেটা কেবল সংরক্ষিত নয়; এটা ব্যবহার করে আমাদের ওপর মানসিক প্রভাব ফেলা হয়:

Echo Chamber (গণ্ডিবদ্ধ চিন্তা): অ্যালগরিদম আপনাকে শুধু আপনার পছন্দের বিষয় দেখায়। একপাক্ষিক সত্যে বিশ্বাসী হয়ে ভিন্নমতকে ঘৃণা শেখানো হয়।

আবেগ নিয়ন্ত্রণ: নেতিবাচক বা রাগান্বিত পোস্ট বেশি দেখিয়ে মানসিক প্রশান্তি কেড়ে নেওয়া হয়।

পার্থিব আসক্তি: শর্টস বা রিলস-এর স্ক্রলিং মস্তিষ্কে 'ডোপামিন' ক্ষরণ ঘটায়, মানুষকে ইবাদত ও গভীর চিন্তা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

3 দাজ্জালি সিস্টেমের সাথে সংযোগ: "নজরদারি ও দাসত্ব"

ডেটার চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো "গ্লোবাল প্যানোপটিকন" বা অদৃশ্য জেলখানা তৈরি করা:

Predictive Policing (আগাম নিয়ন্ত্রণ): এআই এখন আপনার পরবর্তী পদক্ষেপ বা আপনার রাজনৈতিক চিন্তাধারা আগে থেকেই অনুমান করতে পারে। ভবিষ্যতে যদি আপনি সিস্টেমের বিরুদ্ধে কথা বলেন, তবে আপনার ডিজিটাল প্রোফাইল ব্যবহার করে আপনাকে সমাজচ্যুত বা আর্থিকভাবে পঙ্গু (Digital Lock) করে দেওয়া সম্ভব।

Social Credit System: অনেক দেশে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে যে, আপনার অনলাইন অ্যাক্টিভিটি ভালো না হলে আপনি ট্রেনের টিকিট পাবেন না বা লোন পাবেন না। এটিই সেই দাজ্জালি নিয়ন্ত্রণ, যেখানে সিস্টেমের আনুগত্য না করলে জীবনধারণ কঠিন হয়ে যাবে।

ঈমান ধ্বংসের হাতিয়ার: যখন অ্যালগরিদম জানে আপনার দুর্বলতা কোথায়, তখন সে আপনাকে ঠিক সেই ধরণের অশ্লীলতা বা বিভ্রান্তি (Fitna) বারবার দেখাবে যা আপনার ঈমানকে ধীরে ধীরে ক্ষয় করে দেবে।

4 ফেসবুক-ইউটিউব ছাড়াও আমাদের ট্র্যাক করছে স্মার্টফোন সেন্সর: মাইক্রোফোন ও ক্যামেরা অজান্তেই তথ্য সংগ্রহ করে।

ফ্রি অ্যাপস: টর্চলাইট, গেম ইত্যাদি আপনার কন্টাক্ট ও গ্যালারির অ্যাক্সেস নেয়।

ডেটা ব্রোকার (Data Brokers): আপনার কেনাকাটার ইতিহাস ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য বিক্রি করে।

স্মার্ট ডিভাইস (IoT): স্মার্ট টিভি, ফ্রিজ বা সিসিটিভি ঘরের দৃশ্য গ্লোবাল সার্ভারে পাঠায়।

5 বাঁচার উপায় ও করণীয়

ডিজিটাল ডিটক্স: প্রয়োজন ছাড়া সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার বন্ধ করুন, বিশেষ করে গভীর রাতে স্ক্রলিং এড়িয়ে চলুন।

প্রাইভেসি সেটিংসঃ
অপ্রয়োজনীয় ক্যামেরা, লোকেশন ও মাইক্রোফোন অ্যাক্সেস বন্ধ রাখুন।
বিকল্প ব্যবহারঃ প্রাইভেসি-ফোকাসড সার্চ ইঞ্জিন (DuckDuckGo) বা ব্রাউজার (Brave) ব্যবহার করুন।
অফলাইন জীবনঃ সরাসরি মানুষের সাথে যোগাযোগ বাড়ান ও প্রাকৃতিক পরিবেশে সময় কাটান।
রূহানি শক্তিঃ নিয়মিত যিকির, দরুদ শরীফ ও সূরা আল-কাহফ তিলাওয়াত করুন। কারণ, এটি দাজ্জালি বিভ্রান্তি থেকে মনের চোখ খুলে দেয়।

প্রিয় পাঠক মনে রাখবেন,
ডিজিটাল দুনিয়ায় আমরা স্বাধীন মনে করি, কিন্তু আমাদের ডেটা দ্বারা এক অদৃশ্য শিকল তৈরি হচ্ছে। আপনার ডেটা হলো আপনার ব্যক্তিত্বের অংশ; অন্যের হাতে সঁপে দিয়ে নিজেকে দাজ্জালি ফিতনার সহজ শিকারে পরিণত করবেন না।

✪ ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড
ব্যাংকিং সকল সুবিধা সহ সপ্তাহে ৭ দিন সেবা প্রদান করা হয়। সততাই আমাদের মূলধন।
প্রোঃ মুহাম্মাদ আনোয়ার হোসেন
মোবাইলঃ ০১৭১১-১০১০৪৭
ঠিকানাঃ আফসার আলী প্লাজা, বড়গোলা, বগুড়া।

✪ রত্না ক্লোথ ষ্টোর
এখানে তৈরি পোশাক, শাড়ী, লুঙ্গী সহ যাবতীয় সিট কাপড় সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।
প্রোঃ মুহাম্মাদ আব্দুর রশিদ
মোবাইলঃ ০১৭১৪-৬৫৭৫৭৩
ঠিকানাঃ তালুকদার মার্কেট, কালাই, জয়পুরহাট।

স্বাস্থ্যকথা

সুস্থতাঃ আল্লাহর নিয়ামত ও আমাদের দায়িত্ব
মানবজীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো সুস্থতা। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকেও সুস্থ দেহ ও প্রশান্ত মন আল্লাহর এক মহামূল্যবান নিয়ামত। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন-
"আর আমি মানবজাতিকে সুখী করে তোলার জন্যই খাবার ও পানীয় সৃষ্টি করেছি, আর তাদেরকে (আমার) ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।" (পবিত্র সূরা যুখরুফ, ৩২ নং আয়াত শরীফ)
স্বাস্থ্য রক্ষা করা শুধু ব্যক্তিগত প্রয়োজন নয়, বরং এটি একটি দায়িত্ব। কারণ আমাদের দেহ আল্লাহর আমানত। অপুষ্টিকর খাদ্যাভ্যাস, অলসতা ও খারাপ অভ্যাস মানুষকে ক্ষতির দিকে ঠেলে দেয়।
সুষম খাদ্য ও হালাল আহার :
নবীজী পাক ﷺ বলেছেন,
"শরীরের জন্য যা যথেষ্ট, তা খান; অতিরিক্ত ভোজন থেকে বিরত থাকো।" *(সুনান তিরমিযি, হাদীস ১৮৭৯)*
হালাল, পরিমিত ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করলে দেহ সুস্থ থাকে। শাকসবজি, ফলমূল, দুধ, মাছ ও গোসতের সঠিক সমন্বয় শরীরকে সুস্থ রাখে।
নিয়মিত শরীরচর্চা :
হুজুর পাক ﷺ নিজেও পরিশ্রম ও হাঁটাহাঁটিতে উৎসাহিত করেছেন। স্বাস্থ্য রক্ষায় শরীরচর্চা অপরিহার্য। দৈনন্দিন হাঁটা, হালকা ব্যায়াম এবং পরিশ্রম শরীরকে কর্মক্ষম রাখে।
পর্যাপ্ত ঘুম ও বিশ্রাম :
হুজুর পাক ﷺ বলেছেন-
"তোমাদের দেহ ও মনকে বিশ্রামের জন্য যথেষ্ট সময় দাও, কারণ তোমরা এগুলোতে জবাবদিহি করবে।" *(হাদীস, সুনান আবু দাউদ)*
পর্যাপ্ত ঘুম শরীরকে সতেজ রাখে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।
মানসিক প্রশান্তি ও আল্লাহর স্মরণ : মানসিক চাপ ও দুশ্চিন্তা শরীর দুর্বল করে। আল্লাহর যিকির, নামাজ

এবং কুরআন তিলাওয়াত মানুষের মনে শান্তি আনে। কোরআনে আছে:
"যারা মনে মনে আল্লাহকে স্মরণ করে, তাদের হৃদয় শান্তি পায়।" (পবিত্র সূরা রা'দ, ২৮ নং আয়াত শরীফ)

নামাজ ও রোযার গুরুত্ব :

নামাজ হলো মুসলমানের জন্য প্রধান স্বাস্থ্যকর আধ্যাত্মিক অভ্যাস। এটি মনকে প্রশান্ত করে, মানসিক চাপ কমায় এবং দেহকে নিয়মিতভাবে স্থিতিশীল রাখে।

নবীজী পাক ﷺ বিশেষভাবে সপ্তাহে দুই দিন-সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা ধরার গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেন- "যে ব্যক্তি সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখে, আল্লাহ্ তার অতীত পাপ ক্ষমা করবেন।"
(সুনান তিরমিজি, হাদীস নং ৭৩৬)

রোযা শুধু আধ্যাত্মিক উন্নতি নয়, এটি শরীরের জন্যও উপকারী। দেহের অতিরিক্ত চর্বি কমে, হজম শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং ইমিউন সিস্টেম শক্তিশালী হয়।

ক্ষতিকর অভ্যাস থেকে বিরত থাকা :

ধূমপান, মাদক ও অন্যান্য ক্ষতিকর অভ্যাস শরীরকে ধ্বংস করে। ইসলামে এসব বিষয়ে কঠোর নিষেধ আছে। সুস্থ জীবন গঠনের জন্য এসব থেকে দূরে থাকা আবশ্যক।

পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অংশ :

হুজুর পাক ﷺ বলেছেন-
"ইমানের অর্ধেক হলো পরিচ্ছন্নতা।"
(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২২৪)

পরিচ্ছন্নতা শরীর ও পরিবেশ সুস্থ রাখে এবং রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে।

সুস্থতা আল্লাহর এক অমূল্য নিয়ামত। সচেতন খাদ্যাভ্যাস, নিয়মিত ব্যায়াম, পর্যাপ্ত বিশ্রাম, নামাজ ও ইচ্ছাকৃত রোযা, এবং খারাপ অভ্যাস পরিহার করলে আমরা দীর্ঘ ও কল্যাণময় জীবন পেতে পারি। আসুন, আমরা স্বাস্থ্যকে গুরুত্ব দিই এবং নিজেদের দেহ ও মনকে আল্লাহর জন্য ঠিকভাবে রক্ষা করি।
"স্বাস্থ্যই আসল সম্পদ; সুস্থ দেহে সুস্থ মন বাস করে।

মুর্শিদ ক্বিবলা উনার অমীয় বাণী

"হিংসা, অহংকার, লোভ, মিথ্যাচার, বেআদবী ও জুলুম শয়তানের বদগুণ। খালিছ তওবা না করলে আল্লাহ্ পাক শয়তানের সাথে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। (পবিত্র সূরা আরাফ ১৮ ও অসংখ্য সহীহ্ হাদীস শরীফ)

"সহীহ্ হাদীস শরীফে এসেছে, প্রাণীর ছবি, মূর্তি, ভিডিও, গান-বাজনা এবং প্রজেক্টর সম্পূর্ণরূপে হারাম তথা জাহান্নামী হওয়ার আমল" *(সহীহ্ বুখারী-২২২৫ নং হাদীস, সহীহ্ মুসলিম-২১১০ নং হাদীস সহ প্রায় ৩০৫৫টি সহীহ্ হাদীস শরীফ)*

"সত্য বলা উত্তম জিহাদ, সত্য গোপনকারী বোবা শয়তান" *(সহীহ্ হাদীস শরীফ)*

"হক্কানী অলীদের দুশমনি করলে মহান আল্লাহ্ পাক তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন" *(বুখারী-৬৫০২ নং হাদীস শরীফ)*

"আদবে আওলিয়া, বেআদবে শয়তান"

"সূরা কাহাফের ১৭ ও ২৮ নং আয়াত শরীফের আদেশক্রমে হক্কানী আলেম ও অলী হওয়ার নিয়তে বাইয়াত ও ভর্তি হোন, হক্কানী অলী ও আলেম বানানোর নিয়তে দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ুন।"

✪ BOGRA SATATA METALLIC

Specialist in Making Metal, Crest, Tropy, Medal, Coat Pin, Key Ring, Gold Coatet Dish, Poly Sign, Wooden & SS Febrication. ETC

Proprietor SMA BASHAR

VOICE: 01730-988224, 01738-059727

OFFICE: KANASHGARI, SHERPUR ROAD, BOGRA.

ইরান এবং ইসরায়েল-আমেরিকা যুদ্ধ পরিস্থিতি ও মুমিনের অবস্থান

বর্তমান বিশ্ব রাজনীতি ও মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে মুসলিম উম্মাহ এক কঠিন ক্রান্তিকাল পার করছে। একদিকে ইহুদিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রকাশ্য আগ্রাসন, অন্যদিকে ইসলামের লেবাসধারী শিয়াদের ফিতনা।

এই জটিল সমীকরণে আবেগপ্রবণ না হয়ে কুরআন, সুন্নাহ এবং সঠিক ইতিহাসের আলোকে আমাদের অবস্থান স্পষ্ট করা জরুরি।

শিয়া মতবাদ ও আক্বিদাগত বিভ্রান্তি:

ইরান একটি শিয়া প্রধান রাষ্ট্র, যাদের ধর্মীয় বিশ্বাস বা আক্বিদা ইসলামের মূল ধারার সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। শিয়ারা শুধু যে সাহাবায়ে কেরাম (رضي الله عنهم) উনাদেরকে গালি দেয় তা নয়, বরং তারা ইসলামের প্রথম তিন খলিফাকে (আবু বকর رضي الله عنه, উমর رضي الله عنه ও উসমান رضي الله عنه) কাফের ও মুনাফিক মনে করে (নাউযুবিল্লাহ)। এমনকি তারা বিশ্বাস করে যে, অহী নাজিল হওয়ার কথা ছিল হযরত আলী (رضي الله عنه)-উনার ওপর, কিন্তু জিবরাঈল (عليه السلام) ভুল করে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-উনার ওপর নিয়ে গেছেন। আহলে বাইতের ভালোবাসার আড়ালে তারা সাহাবায়ে কেরাম (رضي الله عنهم) উনাদের ঘোরতর বিরুদ্ধাচারণ করে। শরীয়তের দৃষ্টিতে ইসলামের এসব মৌলিক বিষয় অস্বীকারকারী ও সাহাবা বিদ্বেষীরা কাফের। لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ (সূরা ফাত্হ-২৯ নং আয়াত শরীফ)

মুসলিম বিশ্বে শিয়াদের ভূমিকা ও সুন্নী নিধন:

অনেকে মনে করেন ইরান ইসরায়েলের শত্রু বলে তারা মুসলমানদের বন্ধু। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। ইরান তাদের নিজস্ব সেনা ও প্রক্সি বাহিনীর (হিজবুল্লাহ, হুতি ও বিভিন্ন মিলিশিয়া) মাধ্যমে ইরাক, সিরিয়া, লেবানন ও ইয়েমেনে লক্ষ লক্ষ নিরীহ সুন্নী মুসলমানকে হত্যা করেছে। সুন্নী জনপদগুলোকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করার পেছনে তাদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে। সুতরাং যারা নিজেদের স্বার্থে সুন্নী মুসলিমদের রক্ত ঝরায়, তারা কখনোই উম্মাহর অভিভাবক হতে পারে না। বরং তারা শুধুই তাদের বদ আক্বিদার রক্ষাকর্তা।

ইহুদি-নাসারা ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন:

অন্যদিকে, আমেরিকা ও ইসরায়েল সরাসরি ইসলামের প্রকাশ্য শত্রু। আমেরিকার সরাসরি সামরিক ও রাজনৈতিক মদদে ইসরায়েল আজ ফিলিস্তিনে হাজার হাজার নারী ও শিশুকে নির্মমভাবে হত্যা করছে। বিশ্বব্যাপী যেখানেই মুসলিম নিধন চলছে, সেখানেই সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার কোনো না কোনো ভূমিকা থাকে। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআন শরীফের সূরা আল-মায়িদার ৮২ নম্বর আয়াতে স্পষ্ট বলে দিয়েছেন:

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا

"মুমিনদের প্রতি শত্রুতায় আপনি ইহুদি ও মুশরিকদেরকেই সবচেয়ে কঠোর পাবেন।"

আমাদের অবস্থান: দোয়া ও নববী আদর্শ:

আমরা কোনো জালেমের পক্ষ নিতে পারি না-সেটা শিয়া হোক কিংবা ইহুদি-নাসারা। আমাদের দোয়া হতে হবে ইনসাফভিত্তিক। রাসূলুল্লাহ ﷺ-উনার আদর্শ হলো তিনি শত্রুর জন্যও ধ্বংসের দোয়া না করে হেদায়েতের দোয়া করতেন। তাই আমাদের প্রার্থনা হবে:

আয় আল্লাহ্ পাক! সারা বিশ্বে যে যুদ্ধ চলছে, আপনি জালেমদের বিচার করুন। সেটা শিয়া জালেম হোক কিংবা ইহুদি-নাসারা জালেম-আপনি তাদের উপযুক্ত শাস্তি দিন।

আয় আল্লাহ্ পাক! ফিলিস্তিনসহ সারা বিশ্বের সমস্ত মাজলুম মুসলমানদের আপনি হেফাজত করুন।

কুদরতি খেলা ও আগামীর ফায়সালা:

বর্তমান বিশ্বের পরাশক্তিগুলো তাদের 'ভেটো পাওয়ার' এবং পারমাণবিক অস্ত্রের দম্ভ দেখাচ্ছে। কিন্তু ইতিহাস বলে, জালেম দিয়ে আল্লাহ জালেম নিধন করেন। ইমাম মাহদী (عليه السلام)-উনার আগমনের আগে আল্লাহ তাআ'লা এই সমস্ত বস্তুবাদী শক্তির দাপট চূর্ণ করে দিবেন। ক্ষমতা ও বিজয় আল্লাহ্ পাক যাকে ইচ্ছা দান করেন। যতক্ষণ পর্যন্ত ইনসাফভিত্তিক খেলাফত কায়েম না হচ্ছে, ততক্ষণ আমাদের প্রত্যেককে ইহুদী, নাসারাদের দাজ্জালি ফেতনা ও শিয়া, মুতাজিলা, কাদিয়ানি, ওহাবী, খারেজিসহ সকল বাতিল ফেরকাদের ধোঁকা থেকে বেঁচে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআ'ত ও হক্কানী অলী-আউলিয়াদের সহীহ্ আক্বিদার ওপর অটল থাকতে হবে। সেইসাথে দোয়ার মাধ্যমে হলেও মাজলুমের পাশে দাঁড়াতে হবে এবং আল্লাহ্ পাক উনার ওপর পূর্ণ ভরসা রাখতে হবে।

সম্পাদকীয়
ঈদের আনন্দে মৃত্যুর মিছিল-জবাবদিহিতা কোথায়?

প্রতি ঈদে ঘরে ফেরার আনন্দ কেন পরিণত হয় মৃত্যুর মিছিলে? এ প্রশ্ন এখন জাতির সামনে!!

ঈদ মানেই আনন্দ, প্রিয়জনের কাছে ফেরার উচ্ছ্বাস, দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। কিন্তু সেই আনন্দযাত্রাই এবার পরিণত হয়েছে শোকের মিছিলে। সড়ক, নৌ ও রেলপথে ঘরমুখো মানুষের ঢলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে দুর্ঘটনা। একটি নয়, দুটি নয়-দেশজুড়ে প্রতিদিনই ঘটেছে একের পর এক মর্মান্তিক ঘটনা।

পবিত্র ঈদুল ফিতরের আগে ও পরে মাত্র ১০ দিনে দেশে সড়ক দুর্ঘটনায় ২৭৪ জন নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে রোড সেফটি ফাউন্ডেশন। সংস্থাটির তথ্য অনুযায়ী, ১৭ মার্চ থেকে ২৬ মার্চ ভোর পর্যন্ত দেশে ৩৪২টি সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে। এর আগে ২০২৫ সালের ঈদুল ফিতরের ছুটির সময় ১১ দিনে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছিলেন ২৪৯ জন। সে হিসাবে এবারের ঈদে মৃত্যুর সংখ্যা আরও বেড়েছে-যা নিঃসন্দেহে গভীর উদ্বেগের বিষয়।

ঈদের ছুটি চলাকালীন সময়ে ২১ মার্চ দিবাগত রাতে কুমিল্লায় বাসের সঙ্গে ট্রেনের সংঘর্ষে ১২ জন নিহত হন। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ২৫ মার্চ রাজবাড়ীর গোয়ালন্দের দৌলতদিয়া ঘাটে পদ্মা নদীতে পড়ে বাস ডুবে ২৬ জন নিহত হন। এসব ঘটনা শুধু পরিসংখ্যান নয়-প্রতিটি সংখ্যার পেছনে রয়েছে একটি করে পরিবার, একটি করে স্বপ্ন, একটি করে জীবনের গল্প।

সরকারি সংস্থা বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)-এর তথ্যও উদ্বেগজনক চিত্র তুলে ধরে। তাদের হিসাবে, ১৭ মার্চ থেকে ২৩ মার্চ পর্যন্ত মাত্র সাত দিনে ৯২টি সড়ক দুর্ঘটনায় ১০০ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং আহত হয়েছেন ২১৭ জন। অন্যদিকে, পুলিশের এক গবেষণায় দেখা গেছে-বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালানোর কারণে মোট দুর্ঘটনার প্রায় ৪২ শতাংশ ঘটে থাকে।

প্রতিবারের মতো এবারও দুর্ঘটনার পর আমরা একই চিত্র দেখছি-শোক প্রকাশ, তদন্ত কমিটি, ক্ষতিপূরণের ঘোষণা। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই চক্র কবে ভাঙবে? হারানো প্রাণ তো আর ফিরে আসে না, কিন্তু অব্যবস্থাপনার এই ধারাবাহিকতা কেন থামে না? বাস্তবতা হলো, আমাদের সড়ক ব্যবস্থাপনায় এখনো বিরাজ করছে চরম বিশৃঙ্খলা। ফিটনেসবিহীন যানবাহন, অদক্ষ ও লাইসেন্সবিহীন চালক, দীর্ঘ সময় নিরবচ্ছিন্ন ড্রাইভিং-এসব যেন নিত্যদিনের বাস্তবতা। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরও ভয়াবহ একটি বিষয়-মাদকাসক্ত অবস্থায় গাড়ি চালানো, যা প্রতিটি যাত্রাকে করে তুলছে অনিশ্চিত ও ঝুঁকিপূর্ণ।

এই অবস্থার পরিবর্তনে প্রয়োজন দৃঢ় ও কার্যকর পদক্ষেপ। প্রতিটি যানবাহনের ফিটনেস নিশ্চিত করা, চালকদের বৈধ লাইসেন্স যাচাই, দীর্ঘপথে একাধিক চালক নিয়োগ, নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা নির্ধারণ এবং নিয়মিত ডোপ টেস্টের মাধ্যমে মাদকাসক্তি নিয়ন্ত্রণ-এসব এখন আর বিকল্প নয়, অপরিহার্য। পাশাপাশি রেলক্রসিংগুলোর নিরাপত্তা জোরদার ও অরক্ষিত লেভেল ক্রসিং দ্রুত সংস্কার করাও জরুরি।

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ছাড়া এই সংকট থেকে উত্তরণ সম্ভব নয়। নিয়ম ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং কোনোভাবেই অনিয়মকে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না।

"হক্বের দাওয়াত" সবসময় সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে সোচ্চার। মানুষের জীবন রক্ষা করা শুধু রাষ্ট্রের দায়িত্ব নয়, এটি একটি নৈতিক ও মানবিক দায়িত্বও বটে। নাগরিকদের মধ্যেও সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে-ঝুঁকিপূর্ণ পরিবহন বর্জন এবং নিরাপত্তার প্রশ্নে আপসহীন হওয়া এখন সময়ের দাবি।

মানুষের জীবনের গুরুত্ব সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশনা আমাদের স্পষ্টভাবে সতর্ক করে-

আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন,

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۚ

অর্থ : "যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করল-যদি সে হত্যা না করে থাকে অন্য কাউকে হত্যার অপরাধে বা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করার কারণে-তবে সে যেন সমগ্র মানবজাতিকেই হত্যা করল; আর যে একটি প্রাণ রক্ষা করল, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকেই রক্ষা করল।" *(সূরা আল-মায়িদা: ৩২ নং আয়াত শরীফ)*

নবীজি পাক ﷺ বলেন, "মুসলিম সে-ই, যার হাত ও জিহ্বা থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে।" *(বুখারী-১০ নং হাদীস শরীফ)*

অন্য হাদীস শরীফে এসেছে, নবীজি পাক ﷺ বলেন- "তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, এবং প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।" *(বুখারী-৮৯৩ নং হাদীস শরীফ)*

আজ প্রশ্ন একটাই-
আর কত প্রাণ গেলে আমাদের বিবেক জাগ্রত হবে?
আর কত পরিবার নিঃস্ব হলে আমরা কার্যকর পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হবো?
ঈদের আনন্দ যেন আর কোনো পরিবারের জন্য শোকের কারণ না হয়-এই প্রত্যাশাই আমাদের।
শোক নয়, চাই প্রতিকার; প্রতিশ্রুতি নয়, চাই বাস্তবায়ন।

(এই পৃষ্ঠা থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ফটোকপি করে লিফলেট আকারে প্রচার করার জন্য)

"আখেরী নবীজি ﷺ ও হক্কানী অলীদের দুশমনদের বিরুদ্ধে শর্ত সাপেক্ষে প্রকাশ্য বাহাসের চ্যালেঞ্জ"

মহান আল্লাহ্ পাক বলেন, "ইসলামের ভিতরে কোনো বাড়াবাড়ি নেই" (সূরা বাকারা- ২৫৬) "সত্যের ওপরে এক হয়ে যাও, পৃথক হয়োনা" (সূরা আলে ইমরান- ১০৩) "ফিৎনা সৃষ্টি করা হত্যাকান্ডের চেয়েও জঘণ্য অপরাধ" (সূরা বাকারা- ১৯১ এবং ২১৭)। আল্লাহপাকের এমন হুঁশিয়ারির পরেও সমস্ত নবী রসূল ﷺ গণ ও আওলাদে রসূল ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরাম ؓ গণ ও হক্কানী অলী আওলিয়াদের আমল আক্বিদার প্রতি বিশোদগার করে ছলচাতুরিতে ভরা হিংসাত্মক ও ধর্ম ব্যবসায়ীক হীন স্বার্থ হাছিলের উদ্দেশ্যে মিথ্যা বক্তব্য ও মিথ্যা লিফলেট ও বই প্রতি দোকানে-দোকানে, জনে জনে প্রচার করে শান্ত মুসলিম সমাজে অশান্তি, ভাগাভাগি ও ফিতনা সৃষ্টিকারী ওহাবী-খারেজী, বিশর বাহিনী ও এজিদ বাহিনী উলামায়ে সূ ধর্ম ব্যবসায়ী মৌ-লোভীদের দ্বারা প্রচারিত মিথ্যা বই, লিফলেট ও ভুয়া লোক দেখানো মিছিল মিটিং ও কুরআনের মাহফিল বন্ধের অপচেষ্টায় মিথ্যা বক্তব্যের জওয়াব দেওয়ার অধিকারে প্রথমে তাদের দ্বারা সম্পাদিত-

অমুসলিমদের তৈরী করা যাবতীয়, হারাম ও কুফরী আমল-আক্বিদা যেমন :

ইসলামের দোহাই দিয়ে খেলাফত ভুলে গিয়ে রাজনীতি তথা "জনগনই সকল ক্ষমতার উৎস" গণতন্ত্র করা, তাদেরকে ভোট দিলে নবী ভোট পাবে বলা, ভাস্কর্য হারাম আর ছবি-ভিডিওকে হালাল বলা, পবিত্র কুরআন হাতে হরতাল করে হরতাল ও লংমার্চ কে ঈমানী দায়িত্ব বলে কুফুরী করা ও জালাও-পোড়াও কে হেফাজতে ইসলাম নামে প্রচার করা এবং জুতা ফেলে পালিয়ে আসা, অসংখ্য কুরআন পুঁড়িয়ে ফেলা, কুশপুত্তলিকা তৈরী ও দাহ করা, অহরহ হারাম ছবি তোলা, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কওমি মৌলভীদের টিভিতে হারাম ছবি-ভিডিও ও খেলা দেখা, ইন্টারনেটে কওমী টিভি চালু করা, জামিল মাদ্রাসা হতে টিভিতে প্রোগ্রামের ভিডিও পাঠানো, পবিত্র কুরআন হাতে নিয়ে পুলিশকে লাথি মারা, ঘেরাও, ভাংচুর, জনসাধারণের ইজ্জত নষ্ট করা, সারা দেশ অচল করে দেবো বলে কুফরী করা, নারী নেতৃত্ব ও মহিলা জামাত করা, বেপর্দা মেয়েদের সাথে প্রোগ্রাম করা, ফকির-মিছকিন, এতিম-অনাথের হক নষ্ট করে ছদকা, যাকাত, চামড়ার পয়সা আদায় করে তা দিয়ে বিল্ডিং, বাড়ি-গাড়ি তৈরী করে বিলাসিতার জীবন যাপন করা, নবীগণ ভুল করেছেন বলা, সাহাবীগণ মূর্খ ছিলেন বলা, ১৯৪০ সালে কওমি-ওহাবী মৌ-লোভী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ছয় উছুলি ইলিয়াসী তাবলিগ তথা তিন চিল্লা না দিলে ঈমান পাকা হবেনা বলা, তা ফরজ বলা এবং তাকে "নবীয়ানা কাম" বলে নবীজি পাক ﷺ উনার ওপরে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে নিজেদের এবং সাধারণ মানুষের ঈমান নষ্ট করা, মিলাদ-ক্বিয়ামকে শিরক্-কুফরী বলা, নবীজিকে মাটির মানুষ বলা, পাঁচ তালি চোক্কা বেদয়াতি টুপি, লাল রুমাল ও কোনা ফাঁড়া পাঞ্জাবীকে সুন্নাত নামে চালিয়ে দিয়ে সুন্নাতের সাথে তামাশা করা, কুরআনের মাহফিলে বাঁধা দিয়ে কুফরী করা, মসজিদে একাধারে চার মাস ঘুমিয়ে রাত্রি যাপন করাসহ হুজুরপাক ﷺ ও হক্কানী অলীদের প্রতি দুশমনি আক্বিদাগুলো ও তাদের প্রচারিত মিথ্যা লিফলেটের কথাগুলো তারা কুরআন শরীফ ও সুন্নাহ শরীফের আলোকে সঠিক বলে প্রমাণ করা এবং মুহাম্মাদ আলহাজ্ব **MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী** উনার কোনো আমল আক্বিদাকে শরীয়ত বিরোধী প্রমাণ করার হিম্মত ও বুকের সাহস যদি তাদের থাকে তাহলে মিথ্যা ছলচাতুরিতে ভরা লিফলেট ও বই প্রচার না করে তারা যেন প্রকাশ্য ময়দানে বাহাসে বসে।

তাদের প্রতি, দুই মাসব্যাপী দৈনিক পত্রিকা ও মাইকিং এর মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার প্রসার করে মুহাম্মাদ আলহাজ্ব **MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী** উনার পক্ষ থেকে "শর্ত সাপেক্ষে প্রকাশ্য বাহাসের চ্যালেঞ্জ" ঘোষণা করা হচ্ছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য উনার লিখিত সনদসহ হাজার হাজার দলীল সমৃদ্ধ ১২ চাঁদের ২৪ ঘন্টার সুন্নতী আমল ও দোয়ার ভান্ডার, ফতওয়ায়ে আশরাফ সিদ্দীকী সহ উনার দলীলভিত্তিক লিখিত অসংখ্য কিতাব গুলো এবং অত্র লিফলেটটি নিজে পাঠ করুন অন্য দশজনকে পড়তে সাহায্য করুন। কমের পক্ষে অত্র লিফলেটটি ফটোকপি করে হাজার হাজার লিফলেট আকারে হক্বের দাওয়াত প্রচার করুন।"
"হক্ব কথা প্রচার করা উত্তম জিহাদ (গীবতও না অহংকারও নয়)"- "হক্বকে গোপনকারী বোবা শয়তান" *(সহীহ্ হাদীস শরীফ)* ।

বাহাসের প্রাথমিক শর্তসমূহ :

১। বাহাসের শুরুতেই উভয় পক্ষ নিজেদের আক্বীদা ও আমলগুলোর দলীল দিয়ে নিজেদেরকে মুসলিম প্রমাণ করতে হবে। কারণ মুসলিম হওয়া ব্যতীত বাহাস করার যোগ্যতা সম্পন্ন হবে না ।

২। বাহাসের বিষয় ও শর্তগুলো আইনগত মূল্যমানের সরকারি স্ট্যাম্পের ওপরে লিখিত হবে এবং উভয় পক্ষের আলেমগণ তাদের পেশার নাম ও দলের নাম ঠিকানাসহ নিজ হাতে স্বাক্ষর করবে। বাহাসের প্রচার প্রসার ও কিতাব পত্র বহনের জন্য উভয় পক্ষ বাহাসের পনেরো দিন পূর্বে আয়োজনকারী প্রশাসনের নিকট রিসিভ কপিভিত্তিক দুই লক্ষ টাকা করে জমা দিতে বাধ্য থাকবে। বিজয়ী পক্ষের খরচগুলো বহনের জন্য পরাজিত পক্ষের সকল টাকা বিজয়ী পক্ষ প্রাপ্ত হবে।

৩। চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী ২য় পক্ষকে জেলা প্রশাসকের ও পুলিশ সুপারের অনুমতিনামার কপি আমাদের নিকটে অবশ্যই পেশ করতে হবে। কারণ দুর্বল দল তাদের নিকটে গিয়ে মিথ্যা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ভীতি দেখিয়ে ১৪৪ ধারা জারী করে যেন বাহাস বন্ধ করে দিয়ে মিথ্যা প্রচারের সুযোগ না পায়, তবেই সমাজের সন্দেহ নিরসন হয়ে মুসলিম সমাজ ফিৎনা মুক্ত হবে। একমাত্র প্রশাসনের মাধ্যম ছাড়া আমাদেরকে কেউ অযথা বিরক্ত বা হয়রানির চেষ্টা করলে তারা সন্ত্রাসী-জঙ্গী হিসেবে প্রমাণিত হবে এবং তৎক্ষনাৎ তাদেরকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে সোর্পদ করা হবে।

৪। ঢাকা শহরের প্রাণ কেন্দ্রে অথবা প্রতি জেলা শহরের প্রাণ কেন্দ্রে, বগুড়াতে হলে আলতাফুন্নেছা মাঠে ২ মাসব্যাপী প্রচার প্রসারের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে বাহাস হতে হবে। গ্রামে গ্রামে হবে না। (কেননা সম্মানিত জেলা প্রশাসক সাহেবের রুমে, এসপি সাহেবের রুমে, ইউএনও-ওসির রুমে অথবা অন্য কোনো সংকুচিত পরিসরে বাহাসে বসলে পরাজিত হওয়ার পরেও বেহায়াপনা করে তারা বিজয়ী হয়েছে বলে হাজার হাজার মুখে মিথ্যা প্রচারনা চালাতে অভ্যস্থ। ইতিপূর্বে আমাদের নিকটে তার অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে)

৫। পরাজিত দল অবশ্যই নিজের দল ত্যাগ করে তওবা করে বিজয়ীদের কাছে মুরিদ হয়ে, সারাজীবন তাদের সত্য মত-পথ মেনে নিতে বাধ্য থাকবে। আমাদের সাথে বসলে প্রকাশ্য ময়দানেই বসতে হবে কোনো বদ্ধ পরিসরে আমরা বাহাস করিনা।

৬। বাহাস কেবল মাত্র নিরপেক্ষ প্রশাসনিক কর্মকর্তা, কর্মচারী ও জনসাধারনের উপস্থিতিতে প্রকাশ্য ময়দানে অনুষ্ঠিত হতে হবে। ডিসি, এসপি বা থানা রুমের বদ্ধ জায়গায় হবে না। বাহাসের প্রথম পক্ষ ও দ্বিতীয় পক্ষ ব্যতীত কোনো তৃতীয় পক্ষ বিচারক হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারবেনা। কারণ উক্ত বিষয়গুলোর ব্যাপারে কেউই নিরপেক্ষ নয়। কাজেই কুরআন-সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের ভিত্তিতে সঠিক বলে যেই পক্ষ অধিক দলীলের ভিত্তিতে উপরোক্ত বিষয়গুলোর অধিকাংশ বিষয়ে উপরোক্ত ব্যক্তিদের নিকটে প্রমাণিত হবে সেই পক্ষই বিজয়ী দল হিসেবে সাব্যস্ত হবে। বাহাস অডিও হবে ও ইন্টারনেটে সারা পৃথিবীময় রেডিওতে লাইভ হবে। ছবি-ভিডিও করা যাবে না। কারণ শরীয়তে এটি হারাম। *(বুখারী শরীফ ২২২৫ ও মুসলিম শরীফ-২১১০ নং হাদীস শরীফ)*

৭। এতদিন পর্যন্ত হুজুর পাক ﷺ উনার সম্পর্কে মিথ্যা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত ও কুফরীতে নিমজ্জিত করার অপরাধে পরাজিত দলের সকল সদস্য জুতার মালা পরে গোটা শহর ঘুরতে বাধ্য থাকবে। বাহাসের পরবর্তী শর্তগুলো বাহাসের দিনের ২ মাস পূর্বে ডিড সম্পাদনের সময় জানানো হবে। ডিড হওয়ার পরে যে দল বাহাসে আসবে না বা কোনো ছল চাতুরী করে পালিয়ে যাবে বা হট্টগোল তথা সন্ত্রাস-জঙ্গীপনা করলে তারা আইনে সন্ত্রাস-জঙ্গীপনা এবং পরাজিত দল হিসেবে প্রমাণিত হবে।

৮। বিরোধী পক্ষের আমল আক্বিদাগুলোরও দলীল পেশ করতে হবে। দলীল হিসাবে আমাদের পক্ষ থেকে পেশ করা পবিত্র কুরআনের আয়াত ও হাদীস শরীফ গুলো খন্ডন করার জন্য নাছেখ আয়াত ও হাদীস শরীফ দিয়েই খন্ডন করতে হবে। যুক্তি দেওয়া যাবে না।

চ্যালেঞ্জ দেওয়ার কারণ : চ্যালেঞ্জ এর কিতাব পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ২, ২৩ ও ১১১নং আয়াতে আল্লাহ্ পাক কাফিরদের সন্দেহ নিরসনের জন্য চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন। কাজেই তাদের মত ধর্ম ব্যবসায়ীদের মিথ্যা বই, বক্তব্য ও লিফলেটের মাধ্যমে সৃষ্ট সন্দেহ এবং কুরআনের মাহফিল বন্ধের অপচেষ্টা ও ফিৎনা নিরসনের জন্য চ্যালেঞ্জ দেওয়া কুরআন ও সুন্নাহ্ শরীফেরই হুকুম। আমরা নিশ্চিত যে, একমাত্র আল্লাহ্ পাক উনার কুদরত ব্যতীত হাতের তালুর ওপরে পশম গজানো যেমন অসম্ভব- তার চাইতেও বেশি অসম্ভব ব্যাপার তাদের উপরোক্ত আমল-আক্বিদাগুলো কুরআন-সুন্নাহ্ সম্মত প্রমাণ করা। কারণ তাদেরই লিখিত অসংখ্য কিতাবে ঐগুলোকে কুফরী এবং ফাসেকী আমল-আক্বিদা বলে অভিহিত করা হয়েছে যা আমাদের নিকটে মওজুদ আছে।

আমরা কোনো রাজনৈতিক দলের অথবা মতের নই। আল্লাহ্ পাক সন্তুষ্টির জন্য কুরআন-সুন্নাহর সত্য কথাগুলো মানুষকে সঠিক আল্লাহ্ ওয়ালা তৈরীর লক্ষ্যে নির্ভিক চিত্তে প্রকাশ করে থাকি। যাকে আল্লাহপাক কবুল করবেন সেই বুঝতে পারবে। আল্লাহ্ পাক বলেন "সত্যের সাথে মিথ্যার মিশ্রন ঘটাইওনা, সত্যকে জানার পরেও গোপন করোনা" *(সূরা বাক্বারা : ৪২ নং আয়াত শরীফ)* "আজ হতে তোমাদের জন্য দ্বীন পূর্ন করে দিলাম" *(সূরা মায়িদা : ৩ নং আয়াত শরীফ)* "অমুসলিমের নিয়মনীতি অনুসরণ করলে তা কবুল হবে না । তারা দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্থ হবে" *(সূরা আলে ইমরান: ৮৫ নং আয়াত শরীফ)* "যে ব্যক্তি যে জাতির অনুসরণ করবে সে সেই জাতির অন্তর্ভূক্ত হবে" *(আবু দাউদ, মিশকাত ইত্যাদি সহ অসংখ্য কিতাব)* "মুমিনগণ জানমালের বিনিময়ে নেক কাজ করলে অবশ্যই তাদেরকে আল্লাহপাক গোটা দুনিয়ার খিলাফত দান করবেন" *(সূরা নূর : ৫৫ নং আয়াত শরীফ)* অতএব খিলাফত কায়েমের জন্য কোনো অমুসলিমের নিয়মনীতি ও তন্ত্রমন্ত্র মুসলিমের জন্য গ্রহণ করা কোনো ক্রমেই জায়েয নেই।

"ইসলামী শরীয়তের কোনো হালালকে হারাম অথবা হারামকে হালাল বললে সঙ্গে সঙ্গে তার ঈমান নষ্ট হয়ে সে মুরতাদ তথা কাফির হয়ে যায়"। (সূরা আহযাব-৩৬, সূরা নিসা-৬৫ সহ আকাইদে নছফী, আকাইদে দেওবন্দ, ও আকাইদে আকবরসহ অসংখ্য কিতাব) আসুন- সত্যের ওপরে এক হয়ে সকলে মিলে হক্কানী অলী আওলীয়াদের নেক সহবতে এসে **সারা জগতে সহীহ্ ভাবে হাক্বিকতে বাইয়াত, দা'ওয়াত ও জিহাদভিত্তিক কুরআন-সুন্নাহর খিলাফত কায়েমের আপ্রাণ প্রচেষ্টা করি। আল্লাহ পাক হক্বের ওপর সবাইকে কবুল করুন- আমিন।**

(আলহামদু লিল্লাহ্-আমাদের মুফতী বোর্ড সুন্নতী গবেষণা কেন্দ্রে সকল বিষয়ে অকাট্য দলীল দেওয়ার জন্য প্রায় বিশ কোটি টাকার কিতাব মওজুদ রয়েছে।)

পরিশেষে আর একটি কথা না বললেই নয়, তা হলো- তাবৎ বাতিলপন্থী তথা, ওহাবী-খারেজী, বিশর বাহিনী ও এজিদ বাহিনী উলামায়ে সূ ধর্ম ব্যবসায়ী মৌ-লোভীদের আমাদের তরফ থেকে বহুবার ওয়াজ মাহফিল, **দৈনিক হক্বের ডাক, মাসিক হক্বের দা'ওয়াত** সহ অসখ্য পত্র-পত্রিকা ও লিফলেট-হ্যান্ডবিলের মাধ্যমে 'প্রকাশ্য বাহাসের চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলা হয়েছে যে-

"তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো, বুকে যদি সাহস থাকে, ইলমের যদি জোর থাকে, তাহলে প্রকাশ্য ময়দানে জনগণের সামনে এসে দলীল-আদিল্লাহ দ্বারা প্রমাণ করে **মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী উনার** কোনো আক্বীদা ও আমল শরীয়তের খিলাফ? যদি শরীয়তের খিলাফ প্রমাণ করতে পারো, তবে আমরা সবাই জনগণের সামনে প্রকাশ্যেই তওবা করে তোমাদের দলীল মেনে নিবো। আর যদি তোমাদের কোনো আক্বীদা ও আমল শরীয়তের খিলাফ বলে প্রমাণিত হয়, তবে তোমাদেরকেও প্রকাশ্য ময়দানে জনগণের সামনে এসে তওবা করে আমাদের দলীল মেনে নিয়ে আমাদের মুরিদ হতে হবে।"

কিন্তু আজ পর্যন্ত তারা আমাদের ডাকে বাহাছের সাড়া দেয়ার সাহস দেখাতে পারেনি। অথচ তারা আমাদের নামে মিথ্যা প্রপাগান্ডা ছড়ায় যে, 'আমরা নাকি তাদের ডাকে বাহাছের সাড়া দেইনা।' নাউযুবিল্লাহ! তাই এ রিসালার মাধ্যমে তাদেরকে আবারও প্রকাশ্যে বাহাছের চ্যালেঞ্জ জানানো হলো।

{বিশেষ দ্রষ্টব্য : লিফলেটটি ফটোকপি করে বেশি বেশি প্রচার করুন। উলামায়ে 'সূ' তথা ধর্ম ব্যবসায়ী, সন্ত্রাসী/জঙ্গীদের হাত থেকে সাধারণ মুসলমানদের ঈমান-আমল হিফাজতে সহায়তা করুন। যা সদকায়ে জারিয়া হিসেবে গণ্য হবে।}

হযরত আবু হুরাইরা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, "হুজুর পাক ﷺ বলেন, শেষ যামানায় এক শ্রেণীর দাজ্জাল নামে মিথ্যাবাদী (আলেম নামধারী) কাযযাব বের হবে যারা (স্বীয় ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থে) হাদীসের নামে বানিয়ে বানিয়ে এমন সব মিথ্যা কথা বলবে, যা তোমরা কোনোদিন শোনো নাই, তোমাদের বাপ-দাদা পূর্বপুরুষ কোনোদিন শোনে নাই, এমন ব্যক্তি অথবা দলের নিকটে তোমরা যাবে না, তাদেরকে তোমাদের নিকটে আসতে দিবে না। তবেই তারা তোমাদেরকে ফিতনায় ফেলতে পারবে না এবং পথভ্রষ্ট (জাহান্নামী) করতে পারবে না"। *(মুসলিম শরীফ-৭ নং হাদীস, তিরমিযি, মিশকাত, মিরকাতসহ প্রায় ৩০টি হাদীস শরীফের কিতাব।)*